ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা সম্বলিতে লিখনি

হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী ﷺ এর
প্রসিদ্ধ কিতাব 'ইসলামী যিন্দেগী' এর অনুবাদ কৃত নাম

ইসলামী জীবন

যিলকদ

রবিউল আউয়াল

রবিউস সানি

শাওয়াল

জমাদিউল আউয়াল

রমযান

লিখক: হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী ﷺ

আকীকা ও খতনার ইসলামী পদ্ধতী	বিবাহের রীতিনীতির বর্ণনা	নতুন ফ্যাশনের ক্ষতি
সন্তানের লালন পালনের ইসলামী পদ্ধতী	বরকতপূর্ণ তারিখ সমূহের ওযীফা ও আমল	ব্যবসার মূলনীতি

আল-মদীনাতুল ইলমীয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

আনন্দ বেদনার অনুষ্ঠানের রীতিনীতির ব্যাপারে শরয়ী নির্দেশনা সম্বলিত
মাদানী পুষ্পের সমাহার

প্রসিদ্ধ কিতাব "ইসলামী যিন্দেগী" এর অনুবাদকৃত নাম

ইসলামী জীবন

লেখক
প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ
ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

কিতাবের নাম : **ইসলামী জীবন**

লেখক : **প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী** رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ

উপস্থাপনায় : **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ**

প্রকাশকাল : জমাদিউস সানী ১৪৪২ হিঃ, ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে,** জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **কে.এম.ভবন,** দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com

Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

বিবরন	পৃষ্ঠা নং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কিতাবটি পাঠ করার ১৯টি নিয়্যত	৭	প্রচলিত রীতিনীতি	৪১
আল মদীনাতুল ইলমিয়া পরিচিতি	৯	এসকল রীতিনীতির ভয়াবহতা	৪৩
ভূমিকা	১১	ইসলামী রীতিনীতি	৪৬
মুসলমানদের রোগবালাই এবং এর প্রতিকার	১৪	দ্বিতীয় পরিচ্ছদ	৫০
		বিবাহ ও বিদায়ের বিভিন্ন রীতিনীতি	৫০
প্রথম অধ্যায়	২১	প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি	৫০
শিশুর জন্ম	২১	এসকল রীতিনীতির খারাপ দিক	৫২
প্রচলিত রীতি	২১	মুসলমানদের কিছু বাহানা	৫৮
এসকল প্রথার ক্ষতিকর দিক	২২	বিবাহের ইসলামী রীতিনীতি	৬২
ইসলামী রীতিনীতি	২৫	শশুরবাড়ীর পক্ষ হতে উপহার	৬৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৬	হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ (কালাম)	৬৯
আকীকা ও খতনা	২৬		
প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি	২৬	জেহেয (কালাম)	৭০
এসকল রীতিনীতির ক্ষতিকর দিক	২৭	শাহ্জাদিয়ে কওনাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি জীন্দেগী (কালাম)	৭০
আকীকা ও খতনার ইসলামী পদ্ধতি	৩০		
খতনা	৩২	প্রথম নির্দেশনা	৭১
তৃতীয় অধ্যায়	৩৩	দ্বিতীয় নির্দেশনা	৭৩
শিশুর লালন পালন	৩৩	তৃতীয় পরিচ্ছদ	৭৫
লালন পালনের প্রচলিত রীতিনীতি	৩৩	বিবাহ পরবর্তি বিভিন্ন রীতিনীতি	৭৫
এসকল রীতিনীতির ভয়াবহতা	৩৪	প্রচলিত রীতিনীতি	৭৫
সন্তানের লালন পালনের ইসলামী পদ্ধতি	৩৬	এসকল রীতির ধ্বংসাত্মক দিক	৭৭
		এর সংশোধন	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	৪০	প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী	৭৮
বিবাহ	৪০	পঞ্চম অধ্যায়	৮৩
প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি	৪০	মুহররাম, শবে বরাত, ঈদ ও কুরবানীর ঈদের রীতিনীতি	৮৩
প্রথম পরিচ্ছদ	৪১		
পাত্রী খোঁজা, বাগদান ও তারিখ নির্ধারন	৪১	প্রচলিত বিভিন্ন রীতি	৮৩
		এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক	৮৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রজব শরীফ	৮৮	শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য	১৫৪
শবে বরাত	৮৯	সফরে যাওয়ার সময়	১৫৪
এই দিনগুলোতে ইসলামী রীতিনীতি	৯১	বাহনে আরোহন করার সময়	১৫৫
ঈদের দিন	৯৪	রাতে ঘুমানের সময়	১৫৫
কুরবানির ঈদের দিন এই কাজগুলো করো	৯৫	প্রত্যেক নামাযের পর	১৫৬
		বিপদগ্রস্থকে দেখে	১৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	৯৬	১২ মাসের বরকতময় তারিখ সমূহের ওযীফা ও বিভিন্ন আমল	১৫৭
নতুন ফ্যাশন ও পর্দা	৯৬		
প্রথম পরিচ্ছেদ	৯৭	দশ মুহাররম (আশুরা)	১৫৭
নতুন ফ্যাশনের বিভিন্ন ক্ষতি	৯৭	রবিউল আউয়ালের মিলাদ শরীফ	১৫৭
মুসলমানদের অপরাগতা	১০৪	রবিউল আখিরের গেয়ারভী শরীফ	১৫৮
ইসলামী আকৃতি ও পোশাক	১১৫	রজব	১৫৯
ইসলামী পোশাক	১১৬	শা'বান ও শবে বরাত	১৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছদ	১১৮	রমযান মাস	১৬০
মহিলাদের পর্দা	১১৮	**ইসলামী জীবনের উপসংহার**	১৬২
ইসলামী পর্দা ও জীবন যাপনের পদ্ধতি	১২৮	মুসলমান ও বেকারত্ব	১৬২
		উপার্জনের উৎসাহ মূলক ফযীলত	১৬৫
কোন কারণ ব্যতীত মহিলাদের নিজ ঘর থেকে বের হওয়াও নিষেধ	১২৯	উপার্জনের যুক্তিভিত্তিক উপকারীতা	১৬৯
		আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কোন পেশা অবলম্বন করেছেন	১৭০
মেয়েদের শিক্ষা	১৩১		
অপন্দনীয় রীতিনীতি	১৩৬	উত্তম পেশা	১৭১
মৃত্যুর সময়কার রীতিনীতি	১৩৭	নাজায়িয বিভিন্ন পেশা	১৭২
এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক	১৩৯	প্রতিবন্ধী মুসলমান	১৭৪
মৃত্যুর সময়কার ইসলামী রীতিনীতি	১৪১	পেশা ও জাতীয়তা	১৭৫
মৃত্যু পরবর্তি প্রচলিত রীতিনীতি	১৪৩	ব্যবসা বাণিজ্য	১৭৯
এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক	১৪৫	কাহিনী	১৮১
মৃত্যু পরবর্তী ইসলামী রীতিনীতি	১৪৭	কাহিনী	১৮১
মীরাস (উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ)	১৪৯	সৎচরিত্রবান	১৮২
সকাল ও সন্ধ্যা	১৫২	বিশ্বস্ততা	১৮২
খাবার খাওয়ার সময়	১৫৩	পরিশ্রম	১৮৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবসার মূলনীতি	১৮৩	অধিক লাভ	১৮৬
কাহিনী	১৮৩	অযথা ব্যয়	১৮৬
আমার গল্প	১৮৫	মুসলমান ক্রেতাদের ভুল	১৮৬
একটি মারাত্মক ভুল	১৮৫	ঘটনা	১৮৭
মুসলিম দোকানদারের বদ মেজাজ	১৮৬	মুনাফার জন্য বিশৃংখলা করা	১৮৮
তাড়াহুড়াকারী এবং অজ্ঞ ব্যবসায়ী	১৮৬	তথ্যসূত্র	১৯০

ভালো ভালো নিয়্যত সম্পর্কে জানার জন্য, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান **"নিয়্যতের ফল"** ও নিয়্যত সম্পর্কিত তাঁর সংকলিত কার্ড এবং পামফ্লেট মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা হতে সংগ্রহ করুন।

সন্তানকে কুরআন পড়ানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কোরআনে করীম নাজেরা শিখাবে তার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/৩৪৪, হাদীস ১১২৭১)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৯টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। **(আল জামেউস সগীর, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩২৬)**

নোট:

(i) প্রত্যেক আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

(ii) ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হাম্‌দ (২) সালাত এবং (৩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ও (৪) بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা শুরু করবো (এই পৃষ্ঠারই উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য এই কিতাব খানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৬) যতটুকু সম্ভব এই কিতাব খানা অযু সহকারে ও (৭) কিবলামূখী হয়ে পাঠ করবো। (৮) কুরআনের আয়াত ও (৯) হাদীস শরীফের যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ (১১) যেখানে **প্রিয় নবীর** নাম মোবারক আসবে সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (১২) (নিজের ব্যক্তিগত কপির) **"সনাক্তিকরণ"** পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সমূহ লিখবো। (১৩) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডার লাইন করবো। (১৪) অপরকে এই

www.dawateislami.net

কিতাব পড়ার জন্য উৎসাহিত করবো। (১৫) এই হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" অর্থ্যাৎ একে অপরকে উপহার দাও পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, নম্বর ১৭৩১) এর উপর আমল করার নিয়্যতে (একটি অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী) এই কিতাবটি কিনে অপরকে উপহার দিবো। (১৬) যাদেরকে দিবো যতদূর সম্ভব তাদেরকে এই টার্গেট দিবো যে, আপনি এত (যেমন ২৬) দিনের মধ্যে পরিপূর্ণ পড়ে নিবেন। (১৭) এই কিতাবটি পড়ে সকল উম্মতের জন্য ইছালে সাওয়াব করবো। (১৮) প্রতি বছর একবার এই কিতাব সম্পূর্ণ পড়ে নিবো। (১৯) কিতাবে কোন শরয়ী ভূলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভভাবে জানাবো। (লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে বিশেষ কোন উপকার হয়না)

ইস্‌মে আযম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এর ফযীলতের ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা **আল্লাহ পাকের** নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। আর **আল্লাহ পাকের** ইস্‌মে আযম এবং এর (بِسۡمِ اللّٰہ) মধ্যে এমন নিকটবর্তী সম্পর্ক যেমন চোখের কালো অংশ (চোখের মনি) ও সাদা অংশের মধ্যকার সম্পর্ক।" (আল মুসতাদরাক লিল্ হাকীম, ১/৭৩৮, হাদীস ২০৭১)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুণর্জাগরন এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰه সমন্বয়ে গঠিত। এটি বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা, প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

www.dawateislami.net

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে উত্তরোত্তর সাফল্য ও উৎকর্ষতা দান করুক আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে একনিষ্টতার সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** ওলামায়ে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم এর বিশেষত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগদ্বীখ্যাত কিতাব সমূহকে যথাসাধ্য আধুনিক যুগের উপযোগী করে প্রকাশ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু কিতাব ও পুস্তিকা (উৎস নিরুপন ও সহজভাবে) প্রকাশিত হয়ে জনসাধারনের সামনে এসেছে, যার মধ্যে **"বাহারে শরীয়াত"** এবং **"জাদ্দুল মুমতার"** এর মত বড় আকারের কিতাবও অন্তর্ভুক্ত। আউলিয়ায়ে কিরামের দয়ায় এ ধারাবহিকতা চালু থাকবে, اِنْ شَآءَ الله এই **"ইসলামী জীবন"** কিতাবটিও এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ, যা হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইসলামী রীতিনীতির ব্যাপারে একটি জগদ্বীখ্যাত রচনা।

এই কিতাবে ঐ সকল রীতিনীতির বর্ণনা রয়েছে, যা সামান্য পার্থক্যের সহকারে পাক ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত রয়েছে। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথমে প্রচলিত রীতি গুলো বর্ণনা করে তাতে বিদ্যমান দোষনিয় বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেন অতঃপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এর জায়িয পন্থার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। এই কিতাবটি আজ থেকে প্রায় ৬৪ বছর পূর্বে লিখা হয়েছে, এই কারণেই যে, হাকীমুল উম্মত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐসকল রীতিনীতির ব্যয়সমূহও সেই যুগের হিসাবেই বর্ণনা করেছেন, বর্তমানে এই রীতিনীতিগুলোতে করা ব্যয়সমূহ কয়েক গুণ বৃদ্ধি

www.dawateislami.net

পেয়েছে। **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া হলো, আমাদেরকে এই কিতাবের আলোকে নাজায়িয রীতিনীতি গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামী রীতিনীতি গ্রহণ করার তাওফিক দান করুক। আমিন

"দা'ওয়াতে ইসলামী" এর **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** এই মাদানী পুষ্পের সমাহারকে আধুনিক যুগের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে, যাতে মাদানী ওলামায়ে কিরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام নিম্নলিখিত কাজগুলো করার চেষ্টা করছেন:

- কিতাবের নতুন কম্পোজিং, যাতে বিরতি চিহ্নের প্রতিও লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
- অন্য কপির সাথে যাচাই বাছাই করা।
- তথ্যসূত্র সমূহ যথাসম্ভব নিরুপন করা।
- আরবি ও ফার্সি ইবারত সমূহ এবং কুরআনের আয়াতে মতনের সাদৃশ্যতা ও বিশুদ্ধতা।
- সতর্কতার সহিত বার বার প্রুফ রিডিং করা, যাতে ভূলের সম্ভাবনা কমে যায়।
- পাদটীকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:
- কঠিন শব্দগুলোর সহজিকরণ, আরবি ও ফার্সি ইবারতের অনুবাদ।
- কুরআনী আয়াতের অনুবাদ **কানযুল ঈমান শরীফ** হতে, হাদীস ও রেওয়ায়াত সমূহের তথ্যসূত্র।

www.dawateislami.net

❁ পরিশেষে তথ্যসূত্রের তালিকা লেখক ও সংকলকের নাম, তাঁদের ওফাতের সন এবং প্রকাশনাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কিতাবে কিছু শব্দ/ বাক্য সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। (বিডি অনুবাদ বিভাগ)

এই কিতাবটি যথাসাধ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে ওলামায়ে কিরাম যে পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছেন **আল্লাহ পাক** তা কবুল করুক, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এবং তাঁদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ"** এবং অন্যান্য মজলিশ সমূহকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উৎস নিরুপন বিভাগ
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

৫টি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(১) যে (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, (মূলত) সে আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, (মুলত) সে **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো। (মুজামুল আউসাত, ২/৩৮৭, হাদীস ৩৬০৭) (২) সম্মানিত কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: মু'মিনের সম্মান তোমার চেয়েও বেশি। (ইবনে মাজাহ, ৪/৩১৯, হাদীস ৩৯৩২) (৩) মুসলমান সেই, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী, ১/১৫, হাদীস ১০) (৪) মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ দ্বারা এমন ভাবে ইশারা করা যাতে তার কষ্ট হয়। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল লিয যুবাইদী, ৭/১৭৭) (৫) কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, সে অপর মুসলমানকে ভীত করবে। (আবু দাউদ, ৪/৩৯১, হাদীস ৫০০৪)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالۡعَاقِبَۃُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنۡ کَانَ نَبِیًّا وَّاٰدَمُ بَیۡنَ الۡمَاءِ وَالطِّیۡنِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡنَ اِلٰی یَوۡمِ الدِّیۡنِ

মুসলমানদের রোগবালাই ও এর প্রতিকার

বর্তমানে এমন কোন ব্যথিত হৃদয় এমন রয়েছে, যা মুসলমানদের বর্তমান অবনতি ও তাদের বর্তমান লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বে ব্যথিত হচ্ছেনা এবং কোন চক্ষু এমন আছে, যা তাদের দারিদ্রতা, অভাব এবং বেকারত্বে অশ্রু প্রবাহিত করছেনা, রাজত্ব তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ধনসম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে, মান ও সম্মান তাদের শেষ হয়ে গেছে, যুগের প্রতিটি বিপদের শিকার হচ্ছে মুসলমানেরা, এই অবস্থা দেখে কলিজা মুখে চলে আসে কিন্তু বন্ধুরা! শুধু কান্নাকাটি ও মনে কষ্ট পাওয়াতে কাজ হবে না বরং প্রয়োজন হলো তা প্রতিকারের জন্য স্বয়ং মুসলমান জাতীকেই ভাবতে হবে, প্রতিকারের জন্য কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ভাবা উচিৎ।

প্রথমত হলো, মূল রোগটা কী? **দ্বিতীয়ত** হলো, এর কারণ কী? কেন রোগ সৃষ্টি হলো? **তৃতীয়ত** হলো, এর প্রতিকার কী? **চতুর্থত** হলো, এর প্রতিকারে সতর্কতা কী? যদি এই চারটি বিষয়ে ভেবে জেনে নেয়া যায় তবে মনে করুন প্রতিকার সহজ। এর পূর্বে অনেক নেতৃবৃন্দরা গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিকার সম্পর্কে ভেবেছেন। কেউ কেউ ভাবলো যে, মুসলমানদের প্রতিকার শুধুমাত্র সম্পদ। সম্পদ অর্জন করো উন্নতি লাভ করবে। কেউ কেউ

www.dawateislami.net

বললো: এর প্রতিকার হলো সম্মান। কাউন্সিলের সদস্য হও শান্তি পাবে। কেউ কেউ বললো: সকল রোগের চিকিৎসা হলো শুধুমাত্র শাবল। শাবল উঠাও তরী পার হয়ে যাবে। ঐসকল মূর্খ চিকিৎসকরা কিছুদিন অনেক শোরগোল করলো কিন্তু রোগ বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া কিছু অর্জন হলো না। তাদের উদাহারণ ঐসকল মূর্খ মায়ের মতো যার সন্তান পেটের ব্যথায় কাঁদছে আর সে চুপ করানোর জন্য তার মুখে দুধ দেয়, যার ফলে সন্তান কিছুক্ষনের জন্য ব্যথা ভুলে যায় কিন্তু পরে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। কেননা প্রয়োজন তো ছিল যে, সন্তানকে পেট পরিষ্কারকারী ঔষধ দিয়ে তার পাকস্থলী পরিষ্কার করা, অনুরূপভাবে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত কোন চিকিৎসক নেতা আসল রোগ চিহ্নিত করতে পারেননি এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করেনি আর যে **আল্লাহ**র বান্দারা মুসলমানদেরকে এর সঠিক প্রতিকারের কথা বললো, তখন মুসলিম জাতী তাদের উপহাস করলো, তাদেরকে ভৎসনা করলো, বিদ্রুপ করলো, মূলত আসল চিকিৎসকের কথায় তারা সাড়া দিলো না। আমি সে ব্যাপারে বলার পূর্বে একটা ঘটনা উপস্থাপন করছি:

এক বৃদ্ধ কোন এক ডাক্তারের কাছে গেলো আর বলতে লাগল: "ডাক্তার সাহেব! আমার দৃষ্টি শক্তি কমে গেছে।" ডাক্তার বললো: "বার্ধক্যের কারণে।" বৃদ্ধ বললো: "কোমরেও ব্যথা করে।" ডাক্তার বললো: "বার্ধক্যের কারণে।" বৃদ্ধ বললো: "চলতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায়।" উত্তর দিলো: "বার্ধক্যের কারণে।" বৃদ্ধ বললো: "স্মরণ শক্তিও খারাপ হয়ে গেছে, কোন কথা স্মরণ

www.dawateislami.net

থাকেনা।” ডাক্তার বললো: “বার্ধক্যের কারণে।” বৃদ্ধ লোকটি রাগান্বিত হয়ে গেলো আর বললো: “হে নির্বোধ ডাক্তার! তুমি তো সকল ব্যাপারে বার্ধক্য ছাড়া আর কিছুই দেখছো না।” ডাক্তার বললো: “চাচা! আপনি যে আমার উপর অযথা রাগ করলেন সেটাও বার্ধক্যের কারণে।”

তদ্রুপ বর্তমানে আমাদেরও একই অবস্থা, মুসলমানদের রাজত্ব গেলো, সম্মান গেলো, সম্পদ গেলো, গর্ব গেলো, শুধু একটি কারণে, আর তা হলো, আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতের অনুসরন ছেড়ে দিয়েছি, আমাদের জীবন ইসলামী জীবন থাকলো না। আমাদের **আল্লাহ**র প্রতি ভয়, নবীর প্রতি লজ্জা, আখিরাতের ভয় রইলো না। এসকল ভয়াবহতা শুধু এই জন্য, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

দিন লহুমে খোনা তুঝে, শব নিন্দ ভর সোনা তুঝে
শরমে নবী, খওফে খোদা, ইয়ে ভি নেহী ওয়হ ভি নেহী [১]

আমাদের মসজিদগুলো মুসল্লিশূন্য, মুসলমানদের দ্বারা সিনেমা হল পূর্ণ, সব ধরনের দোষ মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান, অমুসলিমদের রীতিনীতি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আমরা কিভাবে সম্মান পেতে পারি। মুহাম্মদ আলী জওহর খুব সুন্দর বলেছেন:

বুলবুল ওয়া গুল গেয়ে গেয়ে লেকিন!
হামকো গমহে ছমন কে যানে কা!

---

১. হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ১ম অংশ, ৬৮ পৃষ্ঠায় এই শেরটি এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে:
দিন লহুমে খোনা তুঝে, শব সুবহে তক সোনা তুঝে
শরমে নবী, খওফে খোদা, ইয়ে ভি নেহী ওয়হ ভি নেহী

www.dawateislami.net

দুনিয়াবী সকল উন্নতি হলো বুলবুলি এবং ঈমানের সম্পদ হলো বাগান, যদি বাগান সতেজ থাকে, তবে হাজারো বুলবুলি আসবে কিন্তু যখন বাগানই উজাড় হয়ে যাবে তখন বুলবুলির আগমন কি আশা করা যায়, মুসলমানদের আসল রোগ তো **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতকে ছেড়ে দেয়া, আর এর কারণে আরো অনেক রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হলো। মুসলমানদের হাজারো রোগ বালাই তিনভাগে বিভক্ত: **প্রথমটি** প্রতিদিন নতুন নতুন মতবাদ সৃষ্টি এবং প্রত্যেকের ডাকে মুসলমানদের চোখ বন্ধ করে চলা। **দ্বিতীয়টি** মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ এবং মামলা-মুকাদ্দমা ও পরস্পর শত্রুতা। **তৃতীয়টি** আমাদের মূর্খ বাপ দাদার আবিস্কৃত শরীয়াত বিরোধী বা অপরীতিনীতি। এই তিন ধরনের রোগ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, ঘর হতে ঘর ছাড়া করে দিলো, ঋণগ্রস্থ করে দিলো, মোটকথা লাঞ্চনার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে দিলো।

প্রথম রোগটির প্রতিকার শুধু এটাই যে, মুসলমান একটি বিষয় ভালভাবে স্মরণ রাখবে যে, কাপড় নতুন পরিধান করবো, নতুন ঘর বানাবো, নতুন নতুন খাবার খাবো, প্রতিটি দুনিয়াবী কাজ নতুন নতুন করবো, কিন্তু দ্বীন সেই চৌদ্দশত বছরের পুরোনোটাই গ্রহণ করবো, আমাদের নবী পুরোনো, দ্বীন পুরোনো, কুরআন পুরোনো, কাবা শরীফ পুরোনা, **আল্লাহ পাক** এক ও অদ্বিতীয় (কদীম), আমরা এই পুরোনো রীতিনীতিরই অনুসারী, এটি হচ্ছে সেই বাক্য যা প্রায় হযরত কেবলায়ে আলম পীর সৈয়দ জামাআত আলী শাহ সাহেবের মরহুম ও মাগফুর পীরে তরীকত আলীপুরী

www.dawateislami.net

বলতেন। এর সর্তকতা হচ্ছে যে, প্রত্যেক বদ মাযহাবের সহচর্য হতে বেঁচে থাকা, ঐ আলিমের নিকট বসো যার নিকট বসলে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও শরীয়াতের অনুসরণের প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় রোগের প্রতিকার এটাই যে, অধিকাংশ ফিতনা ও ফ্যাসাদের মূল হলো দু'টি বস্তু। এক রাগ ও নিজের বড়ত্ব আর দুই শরীয়াতের হক সমূহের ব্যাপারে উদাসীনতা। প্রত্যেক লোকই চায় যে, আমি সবার চেয়ে বড় হবো এবং সকলে আমার হক সমূহ আদায় করবে কিন্তু আমি কারো হক আদায় করবো না। যদি আমাদের স্বভাব হতে "আমিত্ব" বের হয়ে যায়, তবে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের হকের প্রতি সজাগ থাকবে। তবে اِنْ شَآءَ الله কখনো লড়াই ও মামলা মুকাদ্দমার সুযোগই আসবে না। ফকীরের (লিখকের) এই অল্প কথোপকথন اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকৃত করবে, যদি এর উপর আমল করা হয়।

তৃতীয় রোগটি এমন, যার প্রতিকারের জন্য এই কিতাবটি লেখা হচ্ছে, পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিশুর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এমন ধ্বংসাত্বক রীতিনীতি চালু আছে, যা মুসলমানদের স্বমূলে শেষ করে দিয়েছে। আমি নিজেই দেখেছি যে, তাদের জন্ম মৃত্যু, বিবাহ শাদীর রীতিনীতিগুলোর প্রভাবে অসংখ্য মুসলমানের জায়গা-জমিন, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট অমুসলিমদের কাছে নিকট সূদী ঋণের গর্তে চলে গেছে আর অসংখ্য উচুঁ বংশের লোকেরা আজ ভাড়া বাড়ীতে জীবন কাটাচ্ছে আর

www.dawateislami.net

দিকবিদিক ধাক্কা খাচ্ছে। একজন অত্যন্ত অভিজাত বংশীয় ধনী তার পিতার চেহ্লামের রুটির জন্য এক অমুসলিম থেকে চারশত টাকা ধার নিলো, যা থেকে সাতাশ শত টাকা পরিশোধ করেছে এবং পনের শত টাকা আরো বাকী ছিলো। তার জমিজমাও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো, এখনো সে জীবিত, ছেলে মেয়েও আছে, অভাবে জীবন কাটাচ্ছে।

নিজ গোত্রের এমন বিপদ দেখে আমার অন্তর দুঃখে ভরে গেলো, স্বভাবে উৎসাহ সৃষ্টি হলো যে, আমি কিছু খিদমত করবো। কালির এই কতিপয় ফোঁটা মূলত আমার অশ্রুর বিন্দু, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় যেন এর দ্বারা মানুষ সংশোধন হয়ে যায়। আমি এরূপ অনুভব করছি যে, অসংখ্য লোক বিবাহের এমন রীতিনীতির প্রতি বিরক্ত ঠিকই কিন্তু বংশীয় লোকদের বিদ্রুপ ও নাক কাটার ভয়ে যেভাবেই হোক ধারদেনা করে ঐসকল ভ্রান্ত রীতিনীতি পূর্ণ করে থাকে। এমন কোন বীর পুরুষ নাই, যে নির্ভয়ে প্রত্যেকের বিদ্রুপ সহ্য করে সকল রীতিনীতিকে লাথি মারবে এবং সুন্নাতকে জীবিত করে দেখাবে, যে ব্যক্তি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে জীবিত করবে, সে একশত শহীদের সাওয়াব পাবে। কেননা শহীদ তো একবার তরবারির আঘাতে মারা যায় কিন্তু এই **আল্লাহ**র বান্দা সারা জীবন মানুষের মুখের আঘাত খেতে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রচলিত রীতিনীতিগুলো দুই প্রকার। একটি তো হলো, যা শরীয়াতে নাজায়িয। অপরটি হলো, যা ধ্বংসাত্বক এবং অনেক সময় তা পূরণ করার জন্য মুসলমানরা সুদী ঋণ নিয়ে

www.dawateislami.net

থাকে আর সুদ দেয়া ও নেয়া উভয়টিই হারাম। তাই এ রীতিনীতিগুলো হারাম কাজের মাধ্যম, এ কিতাবে উভয় প্রকারের রীতিনীতিগুলো উল্লেখ করা হবে এবং বর্ণনার পদ্ধতি এমনই হবে যে, এই কিতাবের পৃথক পৃথক অধ্যায় হবে, অর্থাৎ জন্মের রীতিনীতির একটি অধ্যায়, অতঃপর বিবাহ শাদীর রীতিনীতির একটি অধ্যায়, অতঃপর মৃত্যুর রীতিনীতির পৃথক অধ্যায় ইত্যাদি। প্রতিটি রীতিনীতি সম্পর্কে তিনটি বিষয় আরয করা হবে, প্রথমে প্রচলিত রীতি এবং এরপর এর ক্ষতিকর দিকসমূহ। অতঃপর এর সুন্নাত ও জায়িয পদ্ধতি।

এই কিতাবের নাম **"ইসলামী যিন্দেগী"** (এর অনুবাদকৃত নাম ইসলামী জীবন) রাখছি এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আশা যে, **তিনি আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় একে নামের সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিবেন এবং কবুল করে মুসলমানদেরকে এর উপর আমল করার তাওফিক দান করবেন। আমার জন্য এই কিতাবকে আখিরাতের পাথেয় ও সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দিবেন।

اٰمِيْن اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بِجَاهِ رَسُوْلِكَ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

অধম

আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

২ সফরুল মুজাফ্ফর

জুমা মুবারক, ১৩৬৩ হিজরি

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রথম অধ্যায়

শিশুর জন্ম

প্রচলিত রীতি

শিশুর জন্মের সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রীতিনীতি রয়েছে, কিন্তু কিছু রীতি এমন, যা প্রায় কোন পার্থক্য ছাড়াই প্রত্যেক জায়গায় পাওয়া যায়, তা নিম্নে দেয়া হলো:

১. ছেলের জন্ম হওয়াতে সাধারণত বেশি খুশি হয় আর যদি মেয়ের জন্ম হয় তবে কিছু লোক খুশির পরিবর্তে চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে যায়।

২. প্রথম শিশুর জন্য বেশি খুশি উদযাপন করা হয়। অতঃপর অন্যান্য শিশুদের জন্য খুশি উৎযাপন করা হয় কিন্তু কম।

৩. ছেলের জন্ম হলে তখন জন্মের ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত মহিলারা মিলে ঢোল বাজায়।

৪. জন্মের দিন লাড্ডু বা কোন মিষ্টান্ন আত্মীয় স্বজনের মাঝে বন্টন করা হয়।

৫. সেদিন হিজড়ারা গান গেয়ে ও অন্যান্য বাদ্য বাদকরা ঘর ঘিরে নেয় এবং অনর্থক গান গেয়ে বখশীশ চায়, যা চায় তাই নিয়ে যায়।

www.dawateislami.net

৬. বোন, ভগ্নিপতি ইত্যাদিকে পোশাক, টাকা পয়সা ইত্যাদি অনেক কিছু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দিতে হয়। চুলের গোছা ধোয়া, গঁদা বানানো ইত্যাদি।

৭. কনের মা, বাবা, ভাইয়ের পক্ষ হতে প্রসূতী ঘরের প্রথাগত বিভিন্ন জিনিস আনা আবশ্যক হয়ে থাকে, যাতে বর-কনে, শশুড়-শাশুড়ি, ননদ-ননদের স্বামী এমন কি বাড়ির আয়া চাকরদের জন্যও কাপড়, নগদ টাকা আর যদি মেয়ে জন্ম হয় তবে মেয়ের জন্য ছোট ছোট অলঙ্কার থাকাও আবশ্যক। মোট কথা বাপের বাড়ি ও শশুড় বাড়ির লোকেরা দেউলিয়া হয়ে যায়।

৮. মালি ও বাবুর্চি ঘরের দরজায় পাতার মালা বা কাগজের ফুল বেঁধে দেয়, যার বিনিময়ে কমপক্ষে এক জোড়া পোশাক ও টাকা আদায় করে নেয়া হয়।

এই সকল প্রথার ধ্বংসাত্বক দিক

মেয়ে জন্ম হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা কাফিরদের অভ্যাস। যে ব্যাপারে কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌ ﴿۵۸﴾ (১)

বরং সত্য হলো এটাই, যে মহিলার প্রথম বাচ্চা হিসাবে কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে সে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় সৌভাগ্যবতী

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সারা দিন তার মুখ মন্ডল কালো থাকে এবং সে ক্রোধকে হজম করে। (পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৫৮)

www.dawateislami.net

মহিলা। কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌলতখানায় (ঘরে) প্রথম কন্যা সন্তানই জন্ম গ্রহণ করেছিলো। তাই যেনো **আল্লাহ পাক** সুন্নাতে নবী দান করেছেন।

যুবতী মহিলাদের গান বাজনা করা হারাম। কেননা মহিলাদের আওয়াজও নামুহরিম হতে গোপন থাকা আবশ্যক, যদি মহিলা নামায পড়ছে আর কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তবে সেই মহিলা سُبْحٰنَ الله বলে তাকে অবগত করবে না বরং তালি দিয়ে অবহিত করবে।[১] যখন আওয়াজের এমন কঠোর পর্দা রয়েছে, তবে এই প্রচলিত গান বাজনার ব্যাপারে কি বলার অপেক্ষা রাখে!

সন্তানের জন্মের খুশিতে নফল নামায পড়া ও সদকা, খয়রাত করা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু বংশের লোকদের ভয়ে, নাক কাটার ভয়ে মিষ্টি বন্টন করা একেবারেই অনর্থক আর যদি সুদী ঋণ নিয়ে এ কাজ করা তো আখিরাতের গুনাহও, তাই এই রীতিনীতিকে বন্ধ করা উচিত।

হিজড়াদের টাকা দেয়া কখনোই জায়িয নয়, কেননা তাদেরকে সহায়তা করা মূলত গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করা। যদি তারা এমতাবস্থায় কিছু না পায় তবে এই লোকেরা এই হারাম পেশা বাদ দিয়ে হালাল উপার্জন করবে। আমার আশ্চর্য হয় যে, এই জনগোষ্ঠি অর্থাৎ হিজড়া, দুশ্চিরিত্রা শুধু মুসলিম সমাজেই রয়েছে।

---

১. অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল গুলো বাম হাতের পিঠের উপর মারবে।

(দুররে মুখতার আলাদ দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৪৮৬)

www.dawateislami.net

অমুসলিম ও পারস্য গোত্র গুলোতে এসব লোক নেই। এর কারণ কি? কারণ শুধু এটাই যে, মুসলমানদের মাঝে কুসংস্কার বেশি আর এ সকল লোকেরা এসব কুসংস্কারের দ্বারাই লালিত পালিত হয় এবং অন্যান্য গোত্রে এমন কুসংস্কার নেই, এমন লোকও নেই। নিঃসন্দেহে এমন পেশাদার জাতী মুসলিম জাতির কপালে কালো দাগ স্বরূপ। **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া হলো; এসব লোকেরা যেনো হালাল উপার্জন করে জীবন অতিবাহিত করে।

বোন, ভগ্নিপতি বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের খেদমত করা নিশ্চয় সাওয়াবের কাজ কিন্তু যদি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার জন্য করা হয়। যদি দুনিয়ায় সুনাম অর্জন ও দেখানোর জন্য এই খেদমত করা হয় তবে তা একেবারে নিষ্ফল। দেখানোর জন্য নামাযও উপকারহীন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কারো নিয়্যত **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য হয় না, শুধু প্রথাগত বাধ্যবাধকতা ও দেখানোর জন্য সবকিছু হয়ে থাকে, অন্যথায় কি প্রয়োজন যে, প্রসূতীর ঘরের সামনে বাদ্যও বাজালো, লোকদেরকেও জড়ো করলো, অতঃপর ধনী লোকেরা এই ব্যয় তো সহ্য করে নিলো, কিন্তু গরীব মুসলমানরা এই প্রথাগুলোকে পূরন করতে গিয়ে হয়তো সুদী ঋণ নেয় অথবা বাড়ী বন্ধক রাখে। এজন্য এই সকল ব্যয়কে বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন। অনেক সময় নিজের মেয়ে ও বোনদেরকে এজন্য দিবে যে, এটা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ, কিন্তু এই সকল প্রথাগুলোকে ধ্বংস করে দাও, সর্দি আটকাও যাতে জ্বর চলে যায়। বর্তমানে এমন অবস্থা যে, যদি শিশুর জন্ম হওয়াতে বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে এ প্রথাগুলো পূরন

www.dawateislami.net

করা না হয়, তবে শাশুড়ীও ননদের বিদ্রুপ ও কটাক্ষে বউয়ের জীবন অতিষ্ট হয়ে যায় আর অপর দিকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যদি এই প্রথাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে লড়াইয়ের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে।

ইসলামী রীতিনীতি

শিশুর জন্মে এই কাজগুলো করা উচিতঃ শিশুর জন্ম হওয়ার সাথে সাথে গোসল দেয়া, নাভী কাটা ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডান কানে আযান আর বাম কানে তাকবীর বলা, ঘরের যে কেউ আযান ও তাকবীর দিতে পারবে অথবা মসজিদের মুয়াজ্জিন বা ইমাম সাহেব দিবেন আর যদি আযান দেয়ার জন্য দান ও সদকার নিয়্যতে তাঁদের কোন খেদমত করা হয় তবে অনেক ভাল। কেননা এটা **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা আদায় করা। অতঃপর এটা চেষ্টা করা যে, শিশুকে মুখে প্রথম খাবার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য কোন নেককার মানুষ দিবে, কেননা **তাফসীরে রুহুল বয়ানে** বর্ণিত রয়েছেঃ "শিশুদের মাঝে মুখে প্রথম খাবার মিষ্টি প্রদানকারীর প্রভাব পড়ে এবং তার ন্যায় অভ্যাস সৃষ্টি হয়।" বরং সুন্নাত তো হচ্ছে, শিশুকে তাহ্নীক করা, তাহনীক বলা হয়, কোন দ্বীনদার মানুষ তাঁর মুখে খেজুর বা খোরমা চিবিয়ে শিশুর জিহ্বার সাথে লাগিয়ে দিবেন, যাতে শিশুর পেটে সর্বপ্রথম যে খাবার পৌঁছবে তা যেনো খোরমা হয় এবং কোন দ্বীনদার লোকের মুখের লালা হয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে তাঁদের সন্তানদের তাহনীক করাতেন। ধাত্রীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত, যা তার কাজের পর দেয়া হবে। যদি সন্তানের খুশিতে মিলাদ শরীফ,

www.dawateislami.net

বুযুর্গানে দ্বীনের ফাতিহা করা হয়, তবে খুবই উত্তম, এগুলো ব্যতীত অন্য সকল প্রথাগুলো বন্ধ করে দিন। প্রসূতীর ঘরের প্রচলিত অন্যান্য রীতিনীতি বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকীকা ও খতনা

প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি

সাধারণত আকীকা ও খতনার সময় এই রীতিনীতি পালন করা হয়, অনেক স্থানে আকীকাই করে না বরং ষষ্টি করে থাকে আর তা হলো, সন্তান জন্মের ৬ষ্ঠ দিন রাতের বেলা মেয়েরা জড়ো হয়ে গান বাজনা করে। অতঃপর প্রসূতিকে ঘর হতে বের করে, তারকা দেখিয়ে গান গায়, এরপর মিষ্টি চাল বন্টন করা হয়। অনর্থক গান করা হয়, এ রীতিনীতি নিছক অমুসলিমদের প্রথা এবং যে ব্যক্তি আকীকা করেও তবে তা নিজের বংশ মর্যাদার হিসাবে পশু জবাই করে, আমি এমনও দেখিছি যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ছয় সাতটি পশু জবাই করে সমস্ত মাংস আত্মীয় স্বজনের মাঝে বন্টন করে দেয় অথবা খাবার রান্না করে ভোজনের আয়োজন করে আর এটাও প্রসিদ্ধ যে, কনের প্রথম শিশু কনের পিত্রালয়ে জন্মাবে এবং আকীকা ইত্যাদির সব খরচ কনের পিতামাতা বহন করবে। যদি তারা এরূপ না করে তবে খুবই দুর্নাম হবে। **আল্লাহ**র পানাহ! যখন খতনার সময় আসবে তখনও এমন প্রচলন রয়েছে। খতনার প্রথম রাত জাগ্রত থাকে, যাকে খোদায়ী রাত বলা হয়, যেই রাতে সব মহিলা জড়ো হয়ে সারারাত গান গায় এবং পরিবারের লোকেরা

www.dawateislami.net

সিরনী রান্না করে, অতঃপর ফজরের সময় যুবতী মহিলা ও অন্যান্য মহিলারা গান গাইতে গাইতে মসজিদে যায়, সেখানে গিয়ে সেই সিরনী প্লেটে ভর্তি করে অর্থাৎ ঘি এর প্রদীপ এবং এই শিরনী, কিছু টাকা তাকে রেখে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসে। এই রীতিনীতি কোন কোন স্থানে বিয়ের সময়ও হয়ে থাকে এবং এই রীতি ভারতের উত্তর প্রদেশের কিছু গোত্রে বেশি দেখা যায় কিন্তু খতনার সময় তা হওয়া আবশ্যক। যখন খতনার সময় আসে তখন আত্মীয়-স্বজনরা একত্রিত হয়, যাদের উপস্থিতিতে খতনা করা হয়। ক্ষোরকার খতনা করে তার পাত্র রেখে দেয়, যাতে প্রত্যেক লোক এক এক, দুই দুই বা চার আনা, আট আনা করে রাখে। সব মিলে গরীবের ঘরে পনের বিশ টাকা তো হয়ে যায়, কিন্তু ধনীদের ঘরে একশ, দু'শ, আড়াইশ টাকা পর্যন্ত হয়ে যায়। অতঃপর সন্তানের পিতার পক্ষ হতে বংশের রুটির (খাবারের) ব্যবস্থা হয় এবং সন্তানের মা তার বোন, ভগ্নিপতি ও অন্যান্য আত্মীয়দের পোশাক প্রদান করে থাকে। অপরদিকে সন্তানের নানা, মামার পক্ষ থেকে নগদ টাকা, পোশাক আনা আবশ্যক হয়ে যায়। আত্মীয়রা যা ক্ষোরকারের পাত্রে টাকা পয়সা দান করে সেটাকে "নিওতা" বলা হয়। এটা মূলত সন্তানের পিতার উপর ঋণের মতো হয়ে থাকে, যখন তাদের ঘরে খতনা হবে তখন সেও তাদের ঘরে নগদ টাকা দিবে।

এসকল রীতিনীতির ক্ষতিকর দিক

ষষ্টির অনুষ্ঠান করা নিছক অমুসলিমদের রীতি, যা তারা আকীকার বিপরীতে আবিস্কার করেছে। আমি প্রথমে আরয করেছি যে, মহিলাদের গান-বাজনা করা হারাম, তেমনি ভাবে প্রসূতিকে

www.dawateislami.net

তারকা দেখানো একেবারেই অনর্থক, অতঃপর গায়িকাদের মিষ্টি চাল খাওয়ানো হারাম কাজের বিনিময় স্বরূপ। অতএব উক্ত ষষ্টির প্রথা একেবারে বন্ধ করা আবশ্যক। আকীকা ও খতনায় এরূপ খরচ করাতে এই প্রভাব পড়বে যে, মানুষ খরচের ভয়ে এই সুন্নাতই ছেড়ে দিবে, আকীকা ও খতনা করা সুন্নাত আর সুন্নাত হলো ইবাদত। ইবাদতকে এমনভাবে করা উচিৎ যেভাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত রয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে তাতে রীতিনীতি অন্তর্ভুক্ত করা অনর্থক। নামায পড়া, যাকাত দেয়া, হজ্ব করা ইবাদত, এখন যদি কোন ব্যক্তি নামাযে গান-বাজনা করে করে যায় এবং যাকাত দেয়ার সময় বংশীয় রীতিকে জরুরী মনে করে তবে তা অনর্থক। আমি এক যুবককে বলতে শুনেছি যে, আমার খতনা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেন? সে উত্তর দিলো: আমার পিতার নিকট বংশের লোকদের খাওয়ানোর টাকা ছিলোনা, তাই আমার খতনা করা হয়নি। দেখলেন তো এই প্রথাগুলোর বাধ্যকতায় এই ক্ষতি, সন্তানের জন্য খরচ করা পিতার দায়িত্ব। তাদের আকীকা ও খতনা পিতাই করবে। এই শর্ত লাগিয়ে দেয়া যে, প্রথম সন্তানের খতনা নানা মামারা করবে, তা ইসলামী রীতির পরিপন্থি। তেমনিভাবে বংশের লোকদের খাবার খাওয়ানো এবং ক্ষোরকারকে এমনভাবে চাঁদা তুলে দেয়া খুবই মন্দ প্রথা, তা বন্ধ করা উচিৎ।

'নিওতা' (নগদ টাকা প্রদান)ও খুবই মন্দ প্রথা। যা সম্ভবত অন্য জাতী থেকে আমরা শিখেছি, এতে ক্ষতি এটাই যে, এটা ঝগড়া ও বিবাদের মূল, সেটা তা এভাবে যে, মনে করুন! আমরা কারো ঘরে চারটি অনুষ্ঠানে দুই টাকা করে দিলাম, তখন আমরাও হিসাব করতে থাকি এবং তারাও এই টাকার হিসাব রাখে। এখন

www.dawateislami.net

আমাদের ঘরে কোন খুশির অনুষ্ঠান হলো, আমরা তাদের দাওয়াত দিলাম, তখন আমাদের পূর্ণ নিয়্যত এটাই থাকে যে, সে ব্যক্তি কমপক্ষে দশ টাকা আমাদের দিবে, যাতে আট টাকা আদায় হয়ে যাবে এবং দুই টাকা আমাদের উপর অতিরিক্ত আসবে। অপরদিকে তারাও এই ধারণা করে যে, যদি আমার নিকট অত টাকা থাকে তবেই আমি সেখানে দাওয়াত খেতে যাবো অন্যথায় যাবো না। এখন যদি তার কাছে টাকা না থাকে, তবে সে লজ্জার কারণে আসেই না আর যদিও আসে তবে দুই চার টাকা দিয়ে চলে যায়। যাইহোক এভাবে অভিযোগ শুরু হলো, বিদ্রুপ করতে লাগলো, মন ভেঙ্গে গেলো। অনেকে তো ঋণ নিয়ে **নিওতা** (নগদ টাকা প্রদান) আদায় করে। বলুন! এটা কি খুশি না লড়াইয়ের ঘোষণা? লোকেরা বলে যে, **নিওতা** (নগদ টাকা প্রদান) দ্বারা একজন লোকের সাময়িক সাহায্য হয়ে থাকে। তাই এ প্রথাটি ভাল, কিন্তু বন্ধুরা! সাহায্য তো হয়ে যায় কিন্তু মন কিরূপ খারাপ হয়ে যায় এবং টাকা কিভাবে ফেঁসে যায়। জানি না এই প্রথা কবে থেকে শুরু হলো, পরস্পর সাহায্য করা আলাদা বিষয় কিন্তু এটা পরস্পর সাহায্য নয়। যদি পরস্পর সাহায্য হতো তবে বিনিময়ের চাহিদা কেন? অতএব এই **নিওতা**র (নগদ টাকা প্রদান) প্রথা একেবারেই বন্ধ হওয়া উচিত। তবে যদি আত্মীয়দের সাহায্য হিসাবে কিছু দেয়া হয় এবং এর বিনিময়ের আশা করা না হয়, তবে তা নিশ্চয় সাহায্য, এতে কোন অসুবিধা নেই। উপহার প্রদানে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ প্রদানে ভালবাসা ভেঙ্গে যায়। এখন তো **নিওতা** (নগদ টাকা প্রদান) অনর্থক ঋণ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আকীকা, খতনা, বিয়ে, মৃত্যু সর্বাবস্থায় **নিওতার** (নগদ টাকা প্রদান) প্রথা চালু রয়েছে, যা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করা উচিৎ।

আকীকা ও খতনার ইসলামী পদ্ধতি

সুন্নাত পদ্ধতি হলো, শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা আর যদি করতে না পারে, তবে পনের তম দিন অথবা একুশ তম দিন অর্থাৎ জন্মের দিন হতে একদিন পূর্বে, যদি শুক্রবার সন্তান জন্ম হয়, তবে যখনই আকীকা করবে তা বৃহস্পতিবার হবে। আকীকার বিধান হলো, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল এক বছর বয়সের আর মেয়ের পক্ষ থেকে এক বছরের ১টি ছাগল জবাই করা। আকীকার পশুর মাথা নাপিতকে এবং রান ধাত্রীকে দিন। যদি তারা উভয়ে মুসলমান হয়। **(বাহারে শরীয়াত, আকীকার বর্ণনা, ১৫তম অংশ, ৩/১৫৪, ১৫৫)**

মাংসকে তিন ভাগ করবে, একভাগ ফকিরকে দান করবে, দ্বিতীয় ভাগ আত্মীয় স্বজনকে দান করবে, তৃতীয় ভাগ নিজের ঘরে খাবে। উত্তম হলো, আকীকার পশুর হাড় না ভাঙ্গা বরং জোড়া থেকে আলাদা করে দেয়া এবং মাংস ইত্যাদি খেয়ে হাড়গুলো মাটিতে পুতে ফেলা। ৭ম দিন শিশুর নামও রাখবে, সর্বোত্তম হলো, "মুহাম্মদ" কিন্তু যার নাম "মুহাম্মদ" হবে তাকে বিকৃত করে ডাকা যাবে না। আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান ও আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নামে নাম রাখাও উত্তম। ঈসা, মুছা, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, আব্বাস, ওমর ইত্যাদি। আর অর্থহীন নাম না রাখা উচিৎ, যেমন বাবু, জুমারাতী, খয়রাতি ইত্যাদি,

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে যে সকল নামে অহঙ্কার প্রকাশ পায় তা রাখা উচিৎ নয়। যেমন শাহ্জাহান, নওয়াব, রাজা, বাদশা ইত্যাদি। মেয়েদের নাম কামরুন্নিছা, জাহানারা বেগম ইত্যাদি রাখবেন না বরং তাদের নাম ফাতেমা, আমেনা, আয়েশা, মরিয়ম, জয়নাব, কুলছুম ইত্যাদি রাখুন। আকীকার সময় যখন পশু জবাই হবে তখন সন্তানের চুলও মুন্ডন করাবে এবং চুলগুলোর সমপরিমাণ রুপা দান করে দিবে আর মাথায় জাফরান ভিজিয়ে মালিশ করে দিবে।

এমন যেটা প্রসিদ্ধ রয়েছে, পিতামাতা আকীকার মাংস খেতে পারবে না, তা একেবারে ভূল, আকীকারকারীর অধিকার রয়েছে, চাইলে কাঁচা মাংস বন্টন করে দিবে অথবা রান্না করে দাওয়াত করে খাওয়াবে, কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এতে যেনো লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের নিয়্যত অন্তর্ভুক্ত না থাকে, শুধুমাত্র সুন্নাতের নিয়্যতই হবে। নাপিত ও কসাইয়ের পারিশ্রমিক পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে নিবে, যা আকীকার পর দেয়া হবে, যদি নাপিত পুরাতন খেদমতকারী হয়, তবে তাকে বেশি দিন। যাতে তার হক আদায় হয়ে যায় আর যদি সেরূপ না হয় তবে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিয়ে দিন। এটাও জায়িয যে, একটি গরু কিনে কয়েকজন সন্তানের আকীকা একটি গরুতেই দেয়া যাবে অর্থাৎ ছেলের জন্য গরুর দুই সপ্তমাংশ এবং মেয়ের জন্য এক সপ্তমাংশ। কুরবানীর গরুতে আকীকার অংশ দেয়াও জায়িয, ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আকীকা ফরয বা ওয়াজিব নয় শুধুমাত্র সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা (পছন্দনীয় সুন্নাত), গরীব মানুষের কখনোই সুদী ঋণ

www.dawateislami.net

নিয়ে আকীকা করা জায়িয নেই। ঋণ নিয়ে যাকাত দেয়াও জায়িয নেই, আকীকা যাকাত হতে বড় নয়। আমি কিছু গরীব লোককে দেখেছি যে, ঋণ নিয়ে আকীকা করছে, যদি আকীকা না করে, তবে বেচারার মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। মোটকথা সুন্নাতের প্রতি খেয়াল নেই, নিজের মান সম্মানের প্রতি খেয়াল, এমন সম্মান **আল্লাহ** যেনো ধুলোয় মিশিয়ে দেন।

খতনা

খতনার সুন্নাত পদ্ধতী হলো, সাত বছর বয়সে খতনা করা, খতনার বয়স সাত বছর হতে ১২ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছর হতে দেরি করা নিষেধ। (আলমগীরী) (আল ফতোওয়াল হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়া, ৫/৩৫৭)

আর যদি সাত বছরের পূর্বে খতনা করে দেয়া হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। কিছু লোক আকীকার সাথেই খতনা করে দেয়, তা সহজে ও নিরাপদে হয়ে যায়। কেননা সে সময় শিশু চলাফেরা করতে তো পারে না, যার কারণে ক্ষত বৃদ্ধি পাবে, যদি মায়ের দুধ এর উপর ঢেলে দেয়া হয়, তবে ক্ষতস্থান দ্রুত ভাল হয়ে যায়। খতনার পূর্বে হাজমের (ডাক্তারের) পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা আবশ্যক, যা তাকে খতনার পর দেয়া হবে। চিকিৎসার ব্যাপারটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে, অভিজ্ঞ হাজম (ডাক্তার) দ্বারা খতনা করবে এবং অভিজ্ঞ লোক তার খেয়াল রাখবে, খতনা শুধু এই কাজেরই নাম, লোকজন খাওয়ানো, বোন ও ভগ্নিপতির ৫০ জোড়া পোশাক এবং গায়িকা ও বাদ্য বাদকের ব্যয়, এসব মুসলমানের অসচেতনতায় সৃষ্টি হয়েছে, এসবই পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

www.dawateislami.net

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর লালন পালন

লালন পালনের প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি

সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এটা প্রসিদ্ধ যে, "ছেলেদেরকে দুই বছর মা তার দুধ পান করাবে আর মেয়েকে সোয়া দুই বছর" এটা একেবারে ভুল। মুসলমানদের মধ্যে এটাই নিয়ম যে, শিশুকালে সন্তানের চরিত্র ও আদবের প্রতি খেয়াল রাখে না। গরীব লোকেরা তো তাদের সন্তানকে খারাপ ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করার অনুমতি দিয়ে থাকে এবং তাদের শিক্ষা জীবন খারাপ সহচর্য ও খেলাধুলায় নষ্ট করে দেয়, সেই শিশুরা হয়তো বড় হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করবে অথবা লাঞ্ছনাদায়ক চাকরী করবে অথবা চোর ডাকাত ও সন্ত্রাসী হয়ে নিজের জীবন জেলখানায় কাটিয়ে দিবে আর ধনীরা তাদের সন্তানদের শুরু থেকেই সৌখিন স্বভাবের করে বানায়, ইংলিশ কাটিং চুল রাখানো, অপব্যয় করানো শিখায়। সর্বদা সাটিং স্যুটিং রাখে, অতঃপর নিজের সাথে সিনেমা ও নৃত্যানুষ্ঠানে তাদেরকে অংশগ্রহন করায়, যখন এই কচি শিশু কিছুটা বুদ্ধিমান হয়, তখন তাকে কলেমা পর্যন্ত শিখায় না, কলেজ বা স্কুলে ভর্তি করে দেয়, যেখানে অধিক খরচ করা, ফ্যাশনেবল হওয়া শিখানো হয়। খারাপ সংস্পর্শের কারণে স্বাস্থ্য ও ধর্ম দু'টোই নষ্ট হয়ে যায়। এখন যখন কচি সন্তান কলেজের লেখাপড়া শেষ করে বের হলো, তখন যদি উপযুক্ত চাকরী পেয়ে যায়, তবে তো সে বাহাদুর[১] হয়ে

১. ঐ ব্যক্তি, যে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয়। (উর্দূ অভিধান, ১২/৮৩১)

www.dawateislami.net

গেলো যে, সে না মায়ের আদব জানে, না পিতাকে চিনে, না স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে জানে, না সন্তান-সন্ততি লালন পালন সম্পর্কে অবহিত, তাদের মনে উন্নত সাফল্য এটাই আসলো যে, আমাকে লোকেরা ইংরেজ মনে করবে, নিজেকে অন্য জাতির মাঝে বিলীন করে দেয়াও কি কোন সাফল্য! যদি কোন উপযুক্ত জায়গা না পায়, তবে এই বেচারারা খুবই বিপদে পড়ে যায়। কেননা কলেজে খরচ করা শিখেছে, উপার্জন করা তো শিখেনি, খাওয়া শিখেছে, নিজের কাজ চাকর দ্বারা করানো শিখেছে, নিজে করা শিখেনি।

না পড়তে তো সো তরাহ খাতে কামা কর
ওয়হ খোয়ে গেয়ে অউর তা'লীম পা'কর

এখন তারা কলেজের ন্যায় জীবন যাপন করার জন্য ভদ্র লম্পট হয়ে যায় অথবা জাল নোট তৈরী করে নিজের জীবনকে জেলে কাটিয়ে দেয় বা ডাকাত লম্পটে পরিণত হয়ে যায় (অধিকাংশ ডাকাত শিক্ষিত, গ্রেজুয়েট পাওয়া যায়) এরা হচ্ছে ঐসকল লোকেরাই।

এসকল রীতিনীতির ভয়াবহতা

কন্যা সন্তানকে সোয়া দুই বছর দুধ পান করানো জায়িয নেই। মেয়ে হোক বা ছেলে উভয়কেই দুই বছর করে দুধ পান করাবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (১)

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর জননীগণ আপন সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে। (পারা: ২, সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৩)

www.dawateislami.net

মা বাবা যদি চায় তবে দুই বছরের পূর্বে দুধ ছাড়াতে পারবে কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করানো নিষেধ। যে সকল শিশু লালনপালনের সময় সৎ সহচর্য পায়না তারা বড় (যুবক) হয়ে মাতাপিতাকে খুবই বিরক্ত করে। আমি অসংখ্য ফ্যাশনেবল সন্তানের মা বাবাকে দেখেছি যে, তারা কান্না করতে করতে আসে, মুফতী সাহেব তাবীয দিন যাতে সন্তান কথা শুনে, আমাদের আয়ত্বে আসে। কিন্তু বন্ধুরা! শুধু তাবীযে কাজ হয় না, কিছু সঠিক কাজও করা উচিৎ।

এক বৃদ্ধ তার ছেলেকে বিদেশে পড়ার জন্য পাঠালো। যখন পুত্র পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসছিলো তখন বৃদ্ধ পিতা স্বাগত জানানোর জন্য স্টেশন গেলো। ছেলে গাড়ি থেকে নেমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো: "ওয়েল! বৃদ্ধ তুমি ভাল আছো?" সেই নিস্কর্মা ছেলের বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলো: সাহেব বাহাদুর, এই বৃদ্ধ কে? বললো: "আমার ঘনিষ্ট ব্যক্তি।" বৃদ্ধ পিতা বললো: "সাহেবরা! আমি সাহেব বাহাদুরের ঘনিষ্ট নই বরং তার মায়ের ঘনিষ্ট।" এটাই হলো এই নতুন সভ্যতার পরিণতি।

হযরত মাওলানা আহমদ জীবন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি সুলতান গাজী মহিউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গযেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষক এবং শাহজাহানের দরবারের খবুই উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, একবার জুমার সময় মাওলানার পিতা কম মূল্যের পোশাক পরিধান করে দিল্লি জামে মসজিদে আসেন, তখন মাওলানা শাহজাহানের পাশে বসে ছিলেন। প্রথম সারি থেকে উঠে দৌঁড়ে এসে নিজের পিতার জুতা পরিষ্কার করলো। ধুলোবালি নিজের

www.dawateislami.net

পাগড়ী দ্বারা ঝাড়লেন। হাউজে নিয়ে গিয়ে অযু করালেন এবং একেবারে শাহজাহানের পাশে এনে বসিয়ে দিলেন আর বললেন: ইনি আমার পিতা। নামাযের পর শাহজাহান তাঁকে বললেন: আপনি অপেক্ষা করুন, শাহী মেহমান হোন। তিনি উত্তর দিলেন: আমি শুধু এটাই দেখতে এসেছি যে, আমার ছেলে আপনার এখানে থেকে কি মুসলমান আছে নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছে, চিনবে নাকি চিনবে না, اَلْحَمْدُلِلّٰه আমার সন্তান মুসলমানই আছে।

গন্দম আয গন্দম বরো জোয জু!
আয মাকাফাত আমল গাফিল মশো[১]

যা বপন করা হয়, তাই কাটা হয়।

সন্তানের লালন পালনের ইসলামী পদ্ধতি

ছেলে ও মেয়েকে দুই বছরের অধিক দুধ পান করাবে না, যখন সন্তান কথা বলতে শুরু করে তখন তাকে **আল্লাহ পাকের** নাম শিক্ষা দিন, আগেকার মায়েরা **"আল্লাহ আল্লাহ"** বলে শিশুদেরকে ঘুম পাড়াতেন আর এখন ঘরের রেডিও ও গ্রামোফোনে গান বাজিয়ে ঘুম পাড়ায়। সন্তানের যখন বুদ্ধি হবে তখন তার সামনে এমন আচরন করবেন না, যা দ্বারা শিশুর চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। কেননা শিশুদের অনুকরণ করার অভ্যাস অধিক হয়ে থাকে, যা কিছু পিতামাতাকে করতে দেখে তা নিজেরাও করে থাকে, তাদের সামনে নামায পড়ুন, কুরআনে পাক তিলাওয়াত করুন, নিজের সাথে মসজিদে নামাযের জন্য নিয়ে যান এবং তাদেরকে বুযুর্গানে দ্বীনের

১. অনুবাদ: গম থেকে গম আর জব থেকে জবই উৎপন্ন হয়, আমলের পুরস্কার থেকে উদাসীন হয়ো না।

www.dawateislami.net

ঘটনা শুনান। শিশুদের কাহিনী (গল্প) শুনার খুবই আগ্রহ হয়ে থাকে, শিক্ষণীয় ঘটনা শুনলে ভাল অভ্যাস গড়ে উঠবে।

যখন আরেকটু বুদ্ধিমান হবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে পাঁচ কলেমা, ঈমানে মুজ্‌মাল, ঈমানে মুফাচ্ছল, অতঃপর নামায শিখান, কোন মুত্তাকী বা হাফেজ অথবা মাওলানার নিকট কিছুদিন কোরআনে পাক ও মাতৃভাষায় ধর্মীয় পুস্তিকা অবশ্যই পড়ান, যাতে শিশু জানতে পারবে যে, আমি কোন বৃক্ষের শাখা এবং কোন শাখার ফল? আর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা ইত্যাদির বিধান জানান। যদি **আল্লাহ পাক** আপনাকে চার পাঁচটা ছেলে দান করেন, তবে কমপক্ষে একটা ছেলেকে আলিম বা হাফিযে কুরআন বানান। কেননা একজন হাফিয তার তিন পুরুষকে এবং একজন আলিম সাত পুরুষকে শাফায়াত করবে। এই ধারণাটি মারাত্মক ভূল যে, আলিমে দ্বীনের খাবার জুটে না, বিশ্বাস করে নিন যে, ইংরেজী পড়ার কারণে নির্ধারিত ভাগ্য থেকে বেশি জুটে না, আরবি পড়ার কারণে মানুষ দূর্ভাগা হয়ে যায় না, সেটাই জুটবে, যা রিযিকদাতা ভাগ্যে লিখেছেন বরং পরীক্ষিত এটাই যে, যদি আলিম পরিপূর্ণ আলিম ও বিশুদ্ধ আকীদার হয়, তবে খুবই আরামে থাকেন আর যারা কয়েকটি বাংলা বই পড়ে ওয়াজ করাকে ভিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিলো যে, ওয়াজ করে ভিক্ষা করা (টাকা দাবি করা) শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে দেখে আলিমে দ্বীনকে ভয় করবেন না, তারা হলো সেই সব লোক, যারা নিজের বাল্যকাল অসৎ সহচর্যে ধ্বংস করে দিয়েছে আর এখন ভদ্র ভিখারী। অন্যথায় ওলামায়ে দ্বীনের এখনো অনেক মান সম্মান রয়েছে। যখন গ্রেজুয়েট (ডিগ্রীধারী) বেকার দ্বারে দ্বারে ঘুরছে, তখন

www.dawateislami.net

ওলামা শিক্ষকদের খোঁজা হচ্ছে আর পাওয়া যাচ্ছে না। নিজ সন্তানকে বিলাসী ও অপব্যয়ী বানাবেন না বরং তাদেরকে সাধাসিধে ও নিজের কাজ নিজের হাতে করানো শিখান। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল কখনোই খেলতে দিবেন না, কেননা এসব খেলাধুলায় কোন উপকার নেই বরং তাদেরকে সমর কৌশল, কাঠের প্রশিক্ষণ, ব্যায়াম করা, কুস্তির কৌশল, যদি সম্ভব হয় আত্মরক্ষামূরক কৌশল শিক্ষা দিন, যার ফলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে আর কিছু হাতবিদ্যার কৌশলও শিখে যাবে আর তাশ খেলা, ঘুড়ি উড়ানো, কবুতর উড়ানো, সিনেমা দেখানো হতে শিশুদেরকে বিরত রাখুন, কেননা এসব খেলা হারাম বরং আমার মত হলো যে, শিশুদের ইলমের পাশাপাশি কিছু অন্যান্য হাত বিদ্যাও শিক্ষা দিন, যাতে শিশু উপার্জন করে নিজের পেট চালাতে পারে। মনে রাখবেন, হাতবিদ্যা জানা লোক কখনো **আল্লাহ পাকের** দয়ায় অনাহারে মারা যায় না। এই ধন সম্পদের কোন নিশ্চয়তা নেই, এ বিষয় গুলোর পাশাপাশি ইংরেজীও শিখাও এবং কলেজেও পড়াও। জর্জ বানাও, কালেক্টর বানাও পার্থিব সকল জায়িয সফল ব্যক্তিত্ব বানাও, কিন্তু প্রথমে তাকে এমন মুসলমান বানাও যে, রাজপ্রাসাদেও যেনো মুসলমানই থাকে। আমি দেখেছি যে, কাদিয়ানী ও রাফেজীদের সন্তানরা গ্রেজুয়েট হয়ে কোন পদে পৌঁছে যায় কিন্তু তাদের মতবাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত থাকে, মুসলমানের সন্তানরা এমন পেঁচা হয়ে যায় যে, ধর্মের একটি বিষয়ও জানে না। খারাপ সঙ্গ পেয়ে বেদ্বীন হয়ে যায়। যে পরিমাণ লোক কাদিয়ানী, নাস্তিক ইত্যাদি হয়ে গেছে, তারা সকলে পূর্বে মুসলমান ছিলো এবং মুসলমানের সন্তান ছিলো, কিন্তু নিজের দ্বীনি শিক্ষা না

www.dawateislami.net

পাওয়ার কারণে বদ মাযহাবের শিকার হয়ে গেলো। বিশ্বাস করুন যে, এর শাস্তি তাদের মাতাপিতার উপরও পড়বে।

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতিপালন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এমন পরিপূর্ণভাবে হয়েছে যে, যখন তাঁরা লড়াইয়ের ময়দানে আসতেন, তখন উচ্চ পর্যায়ের গাজী হতেন আর মসজিদে এসে উচ্চ পর্যায়ের নামাযী, ঘরে পৌঁছে উচ্চ পর্যায়ের কর্মঠ ব্যক্তিত্ব, কোর্ট-কাছারীতে এসে উচ্চ পর্যায়ে কাজী হতেন, নিজের সন্তানদের এরূপ শিক্ষার উদাহরণ বানান, যদি দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ চান তবে এই কিতাবগুলো নিজেও পড়ুন এবং স্ত্রী সন্তানদেরও পড়ান। **বাহারে শরীয়াত** (রচয়িতা হযরত মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ), **কিতাবুল আকায়িদ** (রচয়িতা হযরত মুর্শেদী, উস্তাদী, মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ), **শানে হাবীবুর রহমান**, **সালতানতে মুস্তফা** (রচয়িতা এই অধম আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী।)

মেয়েদেরকে রান্না, সেলাই ও ঘরের কাজ-কর্ম, উত্তম চরিত্র এবং লাজ-লজ্জা শিখান। কেননা, এগুলোই মেয়েদের দক্ষতা, তাদেরকে কলেজ পড়ুয়া ও গ্রেজুয়েট বানাবেন না, কেননা মেয়েদের জন্য বর্তমানে কলেজ ও বাজারে কোন পার্থক্য নেই বরং বাজারী মহিলার নিকট লোকেরা যায় এবং কলেজের মেয়েরা মানুষের নিকট যায়, যা দিন-রাত দেখা যাচ্ছে।[১]

---

১. **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** যদি কোন ফিতনার আশঙ্কা না থাকে এবং শরীয়াতের বিধান পর্দা রক্ষা করে মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করাতে কোন সমস্যা নেই। **(বিডি অনুবাদ বিভাগ)**

www.dawateislami.net

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ

প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি

বিবাহ ইসলামে একটি ইবাদত, কখনো তা ফরয এবং অধিকাংশ সময় সুন্নাত।[১] (শামী) কিন্তু ভারত উপমহাদেশে বর্তমানে বিবাহে ঐ সকল অমুসলিমদের ও হারাম বিভিন্ন রীতিনীতি ও অপব্যয়ের কারণে বোঝা হয়েগেছে। এর নাম হলো বিবাহ ঘরের শান্তির নীড় আর এখন এই রীতিনীতিই একে বানিয়ে দিলো বিবাহ ঘরের ধ্বংসের কারণ, কেননা এতে বর ও কনে উভয়ের ঘরে ধ্বংস নেমে আসে। বিবাহের ব্যাপারে তিন ধরনের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কিছু রয়েছে যা বিবাহের পূর্বে করা হয়। কিছু বিবাহের সময় আর কিছু বিবাহের পরে। প্রথমে তো কনের খোঁজ নেয়া (বাগদান), তারিখ নির্ধারণ হওয়া, অতঃপর বিবাহের পর চৌথী[২], চালা[৩], চুড়ি খোলা[৪] রীতিনীতি, তাই আমি এর কয়েকটি অধ্যায় করেছি।

মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা

অযুর পূর্বে মিসওয়াক করা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সুন্নাত আর যদি মুখে দূর্গন্ধ হয়, তবে তখন মিসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

---

১. আদ্দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, কিতাবুন নিকাহ, ৪/৭২।

২. বিবাহের চতুর্থ দিনে যাওয়ার এক ধরনের রীতিনীতি। যাতে কনের বাড়ীতে গিয়ে ফুলের পাপড়ী, সবজি ও ফল মূল একে অপরের উপর নিক্ষেপ করে। (ফিরুজুল লুগাত, ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

৩. অর্থ্যাৎ নতুন কনের বিবাহের পর শশুরবাড়ী হতে চারবার কনের পিত্রালয়ে যাওয়া। (ফিরুজুর লুগাত, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

৪. এক ধরনের রীতি, যাতে বর ও কনের হাতে বাঁধা সুতার গিট খুলে। (উর্দু লুগাত ১৫/২৬৫ ও ইসলামী জিন্দেগী, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রথম পরিচ্ছদ

পাত্রী খোঁজা, বাগদান ও তারিখ নির্ধারন

প্রচলিত রীতিনীতি

ভারত উপমহাদেশে সাধারণত ছেলের অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষা এমন থাকে যে, ধনীর মেয়ে ঘরে আসুক, যাতে আমাদের সন্তানের স্বপ্ন পূরণ হয়। এই পরিমাণ যৌতুক আনবে যে, ঘর ভরে যাবে, অপর দিকে মেয়ে পক্ষের এই আশা যে, ছেলে ধনী ও বিলাসী হোক, ইংলিশ কাটিং চুল রাখবে, দাঁড়ি মুন্ডন করে, যাতে আমাদের মেয়েকে সিনেমা দেখাবে ও তার প্রতিটি অবৈধ আশা পূরন করবে। আমি অনেক মুসলমানকে বলতে শুনেছি যে, আমরা দাঁড়িওয়ালাকে আমাদের মেয়ে দিবোনা। ছেলে সৌখিন হওয়া চাই এবং অনেক স্থানে নিজের চোখে দেখেছি যে, মেয়ে পক্ষ পাত্রের নিকট দাবী করে যে, দাঁড়ি মুন্ডন করো তবে মেয়ে দেয়া যেতে পারে। অতএব ছেলেরা দাঁড়ি মুন্ডন করে নিলো, কি পরিমাণ দুঃখের কথা শুনাবো! এমনও বলতে শুনা গেছে যে, নামাযীকে মেয়ে দিবো না, সে তো মসজিদের মোল্লা, আমাদের মেয়ের আশা ও শখ পূরন করবে না। পাঞ্জাবে এই আগুন ব্যাপকভাবে লেগেছে। যখন নিজের পছন্দের ছেলে পেয়ে গেলো, আর এখন ভালই ভালই বাগদানের সময় এলো, এতে পাত্রী পক্ষের থেকে দাবী করা হলো যে, এই ধরনের পোশাক ও এই পরিমাণ স্বর্ণের অলংকার দিতে হবে। এই আবেদন পূরণ করতে পাত্রপক্ষ অধিকাংশ সময় ঋণ নিয়ে অথবা অন্য কারো থেকে অলংকার ধার নিয়ে আসে। যখন বাগদানের সময় আসলো

www.dawateislami.net

তখন ছেলেপক্ষ নিজের আত্মীয় স্বজনকে জড়ো করে, প্রথমে তাদেরকে নিজের ঘরে দাওয়াত খাওয়ায় অতঃপর কনের বাড়ীতে তাদের সবাইকে নিয়ে যায়। যেখানে কনেপক্ষের আত্মীয়রা প্রথম থেকেই জড়ো হয়ে থাকে। মোটকথা, কনের বাড়ীতে দু'ধরনের মেলা হয়ে যায়, অতঃপর তাদের লোক দেখানো দাওয়াত খাওয়ানো হয়। ইউপি'তে তো খাবারের দাওয়াত হয় কিন্তু পাঞ্জাবে মিঠাই ও চায়ের দাওয়াত দেয়া হয়, যাতে উভয়পক্ষের চার পাঁচশত[১] টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়ে যায়। অতঃপর কনেপক্ষ থেকে বরকে স্বর্ণের আংটি ও কিছু পোশাক দেয়া হয় এবং কনেকে বরের পক্ষ থেকে মূল্যবান পোশাক, ভারী অলংকার দেয়া হয়। অতঃপর বাগদান হতে বিবাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঈদ, কুরবানী ইত্যাদিতে কাপড় ও মাঝে মাঝে মৌসুমী ফল ও মিঠাই ছেলের বাড়ী থেকে পাঠানো আবশ্যক। বিবাহের তারিখ নির্ধারণ করতে মানুষের সমাগম, দাওয়াত ও মিষ্টিদ্রব্য বন্টন হয়ে থাকে। অতঃপর তারিখ নির্ধারণ হওয়া থেকে শুরু করে বিবাহ পর্যন্ত উভয় ঘরে মহিলারা জড়ো হয়ে প্রেমের গান, ঢোল বাজনা বাজানো আবশ্যক হয়ে থাকে, যাতে প্রতি ৩য় দিন মিষ্টি অবশ্যই বন্টন করতে হয়, এতে যথেষ্ট খরচ হয়। সে সকল রীতিনীতির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট রীতি হচ্ছে মায়িয়া রীতি[২], যাতে সকল মহিলারা একত্রিত হয়ে বরকে উপটান, মেহেদী লাগায়, পরস্পর হাসি ঠাট্টা

১. এখানে তখনকার যুগের টাকার হিসাব দেয়া হয়েছে, বর্তমানের হিসাব পাঠকরা অনুমান করে নিন।

২. বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কনের হলুদ শাড়ি পরিধান করে একাকী অবস্থান করা, এই সময়ে কনে কারো সাথে দেখা করে না।

www.dawateislami.net

করে, বরের সাথে ঠাট্টা ইত্যাদি খুবই নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে থাকে। এখানে আমি ঐ সকল রীতিনীতি উপস্থাপন করলাম। যা প্রায় প্রতিটি জায়গায় কিছু পার্থক্য সহকারে হয়ে থাকে এবং যেই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে, তা গণনা করা মুশকিল।

এসকল রীতিনীতির ভয়াবহতা

অত্যন্ত ভূল এটাই যে, পাত্রী ও পাত্র ধনী খোঁজা হয়, কেননা ধনীর খোঁজে পাত্র ও পাত্রী যুবক যুবতী হয়ে বসে থাকে, না কোন উপযুক্ত ধনী পাওয়া যায়, না তাদের বিবাহ হয় আর যুবতী নারী হলো পিতামাতা জন্য পাহাড় স্বরূপ, তাকে ঘরে বিবাহ ছাড়া রাখা মারাত্মক ধ্বংসের উৎস। দ্বিতীয়ত, যেই ভালবাসা ও স্বভাব গরীবের মাঝে রয়েছে তা ধনীদের মাঝে নেই। তৃতীয়ত, ধনীকে যদি তুমি নিজের চামড়া খুলেও দাও, তা তাদের চোখে আসবেনা, এরূপ বিদ্রুপ করবে যে, আমরা কিছুই পেলাম না আর যদি কনেপক্ষ ধনী হয় তবে জামাই শশুর বাড়ীতে চাকরের ন্যায় থাকে। স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন প্রভাব থাকে না। যদি বরপক্ষ ধনী হয়, তবে মেয়ে এই বাড়ীতে দাসী বা চাকরানীর ন্যায় হয়ে থাকে, নিজের মেয়েকে এমন ঘরে দাও, যেখানে সে মেয়েকে গণিমত মনে করা হবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গরীব ও ভদ্র ঘরের মেয়েরা ঐসকল মেয়েদের চেয়ে শান্তিতে থাকে, যারা ধনীদের নিকট গেছে। মেয়ে পক্ষের উচিৎ, ছেলের মাঝে তিনটি বিষয় দেখা। **প্রথমতঃ** সুস্বাস্থ্য, কেননা জীবনের আনন্দ সুস্থতায় নিহিত। **দ্বিতীয়তঃ** তার চরিত্র যেনো ভাল হয়, অভদ্র যেনো না হয়, ভদ্রতা সম্পন্ন হয়। **তৃতীয়তঃ** ছেলে দক্ষ ও

www.dawateislami.net

উপার্জনকারী যেনো হয়, যাতে উপার্জন করে নিজের স্ত্রী সন্তানকে ভরন পোষণ করতে পারে, ধন-সম্পদের কোন ভরসা নেই, এটা চাঁদের আলোর ন্যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, বিবাহে কেউ সম্পদ দেখে আর কেউ সৌন্দর্য্য কিন্তু عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ অর্থাৎ "তোমরা দ্বীনদারী দেখো"।[১]

এটাও স্মরণ রাখবেন, তিন ধরনের সম্পদে বরকত নেই, এক জমির টাকা অর্থাৎ জমিন বা ঘর বিক্রি করে খাওয়া, এতে কখনোই বরকত নেই। উচিত হলো, জমি বিক্রি না করা আর যদি বিক্রি করো, তবে এই টাকা জমিতেই খরচ করো।[২](হাদীস)

দ্বিতীয়ত কনের টাকা অর্থাৎ কনেপক্ষ হতে যে টাকা নিয়ে বিবাহ করা হয় তাতে কোন বরকত নেই এবং টাকা নেয়া হারাম। কেননা, হয়তো এটা কনের মূল্য অথবা ঘুষ এই দু'টোই হারাম। তৃতীয়ত ঐ যৌতুক ও সম্পদ, যা মেয়ে তার পিত্রালয় থেকে নিয়েছে, যদি বর একে জীবন ধারনের মাধ্যম বানায়, তবে এতে বরকত হবে না। নিজ বাহুবলের উপর ভরসা করো, দাঁড়ি ও নামাযের প্রতি বিদ্রুপকারী সকলেই কাফির হয়ে যাবে।[৩] এটাও স্মরণ রাখুন যে, মাওলানা ও দ্বীনদারদের স্ত্রীগণ ফ্যাশনেবলদের

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রিযাআ, বাবু ইস্তিহবাবিন নিকাহ..., হাদীস ১৪৬৬, পৃষ্ঠা ৭৭২।
২. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে সাঈদ বিন যায়েদ.., হাদীস ১৬৫, ১/৪০২।
৩. দাঁড়ি ও নামাযকে ঠাট্টা করা সম্পর্কে জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনন্য রচনা **"কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** ৩৬২-৩৭৭ ও ৪১৭-৪২২ পৃষ্ঠা ভালভাবে অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

স্ত্রীদের চেয়ে অধিক শান্তিতে থাকে। প্রথমত এই জন্য যে, দ্বীনদার লোক **আল্লাহ**র ভয়ে স্ত্রী সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে অবগত থাকে। দ্বিতীয়ত, দ্বীনদার লোকের দৃষ্টি শুধুমাত্র নিজের স্ত্রীর উপরই থাকে, স্বাধীন লোকদের অস্থায়ী স্ত্রী অনেক থাকে, যা দিনরাত প্রমাণিত হচ্ছে। তারা প্রতিটি ফুলের ঘ্রান নেয় ও প্রতিটি বাগানে যায়। কিছুদিন নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, অতঃপর চোখ ফিরিয়ে নেয়।

বাগদানের রীতিনীতির মন্দ দিক বর্ণনা করা কঠিন ব্যাপার। অনেকে সুদী ঋণ নিয়ে বা ধার নিয়ে অলংকার দেয়। বিবাহের পর কনের কাছ থেকে সেই অলংকার সুকৌশলে নিয়ে ফিরিয়ে দেয়। যার দরুন পরস্পরের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে এবং শুরু থেকে সেই ঝগড়া এমন হয় যে, আর শেষ হয় না এবং কখনোও এমনও হয় যে, বাগদান ভেঙ্গে যায়। অতঃপর কনেপক্ষ থেকে অলংকার চাওয়া হয়, অপরদিকে তারা দিতে অস্বীকার করে, যার ফলে মামলা মুকাদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়। অনুরূপভাবে বাগদানের সময় দাওয়াত ও অনর্থক খরচের যে অবস্থা হয়, যদি বাগদান ভেঙ্গে যায় তবে দাবী করা হয় যে, আমাদের খরচ ফিরিয়ে দাও এবং উভয় পক্ষ প্রবল ঝগড়া করে। অনেক সময় বাগদানে এত পরিমাণ খরচ হয়ে যায় যে, উভয় পক্ষের বিবাহের খরচ সামলানোর সাহস থাকে না। অতঃপর কখনো কখনো পোশাক-আষাক ও মিঠাইয়ের খরচ সামলাতে গিয়ে ছেলেপক্ষ দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিবাহের সময় চিন্তা করে যে, মেয়েপক্ষ তেমন যৌতুক ও অলংকারাদী দেয়নি, যা আমার পক্ষ থেকে খরচ করা হয়েছে। যদি মেয়েপক্ষ তত পরিমাণ

www.dawateislami.net

না দেয়, তবে মেয়ের প্রাণ শূলের উপর থাকে যে, তোমার বাবা আমাদের থেকে নিয়ে নিয়ে খেয়েছে, দিয়েছে কি? আর যদি বেশি দেয়, বলে যে, কি দিলো! আমাকেও তো অনেক খরচ করালো। আর গান বাজনার প্রথাগুলোয় তো এমন মন্দ দিক রয়েছে, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। মায়িয়া ও উপটানের রীতিনীতি অসংখ্য হারাম কাজের সমাহার, তাই এই সকল রীতিনীতি বন্ধ করা আবশ্যক।

ইসলামী রীতিনীতি

পাত্রীর জন্য পাত্র ও পাত্রের জন্য পাত্রী এমন খোঁজা উচিৎ, যে ভদ্র ও দ্বীনদার (ধর্মপরায়ণ) হয়, যাতে পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বজায় থাকে। যেখানে ছেলে রাজী না থাকে, সেখানে কখনোই বিবাহ করাবে না। অনুরূপভাবে যেখানে মেয়ে বা মেয়ের মায়ের সম্মতি না থাকে, সেখানে বিবাহ করালে তা হবে হত্যাকারী বিষের ন্যায়। আমি দেখেছি যে, এমন বিবাহগুলো সফল হয় না। তাই শরীয়াত মতে আবশ্যক যে, মেয়ের থেকে ইযিন (অনুমতি) নেয়ার সময় ছেলের নাম তার পিতার নামসহ মোহরানাও উল্লেখ করা যে, "হে মেয়ে! আমি তোমার বিবাহ অমুকের ছেলে অমুকের সাথে করে দিচ্ছি, সে যদি 'হ্যাঁ' বলে তবে বিবাহ হবে।" এই ইযিন (অনুমতি) মেয়ের মতামত জানার জন্যই হয়ে থাকে, যদি সুযোগ হয় তবে ছেলে মেয়েকে প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে কোন উপায়ে গোপনীয়ভাবে দেখানো যেতে পারে, যেনো মেয়ে এই ব্যাপারে জানতে না পারে। (আল হাদীস) বরং বিবাহের পূর্বে নিজের সকল

www.dawateislami.net

নিকটাত্মীয়ের পরামর্শ নেয়াও উত্তম। কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে: وَاَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡ[১] এমন বিবাহের সমস্ত নিকটাত্মীয়রা যিম্মাদার হয়ে যায় আর যদি বর ও কনের মধ্যকার অনৈক্য হয়ে যায়, তখন সকলে মিলে ঐক্য করার চেষ্টা করে। বাগদান মূলত বিবাহের প্রতিশ্রুতি, যদি এটা নাও হয় তবুও কোন অসুবিধা নেই। তাই উত্তম হচ্ছে, বাগদানের রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়া, এর কোন প্রয়োজন নেই এবং এতে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার নেই। সম্ভবত আমরা এই রীতিনীতি অমুসলিমদের কাছ থেকে শিখেছি কেননা ভারত উপমহাদেশ ব্যতিত অন্য কোথাও এই প্রথাগুলো নেই বরং আরবী বা ফার্সী ভাষায় এর কোন নামও নেই। এর যতগুলো নাম পাওয়া যায়, সবই হিন্দী ভাষার। সুতরাং মাঙ্গনী, সাগাই, কুড়মাই, সাখ (বাগদান) এসবই এইর নাম এবং এতে কোনটিও আরবী বা ফার্সী নয়। আর যদি তা করা আবশ্যক হয় তবে এভাবে করা যায় যে, প্রথমে ছেলের বাড়ীতে নিকটাত্মীয়রা উপস্থিত হবে এবং তাদের মেহমানদারীতে শুধু পান ও চা এর ব্যবস্থা করবে। যদি কোথাও পানের প্রচলন না থাকে, যেমন; পাঞ্জাব তবে সেখানে শুধু চা দিয়ে আপ্যায়ন করবে, যার সাথে কোন মিষ্টান্ন থাকবে না। অতঃপর তারা মেয়ের বাড়ীতে এসে যাবে, তারাও আপ্যায়ন হিসাবে শুধু পান বা খালি চায়ের ব্যবস্থা করবে। ছেলেপক্ষ তাদের সাথে কনের জন্য একটি সুতির উড়না ও একটি স্বর্ণের নাক ফুল আনবে। কনেপক্ষ থেকে ছেলেকে একটি সুতির

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর তাদের কাজ তাদের পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে হয়। (পারা: ২৫, সূরা: শুরা, আয়াত: ৩৮)

www.dawateislami.net

রুমাল, এক পাথর বিশিষ্ট একটি রুপার আংটি দিবে, যার ওজন সোয়া চার মাশা হতে বেশি যেনো না হয়, কেননা পুরুষের রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পরা হারাম, এভাবে বাগদান হয়ে গেলো। যদি অন্য শহর থেকে বাগদান করার জন্য আসে তবে এতে সাতজনের বেশি যেনো না আসে এবং কনেপক্ষ মেহমানদারী হিসাবে তাদেরকে খাবার খাওয়াবেন কিন্তু এই আয়োজনে মহল্লাবাসীদের দাওয়াত করার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর ছেলেপক্ষ যখনই আসবে তখন তাদের জন্য মিষ্টি ও কাপড় আনার বাধ্যবাধকতা যেনো না থাকে। যদি নিজেদের ইচ্ছায় শিশুদের জন্য অল্প মিষ্টি নিয়ে আসে, তবে তা মহল্লায় বন্টন করার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: একে অপরকে উপহার দাও, ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।[১]

কিন্তু উক্ত উপহারকে ট্যাক্স বানিয়ে নিবেন না যে, ঐ বেচারা উপহার ছাড়া আসতেই পারবেনা। বিবাহের তারিখ নির্ধারনও এরূপ সাধারণ হওয়া উচিৎ যে, যদি একই শহর থেকে আসে, তবে তাদের আপ্যায়নের জন্য শুধু পান বা চা দ্বারা হবে, যদি অন্য শহর থেকে আসে তবে পাঁচজনের চেয়ে বেশি যেনো না আসে, যাদের আপ্যায়নের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তারিখ নির্ধারনের জন্য লোকেরা বয়স্ক ও বুযুর্গ হওয়া চাই। উত্তম হচ্ছে, বিবাহের জন্য জুমার দিন অথবা সোমবার নির্ধারণ করা, কেননা এটি খুবই বরকতময় দিন। অতঃপর তারিখ নির্ধারনের পর গান বাজনা ইত্যাদি যেনো না হয় বরং যদি সম্ভব হয় তবে প্রতি তৃতীয়

১. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী, বাবু ফি মাক্বারিবাতি ওয়া মুয়াদ্দাতি আহলিদ দীন, হাদীস ৮৯৭৬, ৬/৪৭৯।

www.dawateislami.net

দিন মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করুন, যেখানে নাত পরিবেশন ও দরূদ শরীফের তিলাওয়াত হবে, এমন ওয়াজ করা হবে, যাতে প্রচলিত রীতিনীতির ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করা হবে। মায়িয়া ও মেহেদীর সকল রীতিনীতি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিন অর্থাৎ কনেকে এক জায়গায় বসানো হলো অথবা বর ও কনেকে উপটান মেখে দেয়া হলো, তবে এতে কোন অসুবিধা নেই, কেননা এই উপটান এক প্রকার সুগন্ধী আর সুগন্ধী **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক পছন্দ ছিলো, বরং বিবাহের সময় সুগন্ধী ব্যবহার করা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হতে প্রমাণিত। কিন্তু এই সকল কাজের সাথে হারাম রীতিনীতির যেমন; গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অনর্থক হাসি-ঠাট্টা সবই বন্ধ করা উচিৎ। মোটকথা দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের মাধ্যম। বর্তমানে কিছুলোক বরকে রুপার অলংকার পরিধান করায় অথবা ছুরি চাক্কু তাদের সাথে রাখে, যাতে তাদেরকে ভূতে না ধরে, এসব নাজায়িয রীতিনীতি। যদি বরের উপর কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকে তবে সকাল সন্ধ্যা **"আয়াতুল কুরসি"** পড়ে নিজেই নিজের উপর ফুঁক দিবে বরং নামাযী ব্যক্তিকে কখনো **আল্লাহ পাকের** দয়ার কোন জ্বীনের প্রভাব স্পর্শ করে না। কুরআন মজীদ উত্তম পাহারাদার, একে গ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

বিবাহ ও বিদায়ের বিভিন্ন রীতিনীতি

প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতি

বিবাহের সময় দুই ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। কিছু বরের বাড়ীতে করা হয় আর কিছু কনের বাড়ীতে। বরের বাড়ীতে তো এরূপ হয় যে, বরকে নাপিত গোসল দেয়, সেই কাপড় পরিবর্তন করে দেয়, লাল রঙের পাগড়ী বেঁধে তার উপর সোনালী রঙের ফিতা লাগানো হয়। অতঃপর এতে টোপর বেঁধে দেয়া হয়, যাতে ফুল ও পাতার মালা লাগানো থাকে। নাপিত এই কাজ করে একটা থালি রেখে দেয়, যাতে সকল নিকটাত্মীয় পুরুষরা টাকা দেয়। এরপর মহিলারা টাকা দেয়, যা নাপিতের স্ত্রী নাপিতনীর হক হয়ে থাকে এবং আগে থেকে সকল নিকটাত্মীয়রা একত্রিত হয় যারা খাওয়া দাওয়া করেই যাচ্ছে এবং নগদ টাকা দিয়ে যায় আর লেখক সেই টাকাগুলো লিখে রাখে। এই খাবারের নাম হলো বারাতের খাবার। এই সময় বরের নানা মামার করুণ অবস্থায় হয়, কেননা তাদের উপর আবশ্যক যে, বৈবাহিক ভোজ নিয়ে আসা, অন্যথায় তাদের সম্মান চলে যাবে। এই বৈবাহিক ভোজের রীতি শতশত ঘর ধ্বংস করে দিয়েছে। বৈবাহিক ভোজের মধ্যে আবশ্যক যে, বর ও তার সকল নিকটাত্মীয়ের পোশাক, কিছু নগদ টাকা এবং কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে আসা। কোন কোন জায়গায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জোড়া পর্যন্ত পোশাক আনতে হয়। যদি এক জোড়ার দাম পাঁচ টাকা হয় (এটা তখনকার সময়ের কথা) তবে আড়াই শত টাকা নষ্ট হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

আমি নিজেই এক দোকানদারকে দেখেছি যে, খুবই আরামে দিন কাটাচ্ছিলো, ভাগনীর বিবাহের সময় এসে গেলো, আমি তাকে অনেক বুঝালাম যে, বৈবাহিক ভোজ দিওনা অথবা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দাও, সে আমার কথা মানলো না। অবশেষে তার দোকান এ রীতিনীতির কবলে বিলীন হয়ে গেলো এখন সে বিপদে আছে।

ভাগনীর বিবাহে এটাও আবশ্যক হয় যে, পোশাক ছাড়াও ভাগনীকে অলংকার বা বরাতের খাবারের ব্যবস্থাও মামা করবে। মোটকথা একটি বিবাহের কারণে চারটি ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। যখন এসব প্রথা শেষ হয় তখন বারাত যাত্রা করবে, যার সাথে বরী (ফলের থালা) আর সামনে বাদ্য বাদক বরং অনেক সময় সামনে নর্তকী মহিলারাও থাকে, আতশবাজী ফুটানো হয়, এতে আগুন লেগে যায়। বরী ঐ ফলকে বলে, যা বরের পক্ষ থেকে যায়, যাতে চিনি, এক মণ নারিকেল, মাখন ইত্যাদি, ত্রিশ সের কাঁচা দুধ ইত্যাদিও থাকে। কনের বাড়ীতে এসব কিছু দেয়া হয়, যা বিবাহের পরে বন্টন করা হবে। যখন বারাত কনের বাড়ীতে পৌঁছে তখন প্রথমে সেখানে আতশবাজীতে আগুন লাগানো হয়, অতঃপর ফুল পাতা ছিটানো হয়, অতঃপর সকল বারাতকে কনের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া হয়, অতঃপর বিবাহ হয়, বর ঘরের ভেতর যায়, যেখানে আগে থেকে মহিলাদের সমাগম থাকে। তখন খুবই পর্দানশীল মহিলারাও বরের সামনে নির্ভয়ে পর্দা ছাড়া চলে আসে। অশ্লীলতায় ভরপুর গান গাওয়া হয়। শালীরা ভগ্নিপতির সাথে বিভিন্ন ধরনের হাসি ঠাট্টা করে (অথচ শালীদের ভগ্নিপতির সাথে পর্দা করা খুবই জরুরী), গায়িকারা তাদের দাবী আদায় করে, অতঃপর

www.dawateislami.net

বিদায়ের প্রস্তুতি নেয়া হয়, উপঢৌকন সমূহ দেখানো হয়। উপঢৌকনে তিন ধরনের জিনিস থাকে, **একঃ** বরপক্ষের জন্য পোশাক অর্থাৎ বর, তার পিতামাতা, দাদী-দাদী, নানা-নানী, মামা, ভাই, চাচা, বড় চাচা, বড় চাচী, চাকর বাকর, নাপিত মোটকথা সকলকে পোশাক অবশ্যই দিতে হবে, যার সমষ্টি অনেক জায়গায় আশি নব্বই জোড়া পর্যন্ত হয়ে যায়। **দুইঃ** খাট, টেবিল, চেয়ার, প্লেট, চৌকি ইত্যাদি। **তিনঃ** অলংকার। সবকিছু দেখানোর পর বিদায় হয়ে থাকে, যাতে বাইরে বাজনার আওয়াজ আর ভেতরে কান্নার আওয়াজ। পালকিতে কনে আরোহন করে, সামনে বর ঘোড়ায় আরোহন করে, পালকির উপর পয়সা বরং পাঞ্জাবে টাকা ও রুপার আংটি ছিটাতে ছিটাতে রওয়ানা হয়ে থাকে। سُبْحٰنَ الله কেমন পবিত্র মজলিশ যে, আগে ঝাড়ুদার ও চামারের ছেলে লুণ্ঠনকারীর ভীড় আর বাদক ও গায়িকাদের দল এবং ভদ্র লোকদের দল পিছনে থাকে, যদি লজ্জা থাকে তবে এমন মজলিশে অংশগ্রহণ করাও দূষণীয় মনে করুন। কি আর বলবো যে, এমন অনেক রীতিও রয়েছে, যা বর্ণনা করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, কেননা এই কিতাবটি অমুসলিমরাও পড়বে, তারা মুসলমান সম্পর্কে কি ধারনা পাবে! সত্য তো এটাই যে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের এমন অবাধ্য সন্তান হয়েছি যে, আমরা তাদের নামও ডুবিয়েছি। বর্তমানে এমন নির্লজ্জ রীতিনীতি মেথর চামারদের মাঝেও নেই যা মুসলমানদের মাঝে রয়েছে।

এসকল রীতিনীতির খারাপ দিক

এই রীতিগুলোর খারাপ দিক সম্পর্কে আমি কি বর্ণনা করবো, শুধু এতটুকুই বলবো, এই রীতিগুলো মুসলমানদের সম্পদশালীদের

www.dawateislami.net

গরীব নিঃস্ব বানিয়ে দিয়েছে, বাড়ী ওয়ালাকে বাড়ী ছাড়া করে দিয়েছে, মুসলমানদের মহল্লা অমুসলিমদের নিকট পৌঁছে গেছে, প্রতিটি লোক আপন আপন শহরে শত শত উদাহারণ নিজ চোখে দেখছে। এখন কিছু বড় বড় ধ্বংসাত্মক দিক সম্পর্কে আরয করছি। **প্রথম** ধ্বংসাত্মক দিকটি হলো, এতে সম্পদের অপচয় ও **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা বিদ্যমান।

না খোদাহী মিলা না বেসালে সনম
না ইধার কে রাহে না উধার কে রাহে

দ্বিতীয়টি হলো, এ সকল কাজ নিজের সুনামের জন্য করা হয়, কিন্তু বন্ধুরা! দূর্নাম ছাড়া কিছুই অর্জন হয় না। আহারকারীরা খাবারে দূর্নাম বের করতে থাকবে যে, এতে দেশি ঘি ছিলো, লবণ বেশি ছিলো, মরিচ ভাল ছিলো না আর বরপক্ষকে সর্বদা অভিযোগই করতে দেখা গেছে, কনের জন্য সেখানে বিদ্রুপই হয়ে থাকে।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের বাড়িতে এই বরযাত্রীরা উত্তম সুস্বাদু খাবার খেয়ে যায় কিন্তু তাদের মুখ সোজা হয় না খাবারে দোষ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু আউলিয়া ও পীর মুর্শিদগনের ঘরে শুকনো রুটি ও ডাল ভাত খুশি মনে খেয়ে তাবারুক মনে করে প্রশংসা করে। সে শুকানো রুটি নিজে ছেলের জন্য বিদেশেও পাঠায়। গিয়ে দেখুন, আজমীর শরীফের ডাল ও বাগদাদ শরীফের ও অন্যান্য আস্তানার ডাল রুটি, এর কারণ কি?

বন্ধুরা! কারণ শুধু এটাই যে, এই খাবার সৃষ্টিজগতকে খুশি করার জন্য করা হয়েছে এবং সে শুকনো রুটিগুলো স্রষ্টাকে খুশি

www.dawateislami.net

করার জন্য। যদি আমরা ও বিবাহের অনুষ্ঠানে খাবার, উপহার ইত্যাদি শুধু সুন্নাতের নিয়্যতে সুন্নাত পদ্ধতিতে করি, তবে কখনো কোন অভিযোগ থাকতে পারেনা। আমার বন্ধু শেঠ আব্দুল গণি সাহেব প্রতি বছর কুরবানীর ঈদের সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন এবং পোলাও রান্না করে সাধারণ মুসলমানদের দাওয়াত করতেন।

আমি দেখেছি, ঐ সম্মানিত মুসলমান, যে কারো বিবাহে অত্যন্ত শানদার ভাবে যেতো, সে বিনা দাওয়াতেই এখানে চলে আসতো এবং সামান্য কিছু পেয়ে গেলেও তা তাবারুক মনে করে খেতো, কয়েকদিন আগেই আনজুমানে খোদ্দামুস সুফিয়া এর সভাপতি ফযলে ইলাহী সাহেব পাগানাওয়ালা, যিনি গুজরাটের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ওলীমার দাওয়াত সুন্নাতের নিয়্যতে করেছেন, তাতে না কোন অভিযোগ উঠলো আর না কেউ দোষ বের করলো। মোটকথা হলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম হলো দোষ গোপনকারী, যেকল বস্তুতে **তাঁর** নাম এসে যাবে, এর সকল দোষত্রুটি গোপন হয়ে যাবে। যদি আমরা ওলীমার খাবার সুন্নাতের নিয়্যতে করি তবে যদি ডাল ভাতও মুসলমানের সামনে রাখা হয়, তাও মুসলমানরা বরকতের নিয়্যতে পেট ভরে খাবে।

তৃতীয় ধ্বংসাত্মক দিক এসব রীতির মধ্যে এটাও যে, এর কারণে ভদ্র গরীব পরিবারের মেয়েরা বসে থাকে এবং বড় লোকের মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়, কেননা লোকেরা তাদের ছেলের জন্য বিয়ের বার্তা সেখানেই নিয়ে যায় যেখানে অধিক উপঢৌকন পাওয়া যাবে। যদি প্রত্যেক জায়গার জন্য উপঢৌকন নির্ধারণ হয়ে যায় যে,

www.dawateislami.net

ধনী ও গরীব সকলেই এই পরিমাণ উপঢৌকন দিবে তবে প্রতিটি মুসলমানের মেয়ের দ্রুত বিয়ে হয়ে যাবে।

চতুর্থ ধ্বংসাত্মক দিক হলো, এই সকল রীতির কারণে মুসলমানদের নিকট আপন সন্তানকে জীবনের জন্য হুমকি মনে হতে লাগলো, কেননা যদি কারো মেয়ে জন্ম হয় তবে ধরে নেয় যে, হয়তো আমার ঘরে কোন কল্যাণ নেই বা জায়গা জমিন এবং দোকান চলে গেলো, তাই লোকেরা মেয়ে জন্ম হওয়াতে আতঙ্কে পড়ে যায়, এটা হচ্ছে সেই রীতিনীতির "কুফল"।

পঞ্চম ধ্বংসাত্মক দিক হলো, বিবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'টি সম্প্রদায়ের মিলে যাওয়া অর্থাৎ ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষের আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে যাওয়া আর মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষের। অতএব এরই নাম বিবাহ, বিবাহ এর অর্থ হলো মিলে যাওয়া। এই বিবাহ গোত্রকে ও দলকে মিলনকারী বস্তু। প্রসিদ্ধ উদাহারণ হলো, বিবাহে মেয়ে দিয়ে ছেলে নেয় আর ছেলে দিয়ে মেয়ে লাভ করে। কিন্তু এখন মুসলমানেরা মনে করে বিবাহ হলো সম্পদ লাভ করার মাধ্যম, যার চারটি সন্তান হলো, সে মনে করলো যে, আমার চারটি সম্পত্তি অর্জন হয়ে গেলো, কেননা তাদের বিবাহ হবে, যৌতুকে ঘর ভর্তি করে নেবো। এখন যখন কনেপক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে যৌতুক না দেয় তবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং এখন সাধারণত; বিবাহ ঝগড়ার মূল হয়ে গেলো যে, যদি নিজের আত্মীয়কে মেয়ে দাও তবে পরস্পরের পুরনো সম্পর্কও শেষ হয়ে যাবে, কেন? এই জন্য যে, বিবাহকে একটি আর্থিক ব্যবসা মনে করে নিয়েছে।

www.dawateislami.net

ষষ্ঠ ধ্বংসাত্মক দিক হলো, যদি কারো কয়েকটি ছেলে থাকে প্রথমটার বিবাহ তো খুব জাকজমক পূর্ণভাবে হলো, এতে সমস্ত টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেলো, অবশিষ্ট ছেলেদের শুধু বিবাহই হলো কোন রীতিনীতি আদায় হলো না, কেননা টাকা ছিলো না। তখন এই ছেলেদের পক্ষ হতে মা বাবার প্রতি অভিযোগ সৃষ্টি হয় যে, বড় ভাইয়ের বিবাহ কিরূপ জাকজমক পূর্ণ ছিলো, যা আমাদের বিবাহে ছিলো না, তখন বাবা ও ছেলেদের মধ্যে এমন বিরোধ সৃষ্টি হয় যে, **আল্লাহ পাকে**র পানাহ!

সপ্তম ধ্বংসাত্মক দিক হলো, মেয়েপক্ষ থেকে বরকে বিবাহের সময় এতো খরচ করালো যে, তার বাড়ীও বন্ধক হয়ে গেলো, অনেক ঋণ মাথায় উঠে গেলো, এখন কনে সাহেবা যখন ঘরে আসলো, তখন ঘরটাও হাত থেকে চলে গেলো এবং বিপদও এসে পড়লো, তখন নাম এটাই হয় যে, এই কনে এমন অমঙ্গল নিয়ে আসলো যে, সে আসার সাথে সাথে আমাদের ঘরের কল্যাণ ও বরকত উঠে গেলো, তাতে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। এ খবর থাকে না যে, এই বেচারী কনের দোষ নেই বরং এটা তোমাদের সেই অমুসলিমদের রীতিনীতির "কুফল"।

অষ্টম ধ্বংসাত্মক দিক হলো, ঐসকল রীতি পূর্ণ করার জন্য গরীব লোকেরা মেয়ে জন্ম হওয়ার পর থেকেই চিন্তা করতে থাকে, যখনই সন্তান বড় হতে থাকে তাদের চিন্তা বাড়তে থাকে, এখন না তাদের ভাত ভাল লাগে, না পানি, চিন্তা এটাই হয় যে, কি উপায়ে টাকা জোগাড় করবো, কিভাবে এই রীতিগুলো পূরণ হবে, এখন

www.dawateislami.net

টাকা জমাচ্ছে। সেই টাকাতে যাকাতও ওয়াজিব এবং হজ্বও ফরয হয়ে যায়, তা আদায় করে না, কেননা যদি সে এই ইবাদতগুলো আদায় করে এই টাকাগুলো খরচ হয়ে যাবে, তবে এই শয়তানী রীতিনীতি সমূহ কিভাবে পূরণ হবে। আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার নিকট প্রায় দু'হাজার টাকা ছিলো। আমি বললাম: "আপনার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে, আপনি ফরয হজ্বে যান।" তিনি বলতে লাগলেন: "বড় হজ্জ হচ্ছে মেয়ের বিবাহ দেয়া ও তার যৌতুক।" আমি বললাম: বিবাহের খরচাদী যা আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তৈরী করেছে তা ফরয নয় আর হজ্ব ফরয। সে বলতে লাগলো: "যাই হোক না কেন, মান সম্মান তো আর চলে যাবে না।" শেষ পর্যন্ত সে হজ্ব করলো না, মেয়ের বিবাহে ফুলের মতো টাকা উড়িয়েছে।

আপনি অনেক ধনীকে দেখেছেন, হজ্ব তাদের ভাগ্যে নসীব হয়না, লাগাতার বিবাহ থেকে তারা মুক্তি পায়না, এদিকে মনোযোগ কিভাবে দিবে, এটাও স্মরণ রাখবেন, হজ্ব করা ঐসকল ব্যক্তির উপর ফরয যার কাছে মক্কা শরীফে যাওয়া আসার ভাড়া ও অন্যান্য খরচ থাকবে। এটা প্রসিদ্ধ যে, বৃদ্ধ অবস্থায় হজ্ব করো, এটা ভূল। কে জানে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো কি পারবো না আর আমাদের এই সম্পদ থাকবে কি থাকবে না।

নবম ধ্বংসাত্মক দিক হলো, গরীব লোকেরা মেয়ের বাল্যকাল থেকেই কাপড় জমা করা শুরু করে দেয়, কেননা এত জোড়া কাপড় এক সাথে সে জোগাড় করতে পারবে না। যখন মেয়ে

www.dawateislami.net

যুবতী হয় তখন কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নষ্ট কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরী করে দেয়, যখন তা পড়তে যায় তখন দু'দিনেই ফেটে যায়, যার দরুন পরিধানকারী গালমন্দ করে যে, এই ধরণের কাপড় দেয়ার কি প্রয়োজন ছিলো?

দশম ধ্বংসাত্মক দিক হলো, কনেপক্ষ অনেক দুঃখ কষ্ট করে টাকা পয়সা নষ্ট করে খাট-পালং অর্থাৎ চেয়ার টেবিল, মশারী ইত্যাদি মেয়েকে দেয় কিন্তু বরের ঘর এতই ছোট যে, সেখানে রাখার জায়গা হয় না এবং যদি বর মিয়া (দুলামিয়া) ভাড়া বাড়ীতে থাকে, তবে যখন দু-চারবার বাড়ী বদলাতে হয় তখন এ সকল আসবাবপত্র ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। যত টাকার উপহার সামগ্রী দেয়া হলো, যদি ততটাকা নগদ দেয়া হতো বা সে টাকার কোন দোকান বা ঘর মেয়েকে দিয়ে দেয়া হতো, তবে তা ছেলের কাজে আসতো এবং তার ছেলেরা সারা জীবন আপনাকে দোয়া দিতে থাকতো আর মেয়েরও শশুর বাড়ীতে সম্মান হতো আর যদি **আল্লাহ** না করুক! যে কোন সময় মেয়ের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তার ভাড়া দ্বারা নিজের খরচ বের করে নিতে পারবে।

মুসলমানদের কিছু বাহানা

যখন এ সকল ধ্বংসাত্মক দিকের কথা মুসলমানকে বলা হয় তখন তারা বিভিন্ন ধরনের বাধ্য বাধকতা দেখাতে থাকে, একে তো হচ্ছে যে, সাহেব! আমরা কি করবো, আমাদের স্ত্রী পুত্ররা মানছে না, আমরা তাদের কারণে বাধ্য হয়েছি। এ অপরাগতা নিছক বেকার, বাস্তবতা হচ্ছে যে, অর্ধেক মর্জি স্বয়ং পুরুষেরও হয়। তখন

www.dawateislami.net

তাদের স্ত্রী ও ছেলেরা ইশারা বা নম্রভাব পেয়ে জিদ করে, অন্যথায় কখনো সম্ভব নয় যে, আমাদের ঘরে আমাদের মর্জি ছাড়া কোন কাজ হবে। যদি পাতিলে লবণ বেশি হয়ে যায় তবে বেচারী স্ত্রীকে গালমন্দ করা হয় আর যদি সন্তানেরা বা স্ত্রী কোন ওয়াক্তের নামায না পড়ে তবে কোনই অসুবিধা হয় না। জেনে রাখুন, **আল্লাহ পাক** নিয়্যত সম্পর্কে অবগত, কিছু কিছু বৃদ্ধদের দেখা গেছে যে, আগে আগে ছেলের বরযাত্রী গান বাজনাসহ যাচ্ছে আর পেছনে পেছনে এই হযরতগণও لَاحَوْل পাঠ করতে করতে যাচ্ছে আর বলছে কি করবো ছেলে মানছেনা, সম্ভবত এই لَاحَوْل পাঠ করাটা আনন্দের।

হযরত সা'দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি সুন্দর বলেছেন:

কেহ لَاحَوْل **গুয়িন্দ শাদী কনা**[১]

দ্বিতীয়ত: পাঞ্জাবে এমন নিয়ম রয়েছে, পিতামাতার সম্পদ থেকে মেয়েরা অংশ পায় না। লাখপতি পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পদ, জায়গা জমিন, ঘর-বাড়ী ছেলের হয়ে যায়। মেয়েরা এক পয়সারও অধিকারী হয়না। বাহানা এটাই করে যে, আমরা মেয়েদের মীরাসের বদলে তাদের বিবাহ ধুমধামের সাথে করি। سُبْحٰنَ الله নিজের নামের জন্য টাকা হারাম কাজে ব্যয় করে আর মেয়ের অংশ কাটে। কেন জনাব! আপনি যে ছেলের বিবাহও তার লেখা পড়াতে টাকা খরচ করেন, বি.এ, এম.এ ডিগ্রী নিয়ে দেন সেটাও কি ছেলের উত্তরাধীকার সম্পদ থেকে কাটেন। কখনো নয়, তবে এমন বাহানা কেন? এটা শুধুমাত্র ধোঁকা দেয়া।

১. অর্থাৎ لَاحَوْل বলে খুশি উদযাপন করতেছে।

www.dawateislami.net

তৃতীয়ত: আমাদেরকে ওলামায়ে কিরাম এ কথাগুলো বলেনি তাই আমরা তা থেকে উদাসীন। এখন যখন এই রীতিগুলো চালু হয়ে গেছে তাই সেগুলো বন্ধ হওয়া কঠিন। কিন্তু এমন বাহানাও ভুল ওলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام সে সম্পর্কে কিতাবাদী লিখেছেন, মুসলমানেরা গ্রহণ করেনি। সুতরাং ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি কিতাব লিখেছেন "جَلِيَّ الصَّوْتِ" যাতে পরিষ্কারভাবে বলেছেন: "মৃতদের চেহলামের খাবার ধনীদের জন্য খাওয়া হারাম শুধুমাত্র গরীব লোকেরাই খাবে।" একটি কিতাব লিখেছেন "هَادِى النَّاسِ اِلٰى اَحْكَامِ الْاَعْرَاسِ"[১] যাতে বিবাহের প্রচলিত প্রথাগুলোর দোষনীয় বিষয়গুলো এবং শরয়ী রীতিনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। একটি কিতাব লিখেছেন "مُرُوجُ النَّجَاءً" যাতে প্রমাণ করেছেন, কিছু স্থান ছাড়া বাকী সকল স্থানে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া হারাম এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত সে বিষয় সম্পর্কে অনেক কিতাব লিখেছেন, আফসোস! নিজেদের ভুল ওলামাদের মাথায় লাগাচ্ছেন।

চতুর্থ বাহানা হলো, যদি বিবাহে এই রীতিনীতি পালন করা না হয়, তবে আমাদের ঘরে লোক জমা হবে না, যার কারণে বিয়েতে সৌন্দর্য্য আসবে না। কিন্তু এটাও শুধু সন্দেহ ও ধোঁকা। সত্য হচ্ছে, বিবাহে অংশগ্রহণ যদি সুন্নাতের নিয়্যতে হয়, তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে। এখন তা আমাদের বিবাহগুলোতে লোকেরা

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ২৩তম খন্ড (প্রকাশিত রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর) এতে এই মুবারক পুস্তিকার নাম "হাদীউন নাস ফি রুসুমিল আ'রাস" লিখেছেন।

www.dawateislami.net

তামাশা করে খাওয়ার জন্য আসে, যার কোন সাওয়াব পাওয়া যায় না আর যখন اِنْ شَآءَ الله ইবাদতের নিয়্যতে আসবে, যেমন বর্তমানে লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যায়। তখন اِنْ شَآءَ الله সৌন্দর্য্য অন্য ধরনের হবে এবং আনন্দও অন্য ধরনের হবে, কিছুদিন আগে এখানে গুজরাটে ভাই ফজল এলাহী সাহেবের ঘরে এমন সাদাসিধে বিয়ে হয়েছিলো এবং এত পরিমাণ সমাগম ছিলো যে, আমি আজ পর্যন্ত কোন বরযাত্রীর এমন সমাগম দেখিনি, অনেক মুসলমান অযু করে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে এই জুলুসে অংশ গ্রহণ করছিলো।

পঞ্চম বাহানা এমন করে যে, লোকেরা আমাদেরকে বিদ্রুপ করবে যে, খরচ কম করার জন্য এই রীতিগুলো বন্ধ করেছে আর অনেকে এটাও বলবে, এটা শোকের মজলিশ, এখানে নাচ নেই, বাজনা নেই যেনো কুলখানি করা হচ্ছে। এ অযুহাতটাও অনর্থক। একটি সুন্নাতকে জীবিত করাতে শত শহীদের সাওয়াব পাওয়া যায়, এই সাওয়াবটি কি ফ্রিতে অর্জিত হবে? মানুষের বিদ্রুপ, জনসাধারণের হাসি ঠাট্টা, প্রথম প্রথম সহ্য করতে হবে এবং বন্ধুরা! এখনো তো লোকেরা বিদ্রুপ করা থেকে বিরত নেই, কেউ খাবার নিয়ে ঠাট্টা করছে, কেউ উপহার সামগ্রী নিয়ে, কেউ অন্যভাবে অভিযোগ করছে। মোটকথা হলো, মানুষের আপত্তি করা থেকে কেউ কখনো বাঁচতে পারেনি। লোকেরা তো **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোষ বের করে (**আল্লাহ**র পানাহ!) এবং গালমন্দ করে তোমরা তাদের মুখ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবে? এটাও স্মরণ রাখুন, প্রথম দিকে কিছুটা সমস্যায় পড়বে

www.dawateislami.net

কিন্তু পরে اِنْ شَآءَ الله সেই গালমন্দকারী লোকেরা আপনাদেরকে দোয়া করবে এবং গরীব অভাবীদের কষ্ট সহজ হয়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** ও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সন্তুষ্ট হবেন আর মুসলমানেরাও, দৃঢ়ভাবে অটল থাকাটাই হলো পূর্বশর্ত।

বিবাহের ইসলামী রীতিনীতি

সবচেয়ে উত্তম হলো, আপন সন্তানের বিবাহের জন্য হযরত খাতুনে জান্নাত, শাহজাদীয়ে ইসলাম ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র বিবাহকে অনুকরণীয় আদর্শ বানানো এবং বিশ্বাস করা যে, আমাদের সন্তানেরা তাঁদের পবিত্র কদমের উপর উৎসর্গীত এবং এটাও বুঝে নিন, যদি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা হতো যে, আমার কলিজার টুকরোর বিবাহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে হোক এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর কাছ থেকে এর জন্য চাঁদা ইত্যাদির জন্য নির্দেশে দেয়া হতো, তাহলে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ধন-সম্পদ বিদ্যমান ছিলো। যিনি এক একটি লড়াইয়ের জন্য নয়শত করে উট ও নয়শত করে আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) উপস্থাপন করতেন। কিন্তু যেহেতু আশা এটাই ছিলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত এ বিবাহ মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। তাই অত্যন্ত সাধারণ ভাবে এই ইসলামী রীতিনীতি আদায় করা হয়েছে। অতএব মুসলমানেরা! প্রথমত তো নিজের বিবাহ থেকে সকল হারাম রীতিগুলো বের করে দিন, বাজনা, আতশবাজী, মেয়েদের গান, ডোম গায়িকাদের গান, দুশ্চরিত্রা মহিলাদের নাচ, নারী ও পুরুষদের মেলামেশা, ফুল পাঁপড়ি

www.dawateislami.net

ছিটানো একেবারেই **আল্লাহ**র নাম নিয়ে মুচে দাও। এখন রইলো অযথা খরচের রীতিগুলো সেগুলো হয়তো বন্ধ করে দিন, যদি বন্ধ করতে না পারেন তবে সেগুলোর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করে দিন। যাতে অযথা খরচ না থাকে এবং ঘর নষ্ট না হয়। যা ধনী গরীব সকলেই নির্দ্বিধায় পূরণ করতে পারে। তাই আমার অভিমত হলো, এ নিয়মে বিবাহের রীতি আদায় হওয়া উচিত।

বৈবাহিক ভোজ (বিবাহ উপলক্ষে মামা বাড়ির প্রদত্ত সামগ্রী) এর রীতি একেবারে বন্ধ করে দেয়া হোক। যদি বর কনের মামা ও নানা কিছু সাহায্য করতে চায় তবে তা রীতি হিসাবে করবে না বরং তা শুধুমাত্র এই জন্যই করবে, নিকট-আত্মীয়ের সাহায্য করা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ, তাই কাপড়ের স্থলে নগদ টাকা দিয়ে দিবে। যা পঁচিশ টাকা হতে বেশি হবে না, অর্থাৎ কম হতে পারবে কিন্তু বেশি হতে পারবে না এবং এই সাহায্য গোপনীয়ভাবে করা হবে লোক দেখানো তাতে যেনো প্রবেশ না করে, যাতে প্রথা না হয়ে যায়। বর কনে বিবাহের পূর্বে উপটান বা সুগন্ধী ব্যবহার করুক কিন্তু মেহেদী ও তিল লাগানো এবং উপটানের রীতি বন্ধ করে দেয়া হোক অর্থাৎ গায়ক গায়িকাদের সমাগম বন্ধ করে দিন। এখন যদি বরযাত্রী একই শহরে হয় তবে যোহরের নামায পড়ে বরযাত্রীর দল বরের বাড়ীতে জড়ো হবে এবং কনেপক্ষের লোকেরা কনের বাড়ীতে জড়ো হবে। কনের পিত্রালয়ে তখন না'তের মাহফিল বা ওয়াজ বা দরূদ শরীফের মজলিশ আরম্ভ হবে। এদিকে বরকে উত্তম সুন্দর পাগড়ী পরিয়ে পায়ে বা ঘোড়ায়

www.dawateislami.net

চড়ে এভাবে বরযাত্রী রওয়ানা হবে যে, আগে আগে সুন্দর না'ত পড়তে পড়তে যাবে, পুরো বাজারে এই র‍্যালী বের হবে। যখন এই বরযাত্রী কনের বাড়ীতে পৌঁছবে তখন কনেপক্ষ সেই বরযাত্রীকে কোন প্রকারের খাবার কখনো দিবে না, কেননা হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন খাবার দেননি। মোটকথা হলো, কনের বাড়ীতে খাবার হবে না, বরং পান বা শুধু চা দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে। অতঃপর উত্তম পদ্ধতিতে বিবাহের খুতবা পড়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে, যদি বিবাহ মসজিদে হয় তবে আরও ভাল। বিবাহ মসজিদে হওয়া মুস্তাহাব আর যদি কনের বাড়ীতে হয় তবুও কোন অসুবিধা নেই। বিবাহ হওয়ার সাথে সাথে বরযাত্রীর লোকেরা চলে যাবে। এসব কাজ আসরের পূর্বেই হয়ে যাবে আর মাগরিবের পর কনেকে বিদায় করে দেয়া হবে। বিদায় পায়ে হেঁটে হোক বা পালকী ইত্যাদিতে হোক কিন্তু তাতে কোন প্রকারের চাকাচিক্য ও টাকা ছিটানো যেনো একেবারেই না হয়। কেননা টাকা পয়সা ছিটানোতে টাকা হারিয়ে যায়। অবশ্য বিবাহের সময় খোরমা খেজুর বন্টন করা সুন্নাত এবং বিবাহের সময় দু'চারটা বাজি ফোটানো যাবে অথবা প্রচারের নিয়্যতে যেখানে বিবাহ হচ্ছে সেখানেও কোন বড়ঢোল বা ডঙ্কা গান বাজনা ব্যতিত পিটানো যাবে। যেভাবে সেহেরীতে জাগানোর জন্য রমযান শরীফে পিটানো হয়। তাও অনেক ভাল এই পিটানোই হলো দফের পরিপূরক।

www.dawateislami.net

শশুরবাড়ীর পক্ষ হতে উপহার

উপহারের জন্যও কোন পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিৎ, যা প্রত্যেক ধনী ও গরীব মেনে চলবে। ধনী লোকেরা অন্য সময় তার মেয়েকে যা ইচ্ছা দিবে, কিন্তু বিবাহের সময় উপহার যা নির্ধারণ করা হয়েছে তাই দিবে। স্মরণ রাখবেন! যদি আপনি উপহার দিয়ে বরের ঘরও ভর্তি করে দেন, তবুও আপনার নাম হবে না, কেননা অনেক জায়গায় মেথর চামাররাও এতটুকু উপহার দিয়ে দেয় যে, মুসলিম বড় বড় ধনীরাও দিতে পারে না। যেমন; কয়েক বছর আগের কথা, আগ্রায় এক চামার নিজের মেয়েকে এতবেশি উপহার দিয়েছিলো যে, তা বরযাত্রীর সাথে র‍্যালী আকারে এক মাইল জুড়ে ছিলো, তা সংরক্ষণের জন্য পুলিশ ডাকতে হয়েছিলো। যখন তাকে বলা হলো, এত উপহার সামগ্রী রাখার জন্য বরের নিকট ঘর নেই, তখন সে সাথে সাথেই ছয় ছয় হাজারের অর্থাৎ বার হাজার টাকার বাড়ী কিনে বরকে দিয়ে দিলো। অতএব আমি এখন নিজেই দেখেছি, যে মুসলমানরা নিজের জায়গা জমিন ও ঘরবাড়ী বিক্রি করে এত ভালো উপহার দেয়, তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা চামারের উপহারের আলোচনা শুরু করে দেয় এবং বলে: ভাই! ঐ চামারতো উপহারের রেকর্ড ভেঙ্গে দিলো। এই মুসলমান বেচারার নাম ও প্রশংসা কিছুই রইলো না। তাই হে মুসলমানেরা! সচেতন হোন, এই সুনামের লোভে নিজের ঘরে আগুন দিবেন না। মনে রাখবেন! সুনাম ও সম্মান **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে। তাই যে উপহারের পরিমাণ আমি আরয করেছি, তা থেকে বেশি কখনো দিবেন না:

www.dawateislami.net

প্লেট ১১টি, খাট মধ্যম আকারের ১টি, লেপ ১টি, তোষক ১টি, বালিশ ১টি, চাদর ১টি, কনের শাড়ী চারটি, যাতে দু'টি সুতির ও দু'টি রেশমীর হবে। বরের কাপড় দু'টি, বরের পিতাকে কাপড় ১টি, বরের মাতাকে কাপড় ১টি, জায়নামায ১টি, কুরআন শরীফ রেহালসহ ১টি, অলংকার সামর্থ্য অনুযায়ী এর চেয়ে বেশি করবে না, যদি সম্ভব হয় নগদ টাকা মেয়ের নামে জমা করে দিন আর যদি **আল্লাহ পাক** আপনাকে দিয়ে থাকেন, তবে মেয়েকে কোন ঘর, দোকান, সম্পদ রূপে কিনে মেয়ের নামে রেজিষ্ট্রি করে দিন। এটিও স্মরণ রাখবেন যে, সব মেয়েদের জন্য সমান হওয়া আবশ্যক। তাই যদি নগদ টাকা বা সম্পদ একজনকে দেন, তবে সকলকে দিবেন, অন্যথায় গুনাহগার হবেন। যে ব্যক্তি সন্তানের মাঝে সমান অধিকার রাখে না, হাদীস শরীফে তাকে অত্যাচারী বলা হয়েছে।[১]

আর নিজের মেয়েকে শিখিয়ে দিন যে, যদি তার শাশুড়ী বা ননদ বিদ্রুপ করে তবে সে উত্তর দিবে যে, আমি সুন্নাত পদ্ধতি ও হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর গোলামীতে আপনাদের ঘরে এসেছি। যদি আপনারা আমাকে বিদ্রুপ করেন, তবে আপনাদের এই বিদ্রুপ আমার প্রতি হবে না বরং ইসলাম ও **ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা** عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি হবে। শাশুড়ী, ননদরাও ভালভাবে স্মরণ রাখবেন! যদি তারা এমন উত্তর শুনে ও মুখ বন্ধ না রাখে তবে তা হবে তাদের ঈমানের জন্য বড়ই বিপদজনক।

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হিবাত, বাবু কারাহারিত তাফযীল ..., ৮৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬২৩, ১৬২৪।

www.dawateislami.net

দৃষ্টি আকর্ষণঃ হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরয করতে লাগলো, আমি শপথ করেছিলাম, আমার মেয়ের উপহার হিসাবে সব জিনিস দিবো, এখন কী করবো, যেনো শপথ পূর্ণ হয়ে যায়? কেননা সব জিনিসতো রাজা-বাদশারাও দিতে পারে না। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার মেয়েকে উপহার হিসাবে কুরআন শরীফ প্রদান করো, কেননা কুরআন শরীফে প্রত্যেক কিছুই রয়েছে এবং তিনি এই আয়াতটি পড়ে দিলেন। وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ[১]

(রুহুল বয়ান, ১১তম পারা, সূরা ইউনুস, ১ম আয়াতের পাদটিকা)[২]

অতএব মেয়েদের ও তাদের শাশুড়ী ননদদের স্মরণ রাখা উচিৎ, যেই ব্যক্তি কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে দিলো, সে সবকিছু দিয়ে দিলো, জাতা, চুলা ও পার্থিব জিনিসগুলো কি কুরআন শরীফ থেকে বড়।

আর যদি বরযাত্রী অন্য শহর থেকে আসে তখন বরযাত্রীর সাথে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ২৫ জনের বেশি যেনো না হয় আর এই মেহমানদের কনেপক্ষ খাবার খাওয়াবে কিন্তু এই খাবার মেহমানের উপযোগী হবে, কিন্তু বরযাত্রীর খাবার যেনো না হয়। অনুরূপভাবে কনের বাড়ীতে যে নিজ ভ্রাতৃত্বের ও এলাকাবাসীকে সাধারণ দাওয়াত করা হয়, তা একেবারে বন্ধ করা

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: না আছে এমন কোন তাজা ও শুষ্ক বস্তু, যা একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। (পারাঃ ৭, সূরাঃ আনআ'ম, আয়াতঃ ৫৯)

২. তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরাঃ ইউনুস, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৪/৪।

www.dawateislami.net

উচিৎ। অবশ্যই বাইরের মেহমান ও বরযাত্রীরা খাবার খাবে, উদ্দেশ্য হলো, শুধু কনের বাড়ীতে সাধারণ দাওয়াত যেনো না হয়, কেননা তা বিনা কারণে বোঝা স্বরূপ, যতটুকু সম্ভব কনেপক্ষের বোঝা হালকা করে দিন।

যখন কনে নিরাপদে ঘরে পৌঁছবে, তখন বিদায়ের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ফুলশয্যার পরদিন সকালে বরের বাড়ীতে ওলীমার দাওয়াত হওয়া উচিৎ। এই দাওয়াত তার সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, কেননা এটা সুন্নাত। কিন্তু এর ধুমধামের জন্য সুদী ঋণ নিবে না এবং ধনীদের পাশাপশি কিছু গরীব ও মিসকীনদেরকেও দাওয়াত করবে। স্মরণ রাখবেন! যে বিয়েতে খরচ কম হবে اِنْ شَآءَ الله সে বিয়ে খুবই বরকতময় ও কনে খুবই সৌভাগ্যবান হবে। আমি দেখেছি, অতিরিক্ত উপহার নিয়ে যাওয়া কনে শশুর বাড়িতে কষ্টে রয়েছে এবং অল্প উপহার নিয়ে যাওয়া কনেরা আরামে জীবন অতিবাহিত করে।

আমি হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর শাদী ও তাঁর উপহার এবং তাঁর পারিবারিক জীবনী শরীফ কবিতা আকারে লিখেছি। আসুন! আপনাদেরকেও শুনাই, শুনুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

ইসলামের শাহ্জাদী, জান্নাতের রাণী
হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ

গোশে্ দিলচে মু'মিনো! শুনলো যরা
হে ইয়ে কিচ্ছা ফাতেমা কে আক্দ কা!

পন্দরা সালাহ নবী কি লাড়লী
অওর থী বাইশ সালা ওমর আলী

আক্দ কা পয়গাম হায়দার নে দিয়া
মোস্তাফা নে মারহাবান আহ্লান কাহা

পীর কা দিন সতরা মাহে রজব
দুসরা সিনে হিজরত শাহে আরব

ফির মদীনা মে হুয়া এলানে আম
যোহর কে ওয়াক্ত আয়ে সারে খাস ও আ'ম

ইস খবর সে শোর বরপা হুগেয়া
কুছা ও বাজার মে গল মা মাচা

আজ হে মাওলা কি দুখতর কা নিকাহ্
আজ হে উস নেক আখ্তার কা নিকাহ্

আজ হে উস পাক ও সাচ্ছি কা নিকাহ্
আজ হে বে মাঁ কি বাচ্ছি কা নিকাহ

খাইর সে জব ওয়াক্ত আয়া যোহর কা
মসজিদে নববী মে মজমা হুগেয়া

এক জানিব হেঁ আবু বকর ও ওমর
এক তরফ ওসমান ভী হেঁ জলওয়াগর

হার তরফ আসহাব অউর আনসার হে
দরমিয়ান মে আহমদে মুখতার হে

সামনে নওশায়ে আলী মুর্তাজা
হায়দারে কাররার শাহে লা ফাতা

আজ গো'ইয়া আরশ আয়া হে উতর
ইয়া কেহ্ কুদসী আ'গেয়ে হে ফরশ পর

জমা জব ইয়ে সারা মজমা হু গেয়া
সায়্যিদুল কওনাইন নে খুতবা পড়া

জব হুয়ে খুতবে সে ফারেগ মুস্তফা
আক্দ যাহরা কা আলী সে কর দিয়া

চারশ মিসকাল চান্দি মোহর তা
ওজন জিসকা দেড় সো তোলা হুয়া

বা'দ মে খোরমা লুটায়ে লা কালাম
মা সাওয়া উসকে না থা কোয়ী ত্বা'আম

উনকে হক মে ফির দোয়ায়ে খাইর কি
অউর হার এক নে মোবারক বাদ দি

ঘর সে রুখসাত জিস ঘড়ি যাহরা হুয়ে
ওয়ালিদা কি ইয়াদ মে রোনে লাগি

দি তাসাল্লী আহমদে মুখতার নে
অউর ফরমায়া শাহে আবরার নে

ফাতেমা হার ত্বরাহ সে বালা হো তুম
মাইকে ও সসুরাল মে আলা হো তুম

বাপ তেরা হে ইমামুল আম্বিয়া
অউর শো'হর আউলিয়াকে পেশওয়া

মাহে জিলহজ্জ মে জব রুখসত হুয়ি
তব আলীকে ঘর মে এক দাওয়াত হুয়ী

জিসমে থি দশ সের জু কি রুটিয়াঁ
কুচ পনির অউর খোরে খোরমে বেগমাঁ

উস যিয়াফত কা ওয়ালীমা নাম হে
অউর ইয়ে দাওয়াত সুন্নাতে ইসলাম হে

সব কো উনকি রাহ চলনা চাহিয়ে
অউর বুরী রসমো সে বাচনা চাহিয়ে

www.dawateislami.net

জেহেয

ফাতেমা যাহরা কা জিস দিন আকদ থা
সুন লো উনকে সাথ কিয়া কিয়া নগদ থা
এক চাদর সতেরা পেওয়ান্দ কি
মুস্তফানে আপনি দুখতার কো জু দি
এক তুষক জিস কা চামড়ে কা গিলাফ
এক তাকিয়া এক এ্যয়সা হি লিহাফ
জিস কে আন্দর উন না রেশম রুয়ি
বলকে উস মে ছাল খোরমে কি ভরী
এক চাক্কি পিষনে কে ওয়াস্তে
এক মশ্‌কীযাহ থা পানি কে লিয়ে
এক লাকড়ী কা পেয়ালা সাথ মে
নকরায়ী কনগন কি জোড়ী হাতমে
অউর গলে মে হার হাতি দাঁত কা
এক জোড়া ভী কড়াওঁ কা দিয়া
শাহজাদীয়ে সায়্যিদুল কওনাইন কি
বে সাওয়ারী হী আলী কে ঘর গেয়ী
ওয়াস্তে জিনকে বনে দু'নো জাহান
উনকে ঘর থি সিধি সাদি শাদিয়াঁ
উস জেহেযে পাক পর লাখো সালাম
সাহেবে লাউলাক পর লাখো সালাম

শাহ্‌জাদিয়ে কওনাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি জীন্দেগী

আয়েঁ জব খাতুনে জান্নাত আপনে ঘর
পড় গেয়ে সব কাম উন কি জাত পর
কাম সে কাপড়ে ভী কালে পড় গেয়ে
হাত মে চাক্কী সে ছালে পড় গেয়ে
দি খবর যাহরা কো আসাদুল্লাহ নে
বাঁটে হে কুয়েদী রাসুলুল্লাহ নে
এক লৌন্ডি ভী আগর হামকো মিলে
ইস মুসীবত সে তুমহে রাহাত মিলে
সুন কে যাহরা আয়েঁ ছিদ্দিকা কে ঘর
তা'কে দেখে হাতকে ছালে পে'দর
পর না থে দৌলত কদাহ মে শাহ দিই
ওয়ালেদা সে আরয করকে আ'গেয়ি
ঘর মে জব আয়ে হাবীবে কিবরিয়া
ওয়ালেদা নে মাজরা সারা কাহা
ফাতেমা ছালে দেখানে আয়ি থি
ঘর কি তাকলিপে সুনানে আয়ি থি
আপকো ঘর মে না পায়া শাহে দিই
মুজ সে সব দুখ দরদ আপনা কেহ গেয়ি
এক খাদেম আপ আগর উন কো ভি দেঁ
চাক্কি অউর চুলে কে ওহ দুখ সে বাঁচে
শব কো আয়ে মুস্তফা যাহরাকে ঘর
অউর কাহা দুখতর সে এ্যয় জানে পে'দর
হে ইয়ে খাদেম উন এতিমূঁ কে লিয়ে
বাপ জিন্‌কে জঙ্গ মে মারে গেয়ে
তুম পে ছায়া হে রাসূলুল্লাহ কা
আ'সরা রাখো ফক্বত আল্লাহ কা
হাম তুমহেঁ তাসবীহ এক এ্যয়ছি বাতায়ে
আপ জিচসে খাদেমোঁ কো ভুল জায়ে
আউয়ালান سُبۡحٰنَ ৩৩ বার হো
অউর ফির اَلۡحَمۡدُ ইতনে হি পড়ো

www.dawateislami.net

অউর ৩৪ বার হো তাকবীর ভি তাকে সু[১০০] হো জায়ে ইয়ে মিল কর সভি
পড় লিয়া করনা উসে হার সুবহ ও শাম ভিরদ মে রাখনা ইসে আপনে মুদাম
খুল্‌দ কি মুখতার রাজী হু গেয়ে সুন কে ইয়ে গুফতার খোশ খোশ হো গেয়ী
সালেক উন কি রাহ জু কোয়ী চলে
দ্বীন ও দুনিয়া কি মুসিবত সে বাচেঁ

প্রথম নির্দেশনা

বিবাহের পর কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হয়ে যায়, যার কারণে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর নাম শুনে আতঙ্কিত হয়ে যায়, এতে কখনো স্ত্রীর ভূল থাকে, কখনোবা স্বামীর। পুরুষরা তো দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয় এবং নিজের জীবন আরামে অতিবাহিত করে, কিন্তু বেচারী স্ত্রী শুধু নয় বরং তার পিত্রালয়ের জীবনও তিক্ত হয়ে যায়, যা দিন রাত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কনেপক্ষ কান্না করছে, কখনো পুরুষ অদৃশ্য অথবা পাগল হয়ে যায়, যার তালাক শরীয়াত মতে গ্রহণযোগ্য নয়। এখন মহিলারা নিরুপায়, অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের দূর্নাম চড়ায় যে, ইসলামে মহিলাদের প্রতি অত্যাচার ও পুরুষদের অত্যধিক স্বাধীনতা দিয়েছে। এর প্রতিকার স্বরূপ মহিলারা তো এমন চিন্তা করলো যে, তারা পুরুষদের কাছ থেকে তালাক অর্জন করার জন্য ধর্মত্যাগী হতে লাগলো অর্থাৎ কিছু দিনের জন্য খ্রীষ্টান বা আর্য ধর্ম ইত্যাদি হয়ে গেলো, অতঃপর আবারো ইসলাম গ্রহণ করলো এবং আবারো বিবাহ করলো। এই প্রতিকারটি ভয়াবহ এবং মারাত্মক ভূলও, কেননা এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আচঁলে অত্যন্ত ঘৃণ্য চিহ্ন লাগছে এবং অনেক মহিলা পূনরায় ইসলামে ফিরে আসে

www.dawateislami.net

না, যার উদাহরণ আমাদের সামনে বিদ্যমান। তাছাড়া স্ত্রী বেঈমান হওয়াতে তো বিয়েই ভঙ্গ হয়না বরং প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিছু সম্প্রদায়ের নেতারা এর প্রতিকার এমনই চিন্তা করলো যে, বিবাহ ভঙ্গের আইন বানিয়ে দিলো। কিন্তু এমন আইনেও শরীয়াত মতে বিবাহ ভঙ্গ হয়না। তালাক স্বামী দিলে তখন তা হবে, কিছু জ্ঞানী লোকেরা এমন কৌশল চিন্তা করলো যে, বড় অংকের মোহর ধার্য্য করবে, পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ টাকা বা নিজের মেয়ের নামে বর হতে ঘর বা জায়গা-জমি লিখে নিবে। কিন্তু এই প্রতিকারও কোন উপকারে আসলো না, কেননা এত বড় অংকের মোহর সংগ্রহ করার জন্য মহিলার কাছে যথেষ্ট টাকা থাকতে হবে এবং অনেক সময় এমন হয়েছে যে, মামলা চলছে, স্বামী মোহর আদায়ের মিথ্যা স্বাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিলো যে, আমি মোহর আদায় করে দিয়েছি বা সে ক্ষমা করে দিয়েছে, এর উদারহরণও বিদ্যমান রয়েছে। যদি কোন ঘর ইত্যাদি নামে করিয়ে নেয় তাও অনর্থক, কেননা যখন পুরুষ স্ত্রী থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তখন ঘর বা অল্প জমিনের তোয়াক্কা করেনা। যদি সে ঘর ছেড়ে চলে যায়, তখন মহিলা ঘর দিয়ে কি করবে। অনুরূপভাবে যদি স্বামীর কাছ থেকে কিছু মাসিক বেতন লিখে নিলো, তবে প্রথমত তা আদায় করা কঠিন, যদি স্বামী লুকিয়ে যায় বা যদি সে গরীব হয় তবে কিভাবে আদায় করবে? আর যদি বেতন পেয়েও থাকে তবেও যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবে? বন্ধুরা! এসকল প্রতিকার ভূল, এর একমাত্র প্রতিকার হলো যে, বিবাহের সময় "কাবিন নামা" স্বামী থেকে লিখিয়ে নেয়া, "কাবিন নামা" হলো যে, একটা কাগজ লিখা হবে, যাতে স্বামীর পক্ষ থেকে

www.dawateislami.net

লিখা থাকবে যে, যদি আমি পালিয়ে যাই বা এই স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করি, তার প্রতি অত্যাচার করি বা তার শরয়ী হক আদায় না করি তবে সে স্ত্রীর তালাকে বায়েনা নেওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু এই লিখাটা বিবাহের ইযাব ও কবুলের পরে করা হবে বা বিবাহ পড়ানো কাজী ইযাব পুরুষের পক্ষ থেকে করবে এবং মহিলা এই শর্তে কবুল করবে যে, আমার অমুখ পদ্ধতিতে তালাক নেয়ার অধিকার থাকবে, অতঃপর اِنْ شَآءَ الله স্বামী কোন ধরনের দূর্ব্যবহার করতে পারবেনা এবং যদি করে তবে মহিলা নিজেই তালাক নিয়ে পুরুষ থেকে স্বাধীন হতে পারবে।

এতে শরীয়াত মতে কোন অসুবিধা নেই এবং এই প্রতিকার খুবই উপকারী হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে, এর দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, মুসলমানের ঘর ধ্বংস করা বরং আমি এটাই চাই যে, ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা। পুরুষ এ ভয়ে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

দ্বিতীয় নির্দেশনা

পাঞ্জাব ও কাটিয়াওয়াড়ে তালাকের অনেক প্রচলন রয়েছে, সামান্য কথায়ও তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং অমুসলিম লেখকদের দ্বারা তালাক নামা লিখায়, যারা ইসলামী মাসআলা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অতঃপর লজ্জিত হয়ে মুফতী সাহেবের নিকট কেঁদে কেঁদে আসে যে, মৌলভী সাহেব **আল্লাহ**র ওয়াস্তে কোন পদ্ধতি বের করুন যে, আমার স্ত্রী পুনরায় বিবাহের মধ্যে যেনো চলে আসে। আমি যেহেতু ফতোয়ার কাজ করি, তাই আমি এরূপ

www.dawateislami.net

ঘটনাবলীর ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবগত, অতঃপর এই বাহানা করে যে, রাগের অবস্থায় এমন হয়ে গেলো।

বন্ধুরা! তালাক রাগান্বিত অবস্থাতেই দেয়া হয়। খুশিতে কে দেয়? অতঃপর এমন বাহানা করে যে, বদ-মাযহাবী দ্বারা মাসআলা লিখায় যে, একই সাথে তিন তালাকই এক তালাক হয়ে থাকে, তা ফিরিয়ে নেয়া জায়িয। বন্ধুরা! এই বাহানা একেবারে অনর্থক, যদি তুমি বদ-মাযহাবী কেন, খ্রিষ্টান, আর্য দ্বারাও লিখো যে, তালাক হয়নি, এতে কি শরীয়াতের বিধান পরিবর্তন হয়ে যাবে, কখনই না, (এর বিশ্লেষণ যে, তালাক একটি হয় কি হয় না আমাদের ফতোয়ায় দেখো, যাতে এই মাসআলার পূর্ণ বিশ্লেষন করে দেয়া হয়েছে এবং মুসলিমের হাদীস হতে যে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে তাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে)

অতএব আমার পরামর্শ হলো, প্রথমত তালাকের নামও নিওনা, এটা খুবই মন্দ বিষয়, "اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ الطَّلَاقُ"[১]

যদি এমন করতেই হয় তবে শুধু এক তালাক দিয়ে দাও, যাতে যদি পরে আবারো বিবাহের সুযোগ থাকে। সর্বদা তালাকনামা মুসলমান বিজ্ঞ লেখক বা কোন আলিমে দ্বীনের মতানুযায়ী লিখবে।

---

১. জায়িয বিষয়াবলীর মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালাক।
(ফাতহুল কুদীর কিতাতুত তালাক, ৩/৪৪৪)

www.dawateislami.net

তৃতীয় পরিচ্ছদ

বিবাহ পরবর্তি বিভিন্ন রীতিনীতি

প্রচলিত রীতিনীতি

বিবাহের পরও বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু বিবাহ পরবর্তি রীতিগুলোতে ইউ.পি (ভারত) সকল দেশ হতে অগ্রগামী রয়েছে। ইউ.পি'তে তিন ধরনের রীতি চালু রয়েছে। **এক** চৌথী, **দুই** কনগা ও টুপর খোলার রীতি এবং **তিন** ক্ষিরের রীতি। চৌথীতে এমন হয় যে, বিদায়ের দ্বিতীয় দিন কনের পিত্রালয় থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ জন মানুষ চৌথী ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বরের বাড়ি যায়, যেখানে তাদের লোক দেখানো দাওয়াত হয়, খাবারের পর মিষ্টি চালের প্লেটে সামর্থ্যের অধিক টাকা রাখে, এই টাকাগুলোও কনে পক্ষ থেকে চাঁদা হিসাবে নগদ টাকা প্রদান হিসাবে জমা হয়, কোন কোন স্থানে সে সময় প্লেটে একশ বা দু'শ বা তার অধিক টাকা রাখা হয়। অতঃপর কন্যাকে নিজেদের সাথে নিয়ে আসে, চতুর্থ দিন বরপক্ষ থেকে কিছু মহিলা ও পুরুষ কনের পিত্রালয়ে যায়, নিজেদের সাথে সবজি আলু, বেগুন ইত্যাদি এবং কিছু মিষ্টান্ন যাতে লাড্ডু অবশ্যই থাকবে সেগুলো নিয়ে যায়। সেখানে তাদের আপ্যায়নের জন্য ক্ষির প্রস্তুত হয়। একটা ভাঙ্গা চেয়ারের উপর ক্ষির ভর্তি থালি রেখে উপরে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বরকে বসার জন্য সেই চেয়ারটা দেয়া হয়। বর সাহেব অজ্ঞতাবশত এর উপর বসে যায়, বসার সাথে সাথেই সব কাপড় ক্ষির লেগে নষ্ট হয়ে যায় এবং হাসি তামাশা শুরু হয়। অতঃপর

www.dawateislami.net

কনেপক্ষরা বরপক্ষের কাপড় ও মুখ ভালভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করে। সে নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় থাকে, তাতে খুব মনোযোগ লাগিয়ে রাখে। যখন এই শয়তানি রীতি হতে অবসর হলো তখন খাবার খাওয়ানো হলো।

যোহরের নামাযের পর একটা খাটে কনে ও বর সামনা সামনি বসে, সেই লাড্ডু যা বরের পক্ষ হতে আনা হয়েছে তা আশেপাশে নিক্ষেপ করবে অর্থাৎ বর কনের দিকে নিক্ষেপ করে এবং কনে বরের দিকে নিক্ষেপ করে। যখন সাত চক্কর প্রদক্ষিণ হয়ে গেলো, তখন সেই ঝড় আরো খারাপভাবে শুরু হয় যে, শয়তানও লেজ তুলে পালায়। সেই তরকারী ও আলু, শালগম, বেগুন ইত্যাদি যা বরপক্ষ সাথে এনেছিলো এখন সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ বরপক্ষের জন্য এবং দ্বিতীয় ভাগ কনেপক্ষের জন্য। অতঃপর একে অপরকে সেগুলো দিয়ে মার লাগায়। এরপর যা আরো উন্নতি হচ্ছে সেগুলো বর্ণণার বাইরে। এটাতো চৌথী হলো, এখন আরো সামনে চলুন। যখন কনেকে পুনরায় শশুরের বাড়ীতে নেয়া হলো, তখন কঙ্গনা খোলার রীতি আদায় হয়, তা এভাবে যে, কনে দ্বারা কঙ্গনা খুলে দেয়া হবে, ঐদিকে বর তার গাট্টি শক্তভাবে রাখে, এদিকে কনের পরিপূর্ণ চেষ্টা যে, সেটা খুলে ফেলবেই। যখন এটা কষ্টে করে খুললো তখন পরস্পর একে অপরের উপর পানি ছিটাবে এবং তাতে বড় দক্ষ তাকে মেনে নেয়া হয়, যে কোন একজন ভদ্র লোককে ধোঁকা দিয়ে ডেকে তাকে ভিজিয়ে দিবে এবং যখন সে লুকিয়ে যায় তখন ঐদিকে খুশিতে তালি বাজায়। টোপর

www.dawateislami.net

খোলার রীতি এরূপ যে, যখন টোপর খোলা গেলো তখন কোন নিকটবর্তী নদী এবং যদি নদী না থাকে তাহলে কোন পুকুর এবং যদি পুকুরও না থাকে তবে কোন অনাবাদী কুপে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু যদি এই টোপর নিক্ষেপ করার জন্য মহিলারা যায় তবে গান বাজনা করে করে যায় ও গান বাজনা করে করে আসে এবং যদি পুরুষরা গিয়ে নিক্ষেপ করে তবে শিক্ষিত লোকেরা যেভাবে যায়, সেভাবে নিক্ষেপ করে আসে এবং মূর্খ লোকেরা নদীকে সালাম করে তাতে নিক্ষেপ করে। অতঃপর কিছু মিষ্টি চাল রান্না করে খাজা খিজিরের ফাতিহা করে। বর্তমানেও এই রীতিগুলো পিছু ছাড়েনি।

এসকল রীতির ধ্বংসাত্মক দিক

এই রীতিগুলো সবই অমুসলিমদের প্রথা। এতে নারী পুরুষের মেলামেশা এটাও হারাম এবং ক্ষির ও তরকারীর অপচয় হয় তাও হারাম। মুসলমানদের কাপড় নষ্ট করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া এটাও হারাম। অতঃপর চৌথীতে একে অপরকে কষ্ট দেয়া তাও হারাম, এতে মনে কষ্ট দেয়া হয় এবং মাথায়ও আঘাত করা হয়। নদী ও পানিকে সালাম করা তাও হারাম বরং তা মুশরিকদের কাজ। গান বাজনা করাও হারাম।

এর সংশোধন

এই রীতিগুলোর সংশোধন হলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসকল রীতি একেবারে বন্ধ করে দেয়া। কোন কোন স্থানে এটাও প্রচলন রয়েছে যে, কনে শশুর বাড়ীতে কাজ করে না এবং যখন প্রথম কাজ করে তখন কনে দ্বারা পরটা তৈরি করে বন্টন করানো

www.dawateislami.net

হয়। এটাও পুরোপুরি বাড়াবাড়ি, এতে কোন উপকার নেই। যদি তখন বরকতের জন্য তার হাতের প্রথম খাবার তৈরী করে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফাতিহা দেয়া হয়, যেন বরকত থাকে। তবে তা অনেক উত্তম।

প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী:

শশুর বাড়ীতে ঝগড়া কয়েকটি কারণে হয়। কখনো কনে কটুভাষী ও বেয়াদব হয়, শাশুড়ী ননদকে কঠোরভাবে উত্তর দেয়, তাই ঝগড়া হয়। কখনো স্বামীর জিনিসগুলোকে তুচ্ছ মনে করে এবং সেখানে তার বাবার বাড়ীর বড়াই করে। আমার বাপের বাড়িতে এটা ছিলো, ওটা ছিলো, কখনো শাশুড়ী ননদরা কনের মা বাবাকে তার উপস্থিতিতে গালমন্দ করে যেগুলো সে সহ্য করতে পারে না। কখনো শশুর বাড়িতে কাজ করতে দিলে মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা কনের বাবার বাড়ীতে কাজ করার অভ্যাস ছিলো না এবং কখনো পিত্রালয়ে পাঠানোর জন্য ঝগড়া হয় যে, কনে বলে যে, আমি পিত্রালয়ে যাবো, শশুড় বাড়ীর লোকেরা পাঠাচ্ছেনা। অতঃপর কনে তার কষ্ট পিত্রালয়ে গিয়ে বলে তখন তারা তার পক্ষ হয়ে ঝগড়া করে তখন এমন আগুন লেগে যায়, যা পানিতেও নিভে না। কখনো শাশুড়ী ননদরা অকারণে কনের উপর খারাপ ধারণা করে যে, কনে আমাদের জিনিসগুলো চুরি করে পিত্রালয়ে নিয়ে যায়।

এগুলো এমন অভিযোগ, যার কারণে আমাদের এখানে গৃহযুদ্ধ লেগে থাকে এবং এই অভিযোগ সমূহের মূল হলো, একে অন্যের অধিকারের ব্যাপারে খবর রাখে না। কনে জানেনা যে,

www.dawateislami.net

আমার প্রতি স্বামী ও শাশুড়ীর কি অধিকার রয়েছে এবং শাশুড়ী ও স্বামী জানেনা যে, আমাদের উপর বউয়ের কি অধিকার রয়েছে? শাশুড়ী ও স্বামীদের খেয়াল রাখা উচিৎ, নতুন কনে সে এক ধরনের চড়ুই পাখির ন্যায়, যা এইমাত্র কাঁচায় বন্দী হলো, যে অনেক ছটফট করছে এবং পালানোরও চেষ্টা করছে কিন্তু শিকারী ও পালনকারী তাকে পানাহারের লোভ দেখিয়ে ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে এবং তার অন্তর খুশি করার চেষ্টা করছে, অতঃপর! ধীরে ধীরে তার মন বসে যায়, অনুরূপভাবে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীর উচিৎ যে, তার সাথে এমন ভাল আচরণ করা, যেনো সে তাদের সাথে দ্রুত মিশে যায়। বন্ধুরা! চারদিন তো কবরেও কষ্ট হয় এবং স্মরণ রাখুন! মেয়েরা সব কিছু শুনতে পারে কিন্তু নিজের মা, বাবা, বোন, ভাইয়ের ব্যাপারে খারাপ কথা শুনতে পারে না। তার সামনে তার মা, বাবাকে কখনো মন্দ বলবেন না। দেখো আবু জাহেলের ছেলে হযরত ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন ঈমান আনলো তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ইকরামার সামনে কেউ তার পিতা আবু জাহেলকে মন্দ বলো না। (মাদারিজুন নবুওয়াত)[১]

এটা কেন ছিলো? শুধুমাত্র এই জন্য যে, প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অভ্যাস হলো যে, নিজের মা-বাবার ব্যাপারে মন্দ কথা শুনতে পারে না। যদি কনে কোন কাজ-কর্মে অভিজ্ঞ না হয়, তবে চুপে স্বরে শিখিয়ে দিবে। সারকথা হলো, তার সাথে এমন আচরণ করবে, যা নিজের সন্তানের সাথে করো বা নিজের মেয়ের জন্য

১. মাদারিজুন নুবয়ত, ৩য় অধ্যায়, ২/২৯৮।

www.dawateislami.net

আমরা যেমন চাই, সেও তো কারো মেয়ে, যা নিজের মেয়ের জন্য পছন্দ করো না অন্যের মেয়ের জন্যও পছন্দ করো না এবং কারো উপর অকারণে মন্দ ধারণা করা হারাম, এমন মন্দ ধারনা শতশত ঘরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কনের উচিৎ, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যে, মিষ্টি ভাষাতেই রাষ্ট্র দখল (জয়) করা যায়। নম্র ভাষা দিয়ে মানুষ পশুদেরকেও আয়ত্বে করে নেয়। এই শাশুড়ী ননদরা তো মানুষ, লক্ষ্য রাখো, **আল্লাহ পাক** ধরার জন্য দু'টি হাত, চলার জন্য দু'টি পা, দেখার জন্য দু'টি চোখ এবং শোনার জন্য দু'টি কান দিয়েছেন। কিন্তু কথা বলার জন্য জিহ্বা শুধু একটিই দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য এই যে, কম (অল্প) কথা বলো কিন্তু কাজ করো বেশি। যদি তোমরা নিজের মা-বাবার বড়ত্বে সকলকে খোঁটা দাও তবে তো বিফল, স্বার্থকতা তো তখনই যখন তোমাদের চলা, কথা বলা, সুন্দর চরিত্র, কাজকর্ম, উত্তম চরিত্র এমনই হয় যে, শাশুড়ী, ননদ ও স্বামী বা যারা দেখবে তারা দেখে তোমার পিতামাতার প্রশংসা করবে যে, দেখো মেয়েকে কী সুন্দর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। শশুড় বাড়ীতে যতই ঝগড়া হোক না কেন, পিতামাতাকে তা কখনো জানাবেনা, যদি কোন কথা তোমার মতের বিপরীতও হয়ে যায় তবে ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করবে, কিছুদিনের মধ্যেই এই শাশুড়ী, শশুর, ননদ ও স্বামী সকলেই তোমার মর্জিতেই চলবে। আমি এমন যোগ্য মেয়েও দেখেছি, যারা শশুর বাড়ীতে প্রথমে কিছু কষ্ট পেয়েছে, অতঃপর নিজের চরিত্র দ্বারা শশুর বাড়ীর লোকজনকে এমন বশীভূত করে নিয়েছে যে, তারা সব ধরনের ক্ষমতা বউকে দিয়ে দিয়েছে এবং বলে যে, মা! তুমি তো পরিবার সম্পর্কে জানো, আমাদেরকে

www.dawateislami.net

দু'বেলা তোমার মনে যা ইচ্ছা তা রান্না করে দিও এবং স্মরণ রাখো যে, তোমাদের স্বামীর সন্তুষ্টিতে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নিহিত।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কাউকে সিজদা করা যদি জায়িয হতো, তবে আমি মহিলাদেরকে নির্দেশ দিতাম, তারা যেনো তাদের স্বামীকে সিজদা করে।[১]

আর হে স্বামীগণ! তোমরা স্মরণ রাখো যে, দুনিয়ায় মানুষের চার ধরনের পিতা থাকে। **এক** জন্মদাতা পিতা, **দুই** শশুর, **তিন** শিক্ষক, **চার** পীর। যদি তোমরা তোমাদের শশুরকে খারাপ বলো, তবে মনে করো যে, নিজের পিতাকে খারাপ বলেছো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিক সফলকাম ব্যক্তি সেই, যার স্ত্রী-সন্তান তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে।"

মনে রাখবে! তোমাদের স্ত্রী শুধু তোমাদের কারণে নিজের পিত্রালয়ের সকলকে ত্যাগ করে দিয়েছে বরং কোন কোন সময় দেশ ত্যাগ করে তোমাদের সাথে ভিনদেশী (প্রবাসী) হয়েছে। যদি তোমরাও তাকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাও তবে সে কার হয়ে থাকবে। তোমার দায়িত্বে পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান সকলের অধিকার রয়েছে। কারো অধিকার আদায় করতে অলসতা করো না এবং চেষ্টা করো যে, দুনিয়া থেকে বান্দার হকের বোঝা নিজের কাঁধে করে

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস ১৮৫২, ২/৪১১।

www.dawateislami.net

যাতে নিয়ে না যাও, **আল্লাহ**র কাছে আমরা তো সবাই পাপী কিন্তু সৃষ্টি জগতের কাছে পাপী হয়ো না। **আল্লাহ পাক** আমার এই অসম্পূর্ণ বাক্যগুলোতে প্রভাব দান করুক এবং মুসলমানদের ঘরে একতা সৃষ্টি করুক আর যে এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হবেন, সে যেনো আমি অধমের জন্য মাগফিরাত ও উত্তম প্রতিদানের দোয়া করবেন।

আরোও দু'টি কথা মনে রাখবেন! **একটি হলো:** যেমনিভাবে আপনারা আপনাদের পিতামাতার সাথে আচরণ করবেন তেমনিভাবে আপনাদের সন্তানরা আপনাদের সাথে আচরণ করবে আর আপনারা যেমনটি অন্যের ছেলেদের সাথে আচরণ করবে, তেমনটি অন্যরাও আপনাদের সন্তানের সাথে আচরণ করবেন অর্থাৎ যদি আপনারা আপনাদের শশুর-শাশুড়ীকে গালমন্দ করেন তবে আপনাদের জামাতাও আপনাদেরকে গালমন্দ করবে।

দ্বিতীয়টি হলো: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করার দ্বারা আয়ু ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়।"[১] মুসলমানের উচিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনি সম্পর্কে জানার জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনের ইতিহাস পড়া, যাতে অবগত হওয়া যাবে যে, আত্মীয় স্বজনের সাথে কিভাবে আচরণ করা উচিত।

১. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াচ্ছিলাহ, হাদীস ১৯৮৬, ৩/৩৯৪।

www.dawateislami.net

পঞ্চম অধ্যায়

মুহাররম, শবে বরাত, ঈদ ও কুরবানীর ঈদের বিভিন্ন রীতিনীতি

প্রচলিত বিভিন্ন রীতি

আমাদের দেশে এই পবিত্র বরকতময় মাস গুলোতে নিম্নলিখিত রীতিগুলো পালন করা হয়ে থাকে। মুহাররমের প্রথম দশদিন এবং বিশেষ করে দশই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিনকে খেলাধুলা, তামাশা এবং মেলার সময় মনে করা হয়। কাটিয়া ওয়ার্ড এলাকায় বর্তমানে তা'যিয়ার সাথে কুকুর, গাধা, বানরের আকৃতি বানিয়ে মুসলমানেরা তা'যিয়ার সামনে নেচে নেচে বের হয় এবং রাস্তাগুলো খুব সাজায় এবং মদ পান করতে করতে চত্বরগুলোতে দাঁড়িয়ে শোকের বাহানায় নাচতে থাকে এবং ইউ.পি'তে মুসলমানেরা এই দশদিন ব্যাপি রাফেযীদের মজলিশে শোকগাঁথা শুনতে ও মিষ্টান্ন নিতে পৌঁছে যায়। অতঃপর অষ্টম তারিখ পতাকা ও নবম তারিখ তা'যিয়ার যাত্রা এবং দশম তারিখ তা'যিয়ার পথযাত্রায় নিজেরাও বের করে এবং রাফেযীদের র‍্যালীতেও অংশগ্রহণ করে। কিছু মূর্খ লোক শোক পালন করতে যায় তারপর বারই মুহাররম তা'যিয়ার তীজাহ তথা তৃতীয় দিবস ও বিশে সফর তা'যিয়ার চেহলাম বের করে যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের র‍্যালী বের করে এবং সফরের শেষ বুধবার মুসলমানের ঘরে পরটা বানানো হয়, খুশি উৎযাপন করা হয় এবং কাটিয়া ওয়ার্ড এলাকায় লোকেরা আসরের পর সাওয়াবের নিয়্যতে জঙ্গলে ভ্রমণ করতে যায় এবং

www.dawateislami.net

ইউ.পি'তে কোন কোন স্থানে এদিন পুরাতন মাটির বাসন ভেঙ্গে নতুন ক্রয় করে, এসকল কিছু এজন্যই করা হয় যে, মুসলমানের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে, সফরের শেষ বুধবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুস্থতার গোসল করেছেন এবং ভ্রমনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন।

রবিউল আউয়াল মাসে সাধারণত মুসলমানেরা মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করে, যেখানে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শুভাগমনের আলোচনা ও কিয়াম, না'ত পরিবেশন, অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল জুলুস বের করা হয় এবং রবিউল আখির শরীফে গিয়ারভী শরীফে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিল করে যেখানে হযরত গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী পড়ে শ্রোতাদেরকে শুনানো হয় এবং ফাতিহার পর শিরনী বন্টন করে অথবা মুসলমানদেরকে খাবার খাওয়ানো হয়। কিন্তু বর্তমান মুসলমান নামধারী ধর্মত্যাগীরা অর্থাৎ বদ-মাযহাব একে বেদাত বলে বাধা দেয়। সুতরাং পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকায় এই রীতিগুলো পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

রজব মাসের ২৭ তারিখ মুসলমানেরা ঈদে মেরাজুন্নবী উপলক্ষে মাহফিল করে থাকে, তাতেও কাফিররা বাঁধা দেয়, শবে বরাত অর্থাৎ পনেরই শা'বান মুসলমানের সন্তানরা এই পরিমাণ আতশবাজী জ্বালায় যে, রাস্তায় চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে পড়ে এবং অনেক স্থানে এর দ্বারা আগুন লেগে যায়।

www.dawateislami.net

রমযান শরীফে কতিপয় নির্লজ্জ মুসলমান রোযাদারের সামনে ও সাধারণত বাজারগুলোতে পানাহার করে, এমনকি খাবারের দোকান গুলোতেও পর্দা দিয়ে খাবার খায়।

ঈদ ও কুরবানীর ঈদের দিন নামায পড়ে সারাদিন খেলাধুলায় অতিবাহিত করে এবং শহরে এই দিনগুলোতে ঈদ, কুরবানির ঈদের খুশিতে সিনেমার চার চারটি শো হয়ে থাকে এবং সিনেমা হল মুসলমান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে আর যাদের নতুন বিবাহ হয়েছে তারা প্রথম ঈদ অবশ্যই শশুর বাড়ীতে করে থাকে, যে সকল ছেলেদের বাগদান হয়ে গেছে তাদের বাড়ী হতে কনের বাড়ীতে কাপড় পাঠানো আবশ্যক হয়ে থাকে।

এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক

মুহাররম মাস অত্যন্ত বরকতময় মাস, বিশেষ করে আশুরার দিন অত্যন্ত বরকতময়। এই দশই মুহাররম জুমার দিন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام নৌকা হতে জমিনে অবতরন করেছিলেন এবং এই তারিখেই হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ফেরাউন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং ফেরাউন ডুবে মরেছিলো, এই দিনেই সায়্যিদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছেন এবং এই জুমার দিনই দশই মুহাররম কিয়ামত সংগঠিত হবে। মোটকথা, জুমার দিন ও দশই মুহররম অনেক বরকতময় দিন। ইসলামে সর্বপ্রথম শুধুমাত্র আশুরার রোযা ফরয হয়েছিলো। অতঃপর রমযান শরীফের রোযাগুলো দ্বারা সেই রোযার ফরযিয়্যত বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু এই দিনের রোযা এখনও সুন্নাত। তাই এই দিনগুলোতে

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে ভাল কাজ করার সাওয়াব বেশি, তেমনিভাবে গুনাহ করার শাস্তিও বেশি। তা'যিয়া করা ও পতাকা বের করা, লাফালাফি করা, নাচানাচি করা, এসব এমন কাজ, যা ইয়াজীদের লোকেরা করেছিলো, কেননা ইমাম হোসাইন ও অন্যান্য শুহাদায়ে কারবালা গণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ মাথা বর্শার উপর রেখে তাঁদের আগে লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে আনন্দ ফুর্তি করে কারবালা হতে কুফা ও কুফা হতে দামেশ্ক অপবিত্র ইয়াজীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। অবশিষ্ট আহলে বাইতগণ না কখনো তা'যিয়া করেছেন আর না কখনো পতাকা বের করেছেন, না বুকে আঘাত করেছেন, না শোক পালন করেছেন। অতএব হে মুসলমানেরা! এই পবিত্র বরকতময় দিনগুলোতে এমন কাজ কখনো করো না, অন্যথায় খুবই গুনাহগার হবে, নিজেও উক্ত পথযাত্রা গুলোতে ও মাতমে অংশ গ্রহণ করো না এবং নিজের সন্তান, নিজের স্ত্রীদেরকে, বন্ধুদেরকেও অংশগ্রহণ করতে দিওনা, রাফেযীদের মজলিশে কখনো অংশগ্রহণ করো না বরং আপনারা নিজেরা সুন্নীদের মাহফিল করুন, যাতে শাহাদাতের সঠিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা হবে। সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে যা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উক্ত তারিখে সুস্থতার গোসল করেছেন, সেটা একেবারেই ভূল, ২৭শে সফরে রোগ শরীফ অর্থাৎ মাথা ব্যথা ও জ্বর হয়েছিলো এবং ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ওফাত হয়েছিলো, মাঝখানে সুস্থ হননি, ফাতেহা ও কুরআন খানি যখনই করো না কেন কোন অসুবিধা নেই কিন্তু কলসি, বাসন ভাঙ্গা, সম্পদ নষ্ট করা হারাম। রবিউল আওয়ালে মিলাদ শরীফের মাহফিল ও রবিউস সানীতে গিয়ারভী

www.dawateislami.net

শরীফের মাহফিল অনেক বরকতময় মাহফিল, সেগুলো বন্ধ করা একেবারেই মূর্খতা। **তাফসীরে রুহুল বয়ানে** বর্ণিত রয়েছে: মিলাদ শরীফের মাহফিলের বরকত সারা বছর ঘরে বিদ্যমান থাকে।[১]

এর জন্য আমার কিতাব **"জা-আল হক"** দেখুন। উক্ত অনুষ্ঠান সমূহের কারণে মুসলমানদেরকে নসীহত করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং মুসলমানদের মাঝে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, যা ঈমানের মূল।

বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: আবু লাহাব **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশিতে তার দাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিলো, তার মৃত্যুর পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার অবস্থা কেমন? সে বললো: অবস্থা অনেক খারাপ কিন্তু সোমবার দিন শাস্তি কম হয়ে যায়, কেননা আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশি উদযাপন করেছিলাম।[২]

যখন কাফির আবু লাহাব **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশি উদযাপনের কারণে কিছুটা উপকৃত হলো তবে মুসলমানরা যদি এর খুশী উদযাপন করে তাহলে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, যুবতী নারীদের এভাবে না'ত পড়া যে, তাদের আওয়াজ পরপুরুষদের নিকট পৌঁছে, তবে

১. তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা: ফাতাহ, ২৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫৭।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস ৫১০১, ৩/৪৩২।
উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস ৫১০১, ১৪/৪৫।

www.dawateislami.net

তা হারাম, কেননা মহিলার আওয়াজকে পরপুরুষ থেকে পর্দা করতে হবে। অনুরূপভাবে রবিউল আউয়ালে জুলুস বের করা অত্যন্ত বরকতময় কাজ যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন মদীনার যুবক ও শিশুরা সেখানকার বাজার, চত্বর ও গলিগুলোতে يَا رَسُوْلَ الله শ্লোগান দিতে দিতে জুলুশ বের করেছিলো। (মুসলিম)[১]

আর এই জুলুসের মাধ্যমে ঐ সকল কাফির ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অবস্থাদি সম্পর্কে শুনে নিবে যারা ইসলামী জুলুসে আসে না, তাদের অন্তরেও ইসলামের প্রভাব ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার عَلَيْهِ السَّلَام সম্মান সৃষ্টি হবে কিন্তু জুলুসের সামনে বাজনা বাজানো বা সাথে মহিলাদের যাওয়া হারাম।

রজব শরীফ

এই মাসের ২২ তারিখ ভারত উপমহাদেশে কুন্ডা হয়ে থাকে অর্থাৎ নতুন বড় হাড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং ৩১২ গ্রাম ময়দা, ৩১২ গ্রাম চিনি, ৩১২ গ্রাম ঘি এর পুরি তেরী করে হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতিহা করে। উক্ত রীতির মধ্যে শুধু দু'টি ক্ষতি সৃষ্টি করা হলো। একটি হলো, ফাতিহা প্রদানকারীর আকিদা এমন হয়ে গেলো যে, যদি ফাতিহার শুরুতে কাঠ সংগ্রহকারীর কাহিনী পড়া না হয় তবে ফাতিহা হবে না এবং এই পুরি বাইরে কখনো যেতে পারবে না এবং নতুন বড় হাঁড়ি ছাড়া এই ফাতিহা

১. মুসলিম শরীফ, কিতাবুজ জিহাদি ওয়ার রাক্বাইক, হাদীস ২০০৯, ১৬০৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

হতে পারে না, এই সব ধারণা ভুল। ফাতিহা প্রতিটি বড়-ছোট হাড়িতে এবং প্রতিটি পাত্রে করা যাবে, যদি শুধুমাত্র অধিক পরিচ্ছন্নতার জন্য নতুন হাড়ি ব্যবস্থা করা হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই। অন্যান্য ফাতিহার খাবারের মত এটাকেও বাইরে পাঠানো যাবে, রজব শরীফ মূলত **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিরাজের খুশি। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাতেও যুবতী নারীদের না'ত উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, যেখানে আওয়াজ বাইরে পৌঁছে, তা হারাম।

শবে বরাত

শবে বরাতের রাত অনেক বরকতময়। এ রাতে সারা বছরের ব্যবস্থাপনা ফিরিশতাদের উপর অর্পণ করা হয় যে, এই বছর অমুক অমুকের মৃত্যু হবে, অমুক অমুক স্থানে এত বৃষ্টি বর্ষণ হবে, অমূককে ধনী ও অমুককে গরীব বানানো হবে এবং যে উক্ত রাতে ইবাদত করবে তাকে **আল্লাহ**র শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে, তাই এই রাতের নাম **শবে বরাত**। আরবীতে বরাত অর্থ মুক্তি অর্থাৎ এই রাত হলো মুক্তির রাত। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ (১)

এই রাতে যমযম কুপে পানি বৃদ্ধি হয়ে যায়, এই রাতে **আল্লাহ পাকে**র রহমত অধিক হারে অবতীর্ণ হয়।(২)

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** উক্ত রাত্রে বন্টন করে দেয়া হয়, প্রতিটি হিকমতপূর্ণ কাজ। (পারাঃ ২৫, সূরাঃ দুখান, আয়াতঃ ৪)

২. তাফসীরে রহুল বয়ান, সূরাঃ দুখান, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৮০৮।

www.dawateislami.net

এই রাতে গুনাহের মাধ্যমে অতিবাহিত করা খুবই হতাশার বিষয়। আতশবাজী সম্পর্কে প্রসিদ্ধি যে, এটা নমরূদ বাদশা প্রবর্তন করেছিলো, যখন সে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করলো এবং আগুন বাগানে পরিণত হলো, তখন তার লোকেরা আগুনের আতশবাজি বানিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দিকে নিক্ষেপ করলো, কাঠিয়া ওয়ার্ডে অমুসলিমরা হুলি ও দিওয়ালির সময় আতশবাজী জ্বালায়। ভারত উপমহাদেশে এই রীতিগুলো মুসলমানেরা অমুসলিমদের কাছ থেকে শিখেছে, কিন্তু আফসোস যে, অমুসলিমরাতো তা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মুসলমানদের লাখ লাখ টাকা বছরে এই রীতির মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি বছর সংবাদ আসে যে, অমুক স্থানে অত সংখ্যক ঘর-বাড়ী আতশবাজির কারণে পুড়ে গেছে এবং অতসংখ্যক মানুষ পুড়ে মারা গেছে। এতে প্রাণের আশঙ্কা ও সম্পদের ক্ষতি, ঘরবাড়ীতে আগুন লাগার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের সম্পদে নিজের হাতে আগুন লাগানো অতঃপর **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার ক্ষতি মাথায় নিক্ষেপ করা, **আল্লাহর** দোহায় এই অহেতুক ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। নিজের সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদেরকে বাধা দিন। যেখানে বেপরোয়া সন্তানেরা এসব নিয়ে খেলা করে সেখানে তামাশা দেখার জন্যও যাবেন না। আতশবাজি তৈরী করা, তা বিক্রি করা, তা ক্রয় করা ও ক্রয় করিয়ে দেয়া, তা জ্বালানো বা জ্বালিয়ে দেয়া সবই হারাম।

রমযান শরীফে দিনের বেলা সকলের সামনে খাওয়া, পান করা কবিরা গুনাহ ও নির্লজ্জতা। আগেকার যুগে অমুসলিম ও

www.dawateislami.net

অন্যান্য কাফিররাও রমযানে বাজারে পানাহার করা থেকে বিরত থাকতো, কেননা এটা মুসলমানদের রোযার সময়। কিন্তু যখন মুসলমানেরা নিজেরাই এই মাসের আদব করা ছেড়ে দিলো তখন অন্যান্যদের কী অভিযোগ করবো?

ঈদ, কুরবানীর ঈদও ইবাদতের দিন, এই দিনগুলোতেও মুসলমানরা গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজ করে, যদি মুসলমান জাতী হিসাব করে দেখে তবে ভারত উপমহাদেশে হাজার হাজার টাকা দৈনিক সিনেমা, থিয়েটার ও অন্যান্য ফুর্তিতে ব্যয় করে থাকে। যদি মুসলিম জনগোষ্ঠির এই টাকা গুলো বেঁচে যায় এবং কোন সামাজিক কাজে ব্যয় হয় তবে সমাজের গরীব লোকেরা ধনী হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের দিন পরিবর্তন হয়ে যাবে, মোটকথা হলো, এই দিন গুলোতে এই কাজগুলো করা মহাপাপ।

এই দিনগুলোতে ইসলামী রীতিনীতি

এই মাসগুলোতে কি কাজ করা উচিত তা আমি اِنْ شَآءَ الله এই কিতাবের শেষের দিকে উপস্থাপন করবো। কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে বলছিঃ মুহার্‌রমের দশম তারিখ হালিম (খিচুরী) রান্না করা খুবই উত্তম, কেননা যখন হযরত নুহ عَلَيْهِ السَّلَام এই দিন তাঁর নৌকা থেকে জমিনে নেমে আসলেন তখন কোন শস্য ছিলো না। নৌকার অধিবাসীদের নিকট যা কিছু শস্য দানা ছিলো, সেগুলো একত্রিত করে রান্না করা হলো। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ১২, আয়াত নুহ এর কাহিনী)[১]

১. তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরাঃ হুদ, ৩৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১৪২।

www.dawateislami.net

আর হাদীস শরীফে এসেছে: যে ব্যক্তি আশুরার দিন তথা মুহাররমের দশ তারিখ নিজের ঘরে খাবারে প্রশস্থতা করবে অর্থাৎ বেশি রান্না করবে ও খাওয়াবে তবে সারা বছর তার ঘরে বরকত থাকবে। (শামী)[১]

আর খিচুরীতে (হালিম) প্রত্যেক ধরনের খাবার থাকে, তাই আশা করা যায় যে, প্রত্যেক খাবারে সারা বছর বরকত থাকবে, সদ্কা ও খায়রাত করবে, নিজের ঘর ও মহল্লায় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের আলোচনার মাহফিল করবে। সেখানে যদি কান্না এসে পড়ে তবে চোখের পানি দ্বারা ক্রন্দন করবে, কাপড় ছেড়া, মাতম করা, মুখে আঘাত করা, শোক পালন করা হারাম, রাফেযীদের অনুষ্ঠানে কখনো যাবেন না, কেননা সেখানে অধিকাংশ সময় **তাবাররা** হয়ে থাকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে গালি দেয়া হয়, রবিউল আউয়ালে সারামাস যখন ইচ্ছা, মিলাদ শরীফের মাহফিল করুন। কিন্তু এতে পাঠকারী হয়তো পুরুষ হবে বা ছোট মেয়ে হবে এবং যদি যুবতী মেয়েরা পড়ে তবে এত নিম্ন আওয়াজে বয়ান করবে যাতে তাদের আওয়াজ বাইরে না যায়। মিলাদ শরীফের মাহফিলে রোযা, নামাজ ও পর্দা ইত্যাদির বিধি বিধানও শুনানো যাবে, যাতে না'ত শরীফের পাশাপাশি ইসলামী বিধি বিধানেরও প্রচার হবে এবং অধিকহারে খুশি উদযাপন করুন, আতর লাগান, গোলাপ ছিটান, ফুলের মালা দিন, অনেক সাওয়াবের কাজ। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হলো **আল্লাহ পাকের**

১. রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুস সাওম, ৩/৪৫৭। কাশফুল খাফা, হারফুল মীম, হাদীস ২৬৪১, ২/২৫৩।

www.dawateislami.net

রহমত ও **আল্লাহ পাকের** রহমতের কারণে খুশি উদযাপন করা কোরআনে কারীমের নির্দেশ। কুরআন শরীফ ইরশাদ করছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ (১)

বরং প্রত্যেক খুশি ও পেরেশানীতে মিলাদ শরীফ করুন, বিবাহ, মৃত্যু, অসুস্থতা প্রত্যেক মূহুর্তে **তাঁর** গুণগান করুন, কেননা

উনকে নিছার কোয়ী কেইসে হি রঞ্জ মে হো
জব এয়াদ আ গেয়ে হে সব গম ভুলা দিয়ে হেঁ

রজব মাসের ২২ তারিখ কুন্ডার রীতিটি খুবই ভাল এবং বরকতময় কিন্তু তাতে এই শর্ত বের করে দিন যে, ফাতেহার বস্তু বাইরে যাবে না এবং কাঠ সংগ্রহকারীর কাহিনী অবশ্য পড়তে হবে।

শবে বরাতে সারারাত জাগ্রত থাকুন, কবর যিয়ারত করুন, সারারাত নফল পড়ুন, মিষ্টান্ন খাবারে ফাতিহা পড়ে বন্টন করুন আর এর অবশিষ্ট বিধি বিধান পরিশেষে লিখা হবে।

রমযান শরীফে যে ব্যক্তি কোন অপারগতার কারণে রোযা রাখে না, সেও কারো সামনে পানাহার করবেনা। চারটি কারণে রোযা ক্ষমা যোগ্য: মহিলার হায়েয বা নিফাস আসা, এমন রোগ যাতে রোযা ক্ষতি করবে আর সফর। কিন্তু সে সকল অবস্থায়ও কাযা করতে হবে।

১.**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলুন, **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্তিতে তাদের উচিৎ তারা যেন খুশি উৎযাপন করে।

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৫৮)

www.dawateislami.net

সাতাইশতম রমযান সম্ভবত শবে কদর এই রাতে হতে পারে, যদি সম্ভব হয় তবে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করুন, অন্যথায় সেহেরী খেয়ে ঘুমাবেননা, সকাল পর্যন্ত কুরআন মজিদ ও নফল ইবাদত করুন, রমযান শরীফে প্রতিটি ভাল কাজের সাওয়াব সত্তরগুণ বেশি পাওয়া যায়। তাই পুরো মাসে কুরআন মজিদের তিলাওয়াত ও নফল ইত্যাদি পড়া এবং সদ্‌কা ও খায়রাতে অতিবাহিত করুন।

ঈদের দিন

ভাল কাপড় পরিধান করা, গোসল করা, সুগন্ধী লাগানো সুন্নাত। একে অপরকে মোবারকবাদ দিন, যদি আপনাদের নিকট ৫৬ টাকা নগদ[১] অথবা এর সমমূল্যের কোন ব্যবসার মাল বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ থাকে এবং ঋণ ইত্যাদি না থাকে তবে নিজের পক্ষ হতে, নিজের ছোট সন্তানদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করুন। ফিতরা চাই রমযানে প্রদান করুন অথবা ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদের দিন প্রদান করুন, ফিতরা এক ব্যক্তির পক্ষ হতে ১৭৫ টাকা আট আনা সমান[২] গম বা এর দ্বিগুণ যব কিংবা এর সমমূল্যের বাজরা, চাল ইত্যাদি, অতঃপর কিছু খেজুর খেয়ে ঈদগাহে যান। পথে নিম্নস্বরে তাকবীর বলতে বলতে এক রাস্তা দিয়ে যান, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসুন।

---

১. নগদ টাকা বা ব্যবসার মালের সঞ্চয় হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য দ্বারা করতে হবে, তখনকার যুগে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য ৫৬ টাকা ছিলো।

২. অর্থাৎ দু'সের তিন ছটাক অর্ধ তোলা বা দুইকিলো এবং প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম।

www.dawateislami.net

কুরবানির ঈদের দিন এই কাজগুলো করুন

গোসল করা, কাপড় পরিবর্তন করা, সুগন্ধি লাগানো কিন্তু এইদিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যান, রাস্তায় উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে বলতে যান এবং যদি আপনাদের কাছে এতগুলো সম্পদ থাকে, যা ফিতরার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, তবে নামাযের পর নিজের পক্ষ হতে কুরবানী করুন। মনে রাখবে, সারা বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম, একদিন হলো ঈদুল ফিতরের দিন এবং চারদিন কুরবানির ঈদের অর্থাৎ দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, অবশিষ্ট বিধিবিধানের জন্য বাহারে শরীয়াত দেখুন। অতিরিক্ত খরচ করা বন্ধ করুন এবং তা হতে যা টাকা অবশিষ্ট থাকে তা দ্বারা নিজের আত্মীয় স্বজন ও এলাকাবাসী, এতিমখানা এবং দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে সাহায্য করা উচিৎ। নিশ্চিতভাবে মনে রাখবেন, মুসলমান জনগোষ্ঠির ঈদ তখনই হবে যখন সকল জনগোষ্ঠী ভাল অবস্থায় থাকবে, দক্ষ ও পরহেযগার হোন, যদি আপনি আপনার সন্তানকে ঈদের দিন নতুন জামা কাপড় দেন কিন্তু আপনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভাবী সন্তানেরা সেদিন মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার থলি নিয়ে ঘুরে, তবে আপনি মনে করুন যে, এই ঈদ জাতির নয়, **আল্লাহ পাক** মুসলিম জাতিকে সঠিক ঈদ নসীব করুক, আমীন।

কে কিরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে?

মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পুরুষালি সুগন্ধি হলো, যার সুগন্ধি প্রকাশ পাবে কিন্তু রং প্রকাশ পাবে না আর মেয়েলী সুগন্ধি হলো, যার রং প্রকাশ পাবে কিন্তু সুগন্ধি প্রকাশ পাবে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৬১, হাদীস: ২৭৯৬)

www.dawateislami.net

ষষ্ঠ অধ্যায়

নতুন ফ্যাশন ও পর্দা

আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন ও এর প্রতিকারে চিন্তা করলো যে, মুসলমানেরা পাশ্চাত্য রীতিনীতির মধ্যে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এভাবে যে, পুরুষরা দাঁড়ি মুন্ডায়, গোঁফ লম্বা করে, জাঙ্গিয়া পরিধান করে, কোট পরিধান করে, পাতলা কাপড় পরে, কেপ (হেট) ব্যবহার করে, নামায বর্জন করে এবং নিজেকে এভাবে প্রকাশ করে যে, সে একজন ইংরেজের ছেলে এবং মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করা, পর্দা বিলুপ্ত করা, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিজে বাজারে, সরকারী বাগান এবং বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরাফেরা করা, রাতে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা হলে যাওয়া। এমনকি স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ে একসাথে শিক্ষা অর্জন করা বরং পুরুষ ও মহিলা মিলে টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলা। এ ভূতটা তথাকথিত জ্ঞানীদের উপর এমনভাবে চেপে বসলো যে, যুবকদের বুঝানো হয় যে, এরা তাদের শত্রু, তাদেরকে মোল্লা বা মসজিদের লোটা অথবা পুরানো টাইপের বৃদ্ধ বলে তাদেরকে বিদ্রুপ করে। পত্রিকা ও ম্যাগাজিন গুলোতে ধারাবাহিকভাবে পর্দার বিরুদ্ধে কলাম ছাপানো হচ্ছে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ সমূহের অপব্যাখ্যা করে পর্দার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে, এই রীতিনীতিতে মুসলিম জাতি উন্নতি কিভাবে করবে? আর যেসব সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের ঘরকে ফ্রান্স ও লন্ডনের আদর্শ রূপে তৈরী করলো, তারা এ পর্যন্ত কতটা রাষ্ট্র জয়

www.dawateislami.net

করলো? আর তারা মুসলমানদের নিজের পক্ষ হতে কি উপকার দিলো? আমি এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছদ করছি, প্রথম পরিচ্ছদে নতুন ফ্যাশনের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পর্দার উপকারীতা সমূহ এবং বেপর্দার দলীল ভিত্তিক ও যুক্তি সংগত ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ বর্ণনা করবো। **আল্লাহ পাক** আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় কবুল করুক এবং মুসলমানদের আমল করার সামর্থ্য দান করুক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নতুন ফ্যাশনের বিভিন্ন ক্ষতি

কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً[১]

মানুষকে **আল্লাহ পাক** দু'ধরনের অঙ্গ দিয়েছেন, একটি প্রকাশ্য, দ্বিতীয়টি অপ্রকাশ্য।

প্রকাশ্য অঙ্গ হলো; আকৃতি, চেহারা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি আর অপ্রকাশ্য অঙ্গ হলো; হৃদপিণ্ড, মগজ, কলিজা ইত্যাদি। মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমানদার তখনই হতে পারবে, যখন আকৃতিতেও মুসলমান হবে এবং অন্তরেও মুসলমান হবে অর্থাৎ তার মাঝে ইসলামের এমন রং ছড়িয়ে পড়বে যে, আকৃতি ও চরিত্র উভয়কে রাঙিয়ে দিবে। অন্তরে **আল্লাহ পাক** ও **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২০৮)

www.dawateislami.net

আনুগত্যের প্রেরণা উদ্ভাসিত হবে, এতে ঈমানের আলো জ্বলতে থাকবে এবং আকৃতি এমন হবে, যা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় ছিলো অর্থাৎ মুসলমানর মতোই হবে, যদি অন্তরে ঈমান আছে কিন্তু আকৃতি অমুসলিমের মতো, তবে বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করোনি। চরিত্রও উত্তম করুন এবং আকৃতিও ভাল বানান, মনোযোগ সহকারে শুনুন! হযরত মুগীরা বিন শু'বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, একদা তাঁর গোঁফগুলো সামান্য বেড়ে গিয়েছিলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে মুগীরা! তোমার গোঁফ বেড়ে গেছে, কেটে নাও। তিনি মনে করলেন, বাড়ীতে গিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবেন, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ হলো যে, আমার মিসওয়াক নাও, তার উপর বাড়ন্ত গোঁফ রেখে ছুরি দ্বারা কেটে নাও।[১] অর্থাৎ অতটুকওই সময় দেয়া হয়নি যে, ঘরে গিয়ে কাঁচি দ্বারা কাটবে, "না এখানেই কেটে নাও" যা দ্বারা জানা গেলো যে, বড় গোঁফ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপছন্দনীয় ছিলো। দুনিয়ায় হাজারো নবী আগমন করেছেন কিন্তু কোন নবী না দাঁড়ি মুন্ডিয়েছেন আর না গোঁফ রেখেছেন, সুতরাং দাঁড়ি হলো ফিতরাত অর্থাৎ সুন্নাতে আম্বিয়া, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: দাঁড়ি লম্বা করো আর গোঁফ ছোট করো, মুশরিকদের বিরোধিতা করো।[২]

এছাড়াও অসংখ্য উদ্ধৃতি মূলক প্রমাণ দেয়া যাবে কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা উদ্ধৃতি মূলক প্রমাণে

১. আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদিল কুফিয়ীন, হাদীস ১৮২৬৪, ৬/৩৪৭।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবু হিচালিল ফিতরা, হাদীস ২৫৯, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

বিপরীতে যুক্তি ভিত্তিক বিষয়কে বেশি গ্রহণ করে, যেনো গোলাপ ফুলের বিপরীতে গাঁদা ফুল তাদের অধিক প্রিয়। তাই যুক্তি ভিত্তিক বিষয়ও উপস্থাপন করছি। শুনুন! ইসলামী আকৃতি ও ইসলামী পোশাকের মাঝে কিরূপ উপকারীতা রয়েছে।

১. সরকার হাজার হাজার অফিস বানিয়েছে, রেলওয়ে, ডাকঘর, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আদালত ইত্যাদি এবং প্রতিটি অফিসের জন্য আলাদা আলাদা পোশাক নির্ধারণ করা হয়েছে, কেননা যদি লাখো মানুষের মধ্যে কোন অফিসের মানুষ দাঁড়ায় তবে স্পষ্টভাবে চেনা যাবে। যদি কোন সরকারি কর্মচারি নিজের ডিউটির সময় নিজের বিশেষ পোশাক না পরে, তবে তার উপর জরিমানা হয় যদি বারংবার বলার পরও না শুনে তবে তাকে বহিস্কার করা হয়। অনুরূপভাবে আমরাও ইসলামী অফিস ও নবীর রাজত্ব এবং **আল্লাহ**র শাসনের চাকর, আমাদের জন্য পৃথক আকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যদি লাখো কাফিরের মাঝে দাঁড়াই তবে চেনা যাবে যে, ঐ যে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম দাঁড়িয়ে আছে, যদি আমরা নিজেদের বিশেষ পোশাক ছেড়ে দিই, তবে আমরাও শাস্তির উপযোগী হবো।

২. প্রকৃতি মানুষের বাহ্যিক আকার ও অন্তরে এমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখলো যে, একে অপরের উপর প্রভাব পড়ে, যদি আপনার অন্তর চিন্তিত হয়, তবে চেহারায় হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠে এবং প্রত্যক্ষদর্শি বলে দেয় যে, ভাল আছেন তো! চেহারায় হতাশা কেনো? অন্তরে খুশি থাকলে চেহারাও লাল ও সাদা

www.dawateislami.net

বর্ণের হয়ে যায়। জানা গেলো, অন্তরের প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠে, অনুরূপভাবে যদি কারো ক্ষয়জ্বর হয় তবে ডাক্তার বলে যে, তাকে পরিছন্ন বাতাসে রাখো, উত্তম ও পরিষ্কার কাপড় পরাও তাকে অমুক ঔষধের পানি দিয়ে গোসল দাও, বলুন! রোগ হলো অন্তরে, এতে বাহ্যিক শরীরের চিকিৎসা কেনো করা হচ্ছে? এই জন্য যে, বাহ্যিক অবস্থা ভাল হয়ে গেলে, ভেতরও ভাল হবে।

সুস্থ লোকের উচিৎ, প্রতিদিন গোসল করা, পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, পরিষ্কার ঘরে থাকা। তবেই সুস্থ থাকবে, তেমনি ভাবে খাদ্যের প্রভাব ও অন্তরে পড়ে, শুকরের মাংস খাওয়া শরীয়াতে এজন্য হারাম করেছে যে, তা থেকে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়, কেননা শুকর নির্লজ্জ প্রাণী এবং শুকরের মাংস খাওয়া জাতীও নির্লজ্জ হয়ে থাকে, যা প্রমাণিত হচ্ছে। যদি চিতাবাঘ বা সিংহের চর্বি খাওয়া হয়, তবে অন্তরে কঠোরতা ও বর্বরতা সৃষ্টি হয়, চিতাবাঘ ও সিংহের চামড়ায় বসা এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাতে অহংকার সৃষ্টি হয়। মোটকথা হলো; মানতে হবে, খাবার ও পোশাকের প্রভাব অন্তরে পড়ে। তাই যদি অমুসলিমদের মতো পোশাক পরিধান করা হয় বা অমুসলিমদের মত আকৃতি বানানো হয়, তবে অবশ্যই অন্তরে অমুসলিমদের প্রতি ভালবাসা ও মুসলমানের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। মোটকথা হলো, এই রোগ অবশেষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে। তাই হাদীস শরীফ এসেছে: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য জাতীর সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

১. আল মু'জামুল আউসাত লিত তাবারানী, হাদীস ৮৩২৭, ৬/১৫১।

www.dawateislami.net

সারকথা হলো, মুসলমানের মতোই আকৃতি বানাও, যেনো মুসলমানেরই আদর্শ তৈরী হয়।

৩. পাক ভারত উপমহাদেশে প্রায় সময় অমুসলিম ও মুসলিম দাঙ্গা হয়ে থাকে আর অনেক স্থানে শুনা গেছে যে, দাঙ্গা অবস্থায় অনেক মুসলমান মুসলমানের হাতে মারা গেছে, কেননা পরিচয় পাওয়া যায়নি যে, সে মুসলমান নাকি অমুসলিম। এছাড়া তৃতীয় বৎসর পূর্বে যে বেরেলী ও পীলিভেত এ অমুসলিম মুসলিম যেই দাঙ্গা হলো, সেখান থেকে সংবাদ এসেছে যে, অনেক মুসলমানকে স্বয়ং মুসলমানরাই অমুসলিম মনে করে হত্যা করেছিলো। এটা সেই আধুনিক ফ্যাশনের কুফল। আমার মুর্শিদে বরহক, হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন সাহেব কিবলা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি ট্রেনে সফর করছিলাম, একটি ষ্টেশন হতে এক ভদ্রলোক আরোহন করলো, যাকে বাহ্যিকভাবে অমুসলিম মনে হচ্ছিলো, গাড়িতে জায়গা সংকীর্ণ ছিলো, এক লালাজীর সাথে তার জায়গা নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেলো, লালাজীর সাথী বেশি ছিলো তাই লালাজী সে ভদ্রলোকটিকে খুবই পেটাল, মুসলমান মুসাফিররা তাকে রক্ষা করার জন্য তেমন যায়নি, কেননা তারা মনে করেছিলো যে, অমুসলিমরা পরস্পর ঝগড়া করছে আমাদের এতে বাঁধা দেয়া যুক্তি সংগত নয়, সে বেচারা তাদের পিটুনি খেয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে রইলো, যখন পরবর্তী ষ্টেশনে নামলো তখন সে বললো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। তখন জানা গেলো, এই লোকটি মুসলমান ছিলো। তখন আমরা আফসোস

www.dawateislami.net

করলাম এবং তাকে বললাম যে, জনাব আপনার ফ্যাশনই আপনাকে ঐ সময় পিটালো?

আমি যখন কখনো বাজারে যাই, তখন চিন্তা করি যে, সালাম কাকে করবো জানিনা, অমুসলিমকে নাকি মুসলমানকে? অনেক সময় কাউকে বললাম: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। সে বলে: আদাব, নমস্তে। আমি লজ্জিত হয়ে যায়, আমার ইচ্ছা হয় যে, যতটুকু সম্ভব মুসলমানদের দোকান থেকে জিনিস ক্রয় করবো, কিন্তু সওদাগরের আকৃতি এমন হয়, চেনা যায় না যে, ইনি কে? যদি দোকানের উপর কোন বোর্ড লাগায় যার নাম দ্বারা জানা যায় যে, এটি মুসলমানের দোকান। তাহলে তো ভাল, অন্যথায় খুবই কষ্ট হয়। কথা হলো; মুসলমানদের উচিত, আকৃতি ও পোশাকের মধ্যে অমুসলিমদের থেকে আলাদা হওয়া।

৪. কেউ জানেনা, কার মৃত্যু কোথায় হবে? যদি আমরা বিদেশে মারা যাই আর যদি সেখানে আমাদের পরিচিত কেউ না থাকে তবে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, মানুষরা চিন্তায় পড়ে যাবে যে, তাকে দাফন করবে নাকি আগুনে পোড়াবে, কেননা আকৃতিতে চেনা যাবে না। অতএব কয়েক বছর পূর্বে আলীগড়ের এক ভদ্রলোকের রেলগাড়ীতে ইন্তেকাল হবার সংবাদ পাওয়ার পর রাতে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেলো কিন্তু এখন চিন্তায় পড়ে গেলো যে, ইনি কে? অমুসলিম নাকি মুসলিম, তাকে মাটিতে দাফন করবে নাকি আগুনে পোড়াবে। অবশেষে তার খতনা দেখা হলো, তখন জানতে পারলো যে, সে মুসলমান।

www.dawateislami.net

সারকথা হলো, অমুসলিমদের পোশাক ও তাদের আকৃতি জীবদ্দশায়ও ক্ষতিকর এবং মৃত্যুর পরও।

৫. জমিনে যখন বীজ বপন করা হয় তখন প্রথমত একটা সোজা ডাল বের হয় অতঃপর তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে ফল ধরে, যদি কেউ তার চতুর্দিকের শাখাগুলো ও পাতাগুলো কেটে দেয় তবে ফল খেতে পারবে না। অনুরূপভাবে কলেমায়ে তৈয়্যবা হলো একটি বীজ, যা মুসলমানের অন্তরে বপন করা হয়েছে, অতঃপর আকৃতি ও হাত, চোখ, নাকের দিকে সেই গাছের ডালপালা প্রসারিত হয়েছে যে, এই কলেমা মুসলমানের চোখকে অন্যান্য আকৃতি থেকে পৃথক করে দিয়েছে, হাতকে হারাম বস্তু স্পর্শ করা থেকে বিরত রেখেছে, আকৃতির উপর ঈমানী প্রভাব সৃষ্টি করে দিলো, কানকে গীবত শুনা ও জিহ্বাকে মিথ্যা বলা থেকে, গীবত করা থেকে বিরত রাখলো, যে ব্যক্তি অন্তরে তো ঠিকই মুসলমান কিন্তু কাফিরের আকৃতি বানিয়ে নিজের হাত, পা, জিহ্বা, চোখ, নাক, কানকে হারাম কাজ হতে বিরত রাখে না, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আমের বীজ বপন করলো এবং তার সব ডালপালা কেটে দিলো, এতে যেমনিভাবে সে মূর্খ ফল থেকে বঞ্চিত থাকবে, তেমনিভাবে এই মুসলমানও ইসলামের ফল থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৬. দৃঢ় রং সেটাই যা কোন পানি বা ধোঁয়ায় নষ্ট হবে না এবং কাঁচা রং তাই যা ছুটে যায়, তবে হে মুসলমানরা! তোমরা **আল্লাহ পাকের** রঙ্গে রঙ্গিন হও।

www.dawateislami.net

صِبۡغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبۡغَةً ۫ (১)

যদি তোমরা কাফিরদের দেখে নিজেদের রং হারিয়ে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমাদের রং কাঁচা ছিলো, যদি রং দৃঢ় হতো তবে অন্যকে রাঙ্গাতে।

মুসলমানদের অপরাগতা

আমি মুসলমানদের ঐসকল অপারগতাও উপস্থাপন করছি, যা তারা বর্ণনা করে এবং যা দ্বারা নিজের অপারগতাগুলো প্রকাশ করে।

(১) **আল্লাহ পাক** অন্তর দেখেন, বাহ্যিক আকৃতি দেখেন না, অন্তর পরিষ্কার হওয়া চাই, হাদীস শরীফে এসেছে:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنۡظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمۡ بَلۡ يَنۡظُرُ اِلٰى قُلُوۡبِكُمۡ (২)

এমন অপরাগতা শিক্ষিত মুসলমানেরা দেখিয়ে থাকে।

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরা **আল্লাহ পাকের** রং নিয়েছি এবং **আল্লাহ পাক** হতে উত্তম কার রং।
অর্থাৎ যেভাবে রং কাপড়ের ভিতর বাহির রঙ্গিন করে সেভাবে **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস আমাদের শিরা এবং সর্বস্থানে মিশে গেছে। আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অন্তর ও শরীর তার রঙ্গে রঙ্গিন হয়েছে আমাদের রং প্রকাশ্য রং নয় যা কোন উপকার দেয় না। বরং এটা নফসগুলোকে পবিত্র করে দেয়। বাইরে এর চিহ্ন চালচলন ও কার্যকলাপ দ্বারা প্রকাশ পায়। খ্রীষ্টানরা যখন কাউকে তাদের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে কিংবা তাদের কোন সন্তান জন্ম নেয়, তখন তারা পানিতে হলুদের রং মিশিয়ে তাতে সে ব্যক্তি কিংবা ছেলেকে ডুবিয়ে নেয় আর বলে: "এখন সে প্রকৃত খ্রীষ্টান হয়েছে।" এ আয়াতে এরই খন্ডন করা হয়েছে যে, এই প্রকাশ্য রং কোন কাজে আসবে না।
(খাযাইনুল ইরফান, পারা: ১, সূরা: বাক্বারা, আয়াত: ১৩৮)

২. অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাদের আকৃতি নয় বরং তোমাদের অন্তর দেখেন।
(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৬৪)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ আচ্ছা জনাব! যদি বাইরের কোন মূল্যই না থাকে, শুধু অন্তরের মূল্যই থাকে, তবে আপনি আমার ঘরে খাবার খাবেন বা শরবত পান করবেন আর আমি অত্যন্ত উন্নতমানের বাদামের শরবত বা উত্তম বিরিয়ানী বানাবো বা পান করাবো কিন্তু গ্লাস বা প্লেটের উপর দিকে ভালভাবে ময়লা নাপাক লাগিয়ে দিবো, আপনি সে প্লেটে খাবার খাবেন? কখনোই খাবেন না। কেন জনাব! প্লেটের কি মূল্য? তার ভেতরের জিনিসিতো ভাল রয়েছে। যখন তোমরা খারাপ প্লেটে ভাল খাবার পানাহার করো না, তখন **আল্লাহ পাক** তোমাদের খারাপ আকৃতির সাথে ভাল আমল কিভাবে কবুল করবেন? যদি কুরআন শরীফ পড়ো তবে স্বাদ তখনই পাবে, যখন মুখে কুরআন শরীফ হবে এবং বাহ্যিকভাবে এর আমল হবে, যদি তোমাদের মুখে কুরআন আছে আর বাহ্যিক আকৃতি কুরআনের বিপরীত হয় তবে যেনো নিজের আমলে তোমরা নিজেরাই মিথ্যুক। বাদশাহ আসার জন্য ঘর ও ঘরের দরজা উভয়টা পরিষ্কার করো কেননা বাদশাহ দরজা দিয়ে আসবে এবং ঘরে বসবে তেমনিভাবে কুরআন শরীফের জন্য অন্তরে ও আকৃতি উভয়টা পরিষ্কার রাখো। হাদীস শরীফের অর্থ এটাই যে, **আল্লাহ পাক** শুধুমাত্র তোমাদের বাহ্যিক আকৃতিকে দেখেন না বরং আকৃতির পাশাপাশি অন্তরও দেখেন। যদি এর অর্থ এমন হতো, যা তোমরা মনে করছো তবে মাথার উপর ঝুটি, গায়ে পৈতা (অমুসলিমদের বিশেষ রশি) এবং পায়ে ধুতি বেঁধে নামায পড়া জায়িয হওয়া উচিত ছিলো, অথচ ফোকাহায়ে কিরাম বলেনঃ ঝুঁটি রাখা, পৈতা বাঁধা কুফুরী।[১]

১. আল বাহরু রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক, কিতাবুস সিয়র, ৫/২০৮।

www.dawateislami.net

(২) ইসলামী আকৃতিতে আমাদের সম্মান করা হয় না, যখন আমরা ইংরেজী পোশাকে সজ্জিত হই তখন আমাদের সম্মান করা হয়, কেননা তা উন্নত জাতির পোশাক।

উত্তরঃ মানুষের সম্মান পোশাকে নয় বরং পোশাকের সম্মান মানুষের মাধ্যমে হয়। যদি তোমার মাঝে কোন মূল্যবান হীরা থাকে বা যদি তুমি সম্মানিত ও উন্নতশীল জাতির সদস্য হও তবে তুমি সবদিক দিয়ে সম্মানিত হবে, যেই কাপড় পরিধান করো না কেন। যদি সে সকল বস্তু হতে শূন্য হও তবে যেই পোশাক পরিধান করো না কেন সম্মানিত হবে না। আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে গান্ধী ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা গোলটেবিল কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য লন্ডন গেলো, যখন বিশেষ পার্লামেন্ট অফিস পৌঁছলো তখন মিস্টার গান্ধী সেই ঝুটি ও সেই ধুতিতেই ছিলো, যা তাদের নিজস্ব জাতীয় পোশাক। সুভাষ চন্দ্র বসু একদা লন্ডন সফর করলো, তখন তার গাভী ও তার ধুতিগুলো, লোটা তার সাথে নিয়ে গেলো। বলুন! সেই পোশাকে কি তার সম্মান কমে গেলো? বর্তমানে মুসলমান ব্যতীত সকল জাতি শিখ, হিন্দু এমনকি কাঠিয়া ওয়ার্ডের ভুরু ও খোজারা সর্বদা নিজেদের জাতীয় পোশাকেই থাকে। শিখদের মুখে দাঁড়ি, মাথায় চুল, হাতে লোহার কড়া সবসময় থাকে। কেন জনাব! তারা কি দুনিয়ায় লজ্জিত? সত্য হলো, তাদের পোশাকে যে সম্মান রয়েছে, তা তোমাদের বুট শ্যুটের মধ্যে নেই। বন্ধুরা! যদি সম্মান চাও তবে সত্য মুসলমান হও এবং আপন মুসলিম জাতিকে উন্নত করো।

www.dawateislami.net

(৩) দাঁড়িতে উপকার কী? মাওলানাগণ এভাবে এর পেছনে পড়ে আছে কেন?

উত্তর: দাঁড়ি ও সকল ইসলামী পোশাকের উপকার আমি বর্ণনা করেছি, এখনও বলছি: ইসলামের প্রতিটি কাজকর্মে শত শত হিকমত রয়েছে। শুনুন! মিসওয়াক করা সুন্নাত, এতে অনেক উপকার রয়েছে, দাঁতকে শক্ত করে, মাঁড়ির জন্য উপকারী, মুখকে পরিষ্কার করে, মুখের দুর্গন্ধ বিশিষ্ট রোগীর জন্য উপকারী, পাকস্থলীকে ঠিক করে অর্থাৎ হজমক্রিয়া ঠিক রাখে, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে, জিহ্বায় শক্তি জোগায়, দাঁত পরিষ্কার রাখে, মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করে, কফ বের করে দেয়, পিত্তরোগ দূর করে, মাথার শিরাসমূহকে শক্তিশালী করে, মৃত্যুর সময় কলেমা শরীফ স্মরণ করিয়ে দেয়। সারকথা হলো, এর উপকার ৩৬টি, দেখুন শামী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিতাব গুলোতে।

অনুরূপভাবে খতনা দেড়শত রোগের জন্য উপকারী। বাহু মজবুত করে, মানুষের যৌন শক্তিকে বৃদ্ধি করে, সেই স্থানে ময়লা ইত্যাদি জড়ো হতে দেয় না। শক্তিশালী সন্তান জন্ম দেয়, খতনা সম্পন্ন লোকের স্ত্রী কারো প্রতি আগ্রহী হয় না, কোন কোন রোগের জন্য ডাক্তারগণ অমুসলিমদের শিশুদেরও খতনা করিয়ে দেয়।

নখে একটা বিষাক্ত পদার্থ থাকে। যদি নখ খাবার বা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয় তবে সে খাবার রোগ সৃষ্টি করে তাই ইংরেজরা ছুরি ও কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার খায়। কেননা খ্রীষ্টানরা তা খুব কমই কাটে এবং পুরোনো দিনের লোকেরা সেই পানি পান

www.dawateislami.net

করতো না, যে পানিতে নখ ডুবে যেতো। কিন্তু ইসলাম এই ব্যবস্থা করলো যে, নখ কাটার নির্দেশ দিলো এবং ছুরি ও কাঁটা চামচের বিপদ থেকে রক্ষা করলো।

অনুরূপভাবে গোঁফের চুলগুলোতে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান। যদি গোঁফ বড় হয় এবং পানি পান করার সময় পানিতে ডুবে যায়, তবে সে পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যায়, তাই বর্তমান ফ্যাশনধারী লোকেরা গোঁফ মুন্ডাতে লাগলো, এর জন্য ইসলাম এই ব্যবস্থা করলো যে, গোঁফ কাটার নির্দেশ দিলো, কেননা গোঁফ মুন্ডন করাতে যৌবন শক্তি কমে যায়।

দাঁড়িরও অনেক উপকারিতা রয়েছে, **সর্বপ্রথম উপকার** হলো: দাঁড়ি পুরুষের মুখের সৌন্দর্য্য এবং মুখের নূর। যেমনটি মহিলার জন্য মাথার চুল বা মানুষের জন্য চোখের পলক ও ভ্রু সৌন্দর্য্য, তেমনিভাবে পুরুষের জন্য দাঁড়ি। যদি মহিলারা তাদের মাথার চুল কাটে, তবে খারাপ দেখাবে বা কোন মানুষ নিজের চোখের ভ্রু ও পলক পরিষ্কার করে, তকে তা খারাপ দেখাবে। তেমনিভাবে পুরুষকে দাঁড়ি মুন্ডন করলে খারাপ দেখাবে।

দ্বিতীয় উপকার হলো: দাঁড়ি পুরুষকে অসংখ্য গুনাহ থেকে রক্ষা করে, কেননা দাঁড়ির কারণে পুরুষের মাঝে বুযুর্গী এসে যায়, সে খারাপ কাজ করতে লজ্জাবোধ করে যে, যদি কেউ দেখে তবে বলবে যে, এমন দাঁড়ি আর তোমার এমন কাজ। দাঁড়িকেও তুমি লজ্জা করলে না? এমন ধারণায় সে অনেক মন্দ বিষয় ও প্রকাশ্য

www.dawateislami.net

মন্দ কাজ করা থেকে রক্ষা পায়। এটা পরীক্ষিত যে, নামায ও দাঁড়ি **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

তৃতীয়টি হলো: দাঁড়ির কারণে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এক ডাক্তারের কাছে এক যৌন রোগী আসলো, সে অভিযোগ করলো: আমি আমার (যৌন) দূর্বলতার অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কোন উপকার হলো না। ডাক্তার বললো: দাঁড়ি রেখে দিন এটা তার শেষ ও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। অতঃপর বলতে লাগলো প্রকৃতি মানুষের এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের সাথে আত্মীয়ের মত সম্পর্কিত করে রেখেছে। উপরের দাঁত ও মাড়িগুলো চোখের সাথে সম্পর্কিত। যদি কোন ব্যক্তি উপরের মাড়ির দাঁতগুলোকে ফেলে দেয়, তবে তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। পায়ের তালুর সাথেও চোখের সম্পর্ক রয়েছে যে, যদি চোখে গরম আসে, তবে পায়ের তালু মালিশ করা হয়। যদি ঘুম না আসে তবে পায়ের তালুতে ঘি ও লবণ মালিশ করলে ঘুম আসে। অনুরূপভাবে দাঁড়ির সম্পর্ক বিশেষ করে পুরুষের যৌন শক্তি ও ধাতুর সাথে। তাই মহিলাদের দাঁড়ি হয় না এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের যাদের ধাতু পদার্থ হয়না এবং হিজড়ার দাঁড়ি হয় না। এমনকি যদি কোন পুরুষের দাঁড়ি আছে এবং তার অন্ডকোষ বের করে দেয়া হয় তবে দাঁড়ি নিজে নিজেই ঝরে যাবে। যা দ্বারা জানা গেলো, জনশ্রুতি আছে যে, মাওলানাদের সন্তানাদী বেশি হয় এবং মাওলানাদের স্ত্রীগণ দুঃশ্চরিত্রা হয় না। এর কারণ একমাত্র দাঁড়িই এবং নাভীর নিচের চুল যৌন শক্তির জন্য ক্ষতিকর, তাই শরীয়াত তা পরিষ্কার করার হুকুম দিয়েছে। যদি সম্ভব হয় তা প্রতি অষ্টম দিন পরিষ্কার করুন, অন্যথায় পনেরতম দিন বা বিশতম

www.dawateislami.net

দিনে অবশ্যই পরিষ্কার করুন। মোট কথা হলো সুন্নাতের প্রতিটি কাজের মধ্যে হিকমত রয়েছে। আমি একটা কিতাব লিখেছি **"আনোয়ারুল কুরআন"** যাতে নামাযের রাকাত সমূহ, অযু, গোসল ও সকল ইসলামী কাজের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি এটাও বর্ণনা করা হয়েছে: যে শাস্তিসমূহ ইসলাম নির্ধারণ করেছে, যেমন; চুরির শাস্তি হাত কাটা, ব্যভিচারের শাস্তি চাবুক মারা, তাতে কী রহস্য রয়েছে। তাছাড়া আমি আমার **তাফসীরে নঈমী**তে ইসলামী বিধানের উপকার সমূহ ভালভাবে বর্ণনা করেছি, তা অধ্যয়ন করুন। গোঁফও যৌন শক্তির জন্য উপকারী, কিন্তু এর ডগায় বিষাক্ত প্রভাব রয়েছে, তাই তা কেটে দিন, কিন্তু একেবারে মুন্ডন করবেন না।

(৪) বর্তমানে পৃথিবীতে প্রত্যেক জায়গায় দাঁড়ি মুন্ডনকারী লোকের রাজত্ব, ধন, সম্পদ, রাজ্য তাদেরই, যা দ্বারা মনে হয়, যেনো তা বরকতময় জিনিস (মুসলমানরা তা ঠাট্টা করে বলে)।

উত্তর: যদি দাঁড়ি মুন্ডন করাতে রাজত্ব পাওয়া যেতো, রাজ্য, সম্পদ, সম্মান হাতে আসতো তবে তো জনাব! আপনি তো দাঁড়ি মুন্ডন করতে করতে, ক্যাপ লাগাতে লাগাতে, কোর্ট প্যান্ট পড়তে পড়তে অনেক সময় অতিবাহিত করলেন, আপনার কোন রাজ্য তো নয়ই, কিছুই হাতে আসলো না। মাতাল, চামার, মুচি এবং প্রত্যেক জাতিই তো এইকাজ করে তারা কেন বাদশা হতে পারলোনা? বন্ধুরা! সম্মান, রাজ্য, সম্পদ আপনাদের যা হাতে আসবে তা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর কারণেই আসবে,

www.dawateislami.net

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۹﴾ (১)

আজ অন্যদেরকে এই জন্য তোমাদের শাসক বানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মাঝে শাসনের উপযুক্ততা নেই, অন্যথায় এসকল সম্মান তোমাদের জন্যই ছিলো। স্মরণ রাখো! সকল জাতি অগ্রসর হয়ে উন্নতি করবে কিন্তু তোমরা সাড়ে তেরশত বছর পেছনে ফিরে তাকাও, বাদশাহ আওরঙ্গজেব, শাহজাহান ইত্যাদি, অনুরূপভাবে আরব ও অনাবরে প্রায় সকল ইসলামী বাদশাহই দাঁড়িওয়ালা ছিলো।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ এক মুসলমান আমাকে বলতে লাগলো, ইসলাম আামাদেরকে উন্নত হতে বাধা দিচ্ছে। আমি বললাম: তা কীভাবে? বলতে লাগলো: ইসলাম সুদকে হারাম করে দিয়েছে এবং যাকাতকে ফরয করে দিয়েছে, অতঃপর এই চরনটি পড়লো।

কিউ কর হো উন উসূলু মে আফলাস সে নাজাত
ইয়া সুদ তো হারাম হে অউর ফরয হে যাকাত

বর্তমানে অন্যান্য জাতি সুদের কারণে উন্নতি করছে। আমরাও যদি সুদের লেনদেন করি তবে আমরাও উন্নতি করতে পারবো। আমি বললাম: বর্তমান দুনিয়ায় যেসব বিপদ আসছে তা সুদের কারণেই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, তা হয়তো জুয়ার কারণে বা হুন্ডি লেনদেনের (সুদী ব্যবসা) কারণে। যদি মানুষ নিজের পুঁজি অনুযায়ী কাজ করে এবং পরিশ্রম,

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** তোমরাই বিজয় লাভ করবে যদি ঈমান রাখ।
(পারাঃ ৪, আলেঃ ইমরান, আয়াতঃ ১৩৯)

www.dawateislami.net

কষ্ট ও সততার সাথে ব্যবসা করে তবে তার ব্যবসা সুদৃঢ় হবে ও ইনশাআল্লাহ ধ্বংস হবে না এবং যাকাতের কারণে পুরো জাতির সম্পদের অবস্থা ভালো থাকবে, শর্ত হচ্ছে যাকাতকে সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে। যাকাত দেয়ার কারণে নিজের সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়। যেমনটি সরকারের দাবী আদায় করার কারণে সম্পদ রক্ষা হয়, যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা ধ্বংস হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। আঙ্গুর ও কুলবৃক্ষের ডাল কাটলে বেশি ফলন হয়, তেমনিভাবে যাকাত দেয়ার কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতি প্রত্যেক বস্তু হতে যাকাত গ্রহণ করে, আপনার শরীরে রোগ ব্যাধি আসে, তা হলো সুস্থতার যাকাত, নখ ও চুল কাটা হয়, তা শরীরের যাকাত, তাই উচিত হবে যে, সম্পদেরও যাকাত দেয়া। মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ তাদের বেকারত্ব, ব্যবসার প্রতি ঘৃণা এবং বেপরোয়া চলাফেরা আর তা পরীক্ষিত যে, মুসলমানদের জন্য সুদ উপকার দেয় না, শেষ পর্যন্ত ধ্বংস বয়ে আনে, অন্যান্য জাতি, সুদের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে পারে কিন্তু মুসলমান সুদ গ্রহণ করার দ্বারা উন্নতি লাভ করতে পারে না বরং যাকাত দেয়ার কারণে পারে। টয়লেটের পোকা মল খেয়ে জীবিত থাকে, কিন্তু বুলবুলির খাদ্য ফুল। মুসলমানেরা! তোমরা বুলবুলি ফুল অর্থাৎ হালাল রিযিক অর্জন করে খাও, হারামের প্রতি লোভ করো না, হালালের মাঝে বরকত রয়েছে, হারামের মাঝে বরকত নেই। দেখুন! একটি ছাগল বৎসরে একটি বা দু'টি বাচ্চা দিয়ে থাকে এবং হাজারো ছাগল প্রতিদিন জবাই করা হচ্ছে আর কুকুর বছরে ছয়, সাতটি বাচ্চা দেয় এবং কোন কুকুর জবাই করা হয় না, কিন্তু তবুও ছাগলের পাল দেখা যায় কিন্তু কুকুর! কেন আজ

www.dawateislami.net

পর্যন্ত কুকুরের পাল দেখা যায়নি? এজন্যই যে, ছাগল হালাল এবং কুকুর হারাম, তাই ছাগলে বরকত রয়েছে।

(৫) দাঁড়ি, গোঁফ, কাপড় আমার ও আমার ব্যক্তিগত জিনিস, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবো, মাওলানারা এর উপর কেনো বাধ্যবাধকতা লাগায়, ঘরের ক্ষেত যখন ইচ্ছা আর যেভাবে ইচ্ছা কাটবো ও ব্যবহার করবো।

উত্তরঃ এটা ভূল ধারণা, এগুলো আমার নিজের নয়। প্রত্যেক জিনিস **আল্লাহ পাকে**র। আমাদেরকে কিছুদিন ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে, অতঃপর সেগুলো মালিকেরই হবে। কেউ কারো থেকে চরকা চেয়ে নিলো, যেই সুতা কাটা হয়েছে তা নিজের আর এই চরকাটা হলো চরকার মালিকের। আমল হলো সুতা এবং এই শরীরটা হলো চরকা। কারখানা হতে কেউ একটি মেশিন নিলো কিন্তু সে এই মেশিন পরিপূর্ণভাবে চালাতে অক্ষম, তাই মেশিনের সাথে একটি বইও পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রতিটি পার্টস ব্যবহারের পদ্ধতি লেখা থাকে এবং কোম্পানির পক্ষ হতে কিছু লোকও মেশিন চালানো শিক্ষা দেয়ার জন্য নিয়োজিত থাকে, যাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা সেই বইটি দেখে এবং সে শিক্ষক থেকে মেশিন চালানো শিখে। যদি কেউ ভূল মেশিন চালানো শুরু করে দেয়, তবে খুবই দ্রুত মেশিন ভেঙ্গে ফেলবে এবং সম্ভবত মেশিন দ্বারা নিজেই আঘাত পাবে। তেমনি আমাদের শরীর হচ্ছে মেশিনের ন্যায়, হাত-পা ইত্যাদি এর পার্টস, এই মেশিন আমাদেরকে প্রকৃতির কারখানা হতে দেয়া হয়েছে, এর ব্যবহার শিখানোর জন্য কারখানার মালিক একটি

www.dawateislami.net

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন[১] যার নাম "কুরআন মজীদ" সেই মেশিনের কাজ শিখানোর জন্য এক উস্তাদের উস্তাদ সারা দুনিয়ার জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যার পবিত্র নাম হলো: **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। এই মহান শিক্ষক আমাদেরকে মেশিন চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবং কুরআন মজীদ ঘোষণা করলো:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[২]

হে উদাসীনরা! হে মেশিনের অধিকারী! যদি মেশিন সঠিক পদ্ধতিতে চালাতে চাও তবে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিয়মের উপর চলো ও যেভাবে শরীরের উপর প্রাণ নেতৃত্ব দেয়, প্রতিটি অঙ্গ তার ইচ্ছাতেই চলে। তেমনিভাবে সে প্রাণের উপর সেই **সুলতানে কওনাইন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশাসক বানাও যে, যাই নড়াচড়া হবে তাঁরই ইচ্ছাতে হবে, এরই নাম তাসাউফ এবং এটাই হাকীকত, মা'রিফাত ও তরিকতের মূল। হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুবই সুন্দর বলেছেন:

খোল দো সীনা মেরা ফাতিহে মক্কা আ'কর
কা'বায়ে দিল সে সনম খীচ কে করদো বাহার
আপ আ'জায়ে ক্বালিব মে মেরে জান বন কর
সালতানাত কীজিয়ে ইস জিসম মে সুলতান বন কর

---

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে "**একটি কিতাব বানানো হয়েছে**" লেখা হয়েছিলো, যা প্রিন্টের ভূল। তাই আমরা "**একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন**" করে দিয়েছি। (ইলমিয়া)

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরণই উত্তম। (পারা: ২১, সূরা: আহযাব, আয়াত: ২১)

www.dawateislami.net

ইসলামী আকৃতি ও পোশাক

ইসলামী আকৃতি হলো, মাথার চুল হয়তো সব রেখে দাও অথবা সব কেটে নাও বা সবটুকু মুন্ডিয়ে নাও, কিছু রাখা কিছু কাটা নিষেধ। যেমনটি ইংলিশ কাটিং চুল হয়ে থাকে, এভাবে কিছু চুল রাখা এবং কিছু চুল মুন্ডানো নিষেধ। যেমন; কিছু লোক মাথার মাঝখানে রাখে বা কিছু লোক মাথার সামনের অংশে রাখে অথবা কিছু মূর্খ মুসলমান কোন বুযুর্গের নামে বাচ্চার মাথার উপর অমুসলিমদের মতো ঝুটি রাখে, এসবই নিষেধ এবং যারা সবটুকু চুল রাখে সেটা হয়তো কানের লতি পর্যন্ত অথবা কাঁধ পর্যন্ত রাখবে, কেননা এটাই সুন্নাত আর বেশি লম্বা চুল রাখা ও তাতে মহিলাদের মতো ঝুটি বাঁধা নিষেধ।

গোঁফ এ পরিমাণ কাটা আবশ্যক, যাতে উপরের ঠোটের রেখা দেখা যায়, পুরোপুরি কাটাবে না অথবা পুরোপুরি মুন্ডানো নিষেধ এবং দাঁড়ি এক মুষ্টি রাখা আবশ্যক অর্থাৎ তুথনীর নিচে যে চুল রয়েছে তা নিজের মুষ্টিতে নিয়ে মুষ্টি হতে যা বেশি হবে তা কেটে দিবে অর্থাৎ এক মুষ্টি হতে কম রাখাও নিষেধ ও এক মুষ্টি হতে লম্বা রাখাও নিষেধ। এখন রইল আশপাশের দাঁড়ি অর্থাৎ চোয়ালের উপরের চুল সেগুলো যে পরিমাণ গোলাকার বৃত্তে এসে যায় সেগুলো কর্তন করবে না এবং যেগুলো বৃত্ত হতে বের হয়ে যায়, সেগুলো কেটে দেবে অর্থাৎ যখনই তুথনীর নিচের চুল এক মুষ্টি লম্বা হবে এবং তার বৃত্তে যে পরিমাণ চুল এসে যায় সেগুলোও কর্তন করা নিষেধ। নাকের লোম কাটা ও বগলের লোম উপড়ানো সুন্নাত,

www.dawateislami.net

যদি বগলের লোম মেশিন দ্বারা মুন্ডানো হয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই, নাভীর নিচের চুল মুন্ডানো সুন্নাত, কাচি দ্বারা কাটা অমঙ্গলের কারণ। হাত পায়ের নখ কাটা ও সুন্নাত, উত্তম হচ্ছে, এসকল কাজ প্রত্যেক সপ্তাহে একবার অবশ্যই করা। যদি প্রত্যেক সপ্তাহে করতে না পারে, তবে চল্লিশ দিনের বেশি দেরি করবে না। পুরুষদের হাতে পায়ে সৌন্দর্য্যের জন্য মেহেদী লাগানো নিষেধ।

ইসলামী পোশাক

ইসলামী পোশাক হলো; পুরুষের নাভী হতে হাটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয, যদি নামাযের মধ্যে খোলা থাকে তবে নামায হবে না এবং নামায ব্যতীতও যদি একাকী অবস্থায় বিনাকারণে খুলে তবুও গুনাহগার হবে। এছাড়া অন্যান্য পোশাকের মধ্যে উত্তম হচ্ছে, মাথায় পাগড়ী বাঁধা এবং পূর্ণ আস্তিনের জামা বা পোশাক পরিধান করা এবং টাখনুর উপরে লুঙ্গী বা পাজামা পরিধান করা, এই কাপড় গুলো ছাড়াও শেরওয়ানী, ওয়াসকোট যা কিছু পরিধান করবে তা যেনো কাফিরের পোশাকের মতো না হয়। পাগড়ীর নিচে টুপি থাকা উচিত, যদি টুপি না থাকে তবে মাথার উপরিভাগ ঢেকে রাখবে, যদি মাথার উপরিভাগ খোলা থাকে এবং আশেপাশে পাগড়ী ঝুলে থাকে তবে খুব খারাপ এবং যদি শুধু টুপি পরিধান করে তাহলে এরকম টুপি পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে যা কাফির এবং ফাসিকদের বিশেষ টুপি, যেমন; গান্ধী ক্যাপ, হেট, অমুললিমদের গোল টুপি, একটি বিষয় মনে রাখবেন, যে পোশাক কাফের জাতির নিদর্শন, তা ব্যবহার মুসলমানের জন্য হারাম,

www.dawateislami.net

যেমন; হেট ও অমুসলিমদের ধুতি ইত্যাদি আর যে পোশাক অমুসলিমদের ধর্মের পরিচয় বহন করে, তাদের পোশাক ব্যবহার করা কুফরি, যেমন; অমুসলিমদের ঝুটি এবং ফিতা ও অমুসলিম জাতীর ক্রুসেডার নিদর্শন ইত্যাদি অর্থাৎ যেই পোশাক দেখে মানুষ জেনে যায় যে, এটা অমুসলিমদের পোশাক, এরূপ পোশাক পরিধান করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা খুবই জরুরী।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ নিজেদের ঘরে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করুন, নিজের স্ত্রী সন্তানদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিয়মিত নামাযি বানান। সাত বছরের শিশুকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং দশ বছরের শিশুকে শাসন করে নামায পড়ান, রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন এবং ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে যান, নিজের সন্তানদেরকে উঠিয়ে দিন, কেননা তা রহমত অবতীর্ণ হওয়ার সময়, সন্তানদের শিক্ষা দিন যেনো তারা প্রত্যেক কাজ بِسْمِ الله দ্বারা শুরু করে এবং সকালে আপনার ঘর থেকে কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের আওয়াজ যেনো আসে, কেননা কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের আওয়াজ বিপদাপদ দূর করে দেয়, যখন এক ঘন্টা এই ভাল কাজে ব্যয় করবে। অতঃপর **আল্লাহ পাকে**র নাম নিয়ে দুনিয়াবী কাজে লেগে যান এবং মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্য পর্দা খুবই জরুরী বিষয় আর পর্দাহীনতা খুবই ক্ষতিকর বিষয়। হে মুসলিম জাতি! যদি তোমরা নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী সফলতা চাও, তবে মহিলাদের ইসলামী বিধান অনুযায়ী পর্দা সহকারে রাখো। আমি সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর পর্দার যুক্তি ভিত্তিক ও উদ্ধৃতিমূলক দলিলাদী এবং পর্দাহীনতার ধ্বংসাত্মক দিক বর্ণনা করছি।

কুদরত আপন সৃষ্টি জীবকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্টি করেছে এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছে, সে অনুযায়ী তার মন মেজাজ তৈরী করেছে। প্রতিটি বস্তু হতে কুদরতী কাজ নেয়া উচিত, যে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ নিবে, সে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। এর হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে:

টুপি মাথার উপর রাখার জন্য আর জুতা পায়ে পরিধানের জন্য, যে জুতা মাথায় দিবে ও টুপি পায়ে লাগাবে সে পাগল। গ্লাস পানি পান করার জন্য ও পিকদান থুথু ফেলার জন্য, যে পিকদানী করে পানি পান করে এবং গ্লাসে থুথু নিক্ষেপ করবে, সে পুরাপুরি পাগল। গরুর স্থলে ঘোড়া ও ঘোড়ার স্থলে গরু কাজ দিতে পারে না। তেমনিভাবে মানুষের দু'টো দল করা হয়েছে, একটা পুরুষের দল দ্বিতীয়টি মহিলার দল। মহিলাকে ঘরের মধ্যে থেকে জীবন পরিচালনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর পুরুষকে বাইরে ঘুরে ঘুরে

www.dawateislami.net

খাবার ও বাইরের প্রয়োজনীয় কার্যাদী সম্পাদন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই উদাহরণ প্রসিদ্ধ যে, পঞ্চাশ জন মহিলার উপার্জনে সেই বরকত নেই, যা একজন পুরুষের উপার্জনে রয়েছে এবং পঞ্চাশ জন পুরুষ দ্বারা ঘরে সৌন্দর্য্য হয় না, যা একজন মহিলার দ্বারা হয়। তাই স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর সব রকমের খরচ রাখা হয়েছে এবং স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর খরচ (ব্যয়ভার) রাখা হয়নি, কেননা মহিলা উপার্জন করার জন্য সৃষ্টি হয়নি, তাই মহিলাদেরকে সে কাজগুলো দেয়া হয়েছে যার কারণে তাদের বাধ্য হয়ে ঘরে বসে থাকতে হয় এবং পুরুষদেরকে তা হতে স্বাধীন করে রেখেছে। যেমন; শিশু জন্ম দেয়া, হায়েয ও নিফাস আসা, শিশুদেরকে দুধ পান করানো ইত্যাদি। তাই শিশুকাল থেকেই ছেলেরা দৌড়া দৌড়ি, লাফালাফি খেলা পছন্দ করে, যেমন: কাবাডি, শারীরিক ব্যায়াম, কুস্তিগীরদের বালুর বস্তায় ঘুষি মেরে কসরত করা ইত্যাদি এবং মেয়েদের প্রকৃতিগতভাবে সেই খেলা পছন্দ, যে খেলাতে দৌড়াতে হয় না বরং একটি স্থানে বসে থাকতে হয়। যেমন পুতুল খেলা, সেলাই, ছোট ছোট রুটি বানানো। আপনারা কোন ছোট মেয়েকে কাবাডি খেলতে দেখবেন না, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃতি ছেলেদেরকে বাইরের জন্য এবং মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে থাকার জন্য সৃষ্টি করেছে।

এখন যে ব্যক্তি মেয়েদেরকে বাইরে বের করে বা পুরুষদেকে ভিতরে থাকার পরামর্শ দেয়, সে এমন পাগল, যেমনটি যে টুপি পায়ে পরিধান করে ও জুতা মাথায় রাখে।

www.dawateislami.net

যখন আপনি এতটুকু বুঝে গেলেন, পুরুষ ও মহিলা একই কাজের জন্য সৃষ্টি হয়নি বরং ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই এখন যে এই দুই দলকে একই কাজ অর্পণ করতে চায়, সে প্রকৃতির সাথে প্রতিদন্দ্বিতা করে কখনো সফল হবে না। তা এভাবে বুঝে নিন যে, মহিলা ও পুরুষ হলো জীবন গাড়ীর দু'টি চাকার ন্যায়, ভেতর ও ঘরের কাজের জন্য মহিলা এবং পুরুষ বাইরের কাজের জন্য। যদি আপনি মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বাইরে বের করে দেন, তবে আপনি জীবন গাড়ীর একটা চাকা খুলে ফেললেন, তবে নিশ্চয় গাড়ী চলতে পারবে না।

এখন আমি পর্দার ব্যাপারে যুক্তি ভিত্তিক ও উদ্ধৃতি মূলক দলীলাদি উপস্থাপন করছি:

(১) সকল মুসলমান জানে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবিগণ মুসলমানদের মা, এমন যে, সমগ্র জাতির মা'রা তাঁদের কদমে কুরবান। যদি সেই বিবিগণ মুসলমানদের থেকে পর্দা না করতেন, তাহলে বাহ্যিকভাবে কোন অসুবিধা নেই। জানা আছে, সন্তানের সামনে পর্দা কিসের, কিন্তু পবিত্র বিবিগণকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআন ইরশাদ করেন:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى[১]

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে নবীদের স্ত্রীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না, যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা। (পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)

www.dawateislami.net

এতে তো ঐসকল বিবিগনের কথা ছিলো, এখন মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে:

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ (১)

দেখুন! পূতঃপবিত্র বিবিগণকে এদিকে ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে বাইরে থেকে কোন বস্তু চাওয়ার এ পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(২) **মিশকাত, বাবুন নজরি ইলাল মাখতুবাতে** রয়েছে, একদা **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দুই বিবি হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সে সময় হঠাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাকতুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি অন্ধ ছিলেন, চলে আসলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় বিবিদ্বয়কে ইরশাদ করলেন যে, اِحْتَجِبَا مِنْهُ তার কাছ থেকে পর্দা করো। তাঁরা আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি তো অন্ধ। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা তো অন্ধ নও।(২)

এর দ্বারা বুঝা গেলো, শুধু এটাই আবশ্যক নয় যে, পুরুষ মহিলাকে দেখবেনা বরং এটাও আবশ্যক যে, নামুহরিম মহিলারা নামুহরিম পুরুষের দিকে তাকাবে না। দেখুন! এখানে পুরুষ অন্ধ ছিলো কিন্তু এরপরও পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে মুসলমানগণ! যখন তোমরা নবীর স্ত্রীগণের কাছ থেকে ব্যবহার করার সামগ্রী চাও, তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও।
(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৩)

২. মিশকাতুল মাসবীহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস ৩১১৬, ১/৫৭৩।

www.dawateislami.net

(৩) এক লড়াইয়ে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, আগে আগে হযরত আন্জাশাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কিছু গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন, সৈনিকদের সাথে কিছু পর্দানশীন মহিলাও ছিলো, হযরত আনজাশাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আন্জাশাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তোমার গাওয়া বন্ধ করো, কেননা আমাদের সাথে ভঙ্গুর কাঁচ (মহিলা) রয়েছে। (মিশকাত, বাবুল বয়ানি ওয়াশ শেয়র দেখুন)[১]

এতে মহিলাদের অন্তরকে ভঙ্গুর কাঁচ বলা হয়েছে, যাদ্বারা জানা গেল, পর্দার মধ্যে থেকেও মহিলা পুরুষের এবং পুরুষ মহিলার গান শুনতে পারবেনা।

(৪) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে মহিলাদের জন্যও নির্দেশ ছিলো, ঈদের নামায ও অন্যান্য নামাযে উপস্থিত হওয়া, অনুরূপভাবে ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করা, কেননা ইসলাম একেবারে নতুন নতুন দুনিয়ায় এসেছিলো। যদি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াজ মহিলাগণ না শুনতো, তবে নিজেদের জন্য শরীয়াতের বিধান কিভাবে জানতে পারবে? কিন্তু এরপরও তাদের বের হওয়াতে অনেক বাধ্যবাধকতা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, সুগন্ধী লাগিয়ে বের হবে না, পথে অপরিচিত পুরুষের সাথে কথা বলবে না, ফজরের নামায এমন অন্ধকারে পড়া হতো যে, মহিলারা পড়ে বের হয়ে যাবে এবং কেউ চিনতে পারতো

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদব, ২/১৮৮, হাদীস ৪৮০৬।
সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩২৩।

www.dawateislami.net

না, মহিলারা পুরুষদের একেবারে পেছনে দাঁড়াতো কিন্তু হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর খেলাফতের যুগে তাঁদেরকে মসজিদে আসা এবং ঈদগাহে গমন করতেও বিরত রাখলেন। মহিলারা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে অভিযোগ করলো: আমাদেরকে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নেক কাজে নিষেধ করে দিলেন। হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: যদি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও বর্তমান পরিস্থিতি দেখতেন, তবে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।

(দেখুন শামী ইত্যাদি)[১]

উক্ত হাদীসে মনোযোগ দিন যে, সেই যুগ ছিলো অত্যন্ত কল্যাণ ও বরকতের যুগ আর বর্তমান যুগ হলো অবাধ্যতা ও ফ্যাসাদের যুগ। তখন সাধারণ মানুষও পরহেযগার ছিলো আর এখন লোকেরা একেবারে স্বাধীন, অসৎ ও গুনাহগার। তখন সাধারণ মহিলারাও পবিত্র, লজ্জাবতী ও সতী ছিলো, এখন সাধারণ মহিলারা নির্লজ্জ, স্বাধীন ও বেহায়া, যদি সেই যুগে মহিলাদেরকে পর্দা করানো হয় তবে কি বর্তমান যুগ তখনকার চেয়ে উত্তম? আমি সংক্ষিপ্তভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছি।

(৫) এখন ফিকাহ শাস্ত্রও পর্যবেক্ষণ করুন। ফোকাহায়ে কিরাম বলেন: মহিলার মাথা থেকে নির্গত চুল ও পায়ের কর্তিত নখও পর পুরুষ দেখবে না। (শামী, বাবুস সিয়র দেখুন)[২]

১. রদ্দুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬২। সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/৩০০, হাদীস ৮৬৯।
২. দুররুল মুখতার, কিতাবু হাজর ওয়াল ইবাহাতি, ৯/৬১৩, ৬১৪।

www.dawateislami.net

মহিলার উপর জুমার নামায ফরয নয়। ঈদ, কুরবানীর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, কেন? এই জন্য যে, এ নামাযগুলো জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করা হয় এবং মহিলাদের শরয়ী অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। মহিলাদের হজ্বের জন্য সফর করা ততক্ষণ পর্যন্ত ফরয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে নিজের মুহরিম থাকবে না অর্থাৎ পিতা, ছেলে বা স্বামী ইত্যাদি, মহিলার মুখ পরপুরুষ দেখবে না। (শামী, বাবুস সতর দেখুন)[১]

হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অসিয়ত করেছিলেন যে, "আমাকে রাতে দাফন করবে।" কেন? এই জন্য যে, যদি দিনের বেলা দাফন করা হয়, তবে কমপক্ষে দাফনকারীদের আমার শরীরের ধারণা হয়ে যাবে, এটাও আমি চাইনা। মোটকথা হলো, পর্দার কারণে শরীয়াত অনেক বিধান মহিলাদের থেকে উঠিয়ে নিয়েছে।

ভাবুন তো, যেখানে মহিলাদের মসজিদের যাওয়ার অনুমতি নেই, কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি নেই, ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়ার অনুমতি নেই, তো বাজার, কলেজ ও বিনোদন স্পটে ভ্রমনে জন্য যাওয়ার অনুমতি কিভাবে থাকবে? বাজার, কলেজ ও বিনোদন কেন্দ্র কি মসজিদ ও মক্কা শরীফ থেকে উত্তম?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যে সকল হাদীসে মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে এসেছে, সেগুলো হয়তো পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বের বা কোন প্রয়োজনের কারণে পর্দার সহিত ছিলো। ঐসকল

১. দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হজ্ব, ৩/৫৩১।

www.dawateislami.net

হাদীসগুলোকে চিন্তা ভাবনা না করে ও না বুঝে পর্দাহীনতার যুক্তি বানানো নিছক বোকামি। অনুরূপভাবে সেই যুগে মহিলাদের বিভিন্ন লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা এজন্যই ছিলো যে, তখন পুরুষের সংখ্যা কম ছিলো, বর্তমানেও যদি কোথাও মুসলমান পুরুষ কম হয় এবং অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি হয় আর লড়াই করা ফরযে আইন হয়, তবে মহিলারা লড়াইয়ে অবশ্যই যাবে, সেই লড়াইগুলোকে এখনকার নির্লজ্জপনার জন্য যুক্তি বানিও না। এখন লড়াইয়ের বাহানায় মহিলাদেরকে পুরুষের সামনে উলঙ্গ প্রদর্শন করানো হয়, অনেক সময় মুজাহিদিনগণ প্রয়োজনে ঘোড়ার প্রশ্রাব পান করেছে, গাছের পাতা খেয়েছে, তাই এখন কি বিনা প্রয়োজনে সে কাজ করা যাবে? **আল্লাহ পাক** এমন সময় না আনুক, যখন লড়াইয়ে মহিলাদের প্রয়োজন পড়ে। এতটুকু পর্যন্ত তো উদ্ধৃতি মূলক দলিল দ্বারা আমি পর্দার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলাম। এবার যুক্তি ভিত্তিক দলিলও শুনুন:

১. মহিলারা হলো ঘরের সম্পদ আর সম্পদ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেককে দেখানো বিপদজনক, কেননা কেউ চুরি করবে, অনুরূপভাবে মহিলাকে লুকিয়ে রাখা এবং পরপুরুষকে না দেখানো আবশ্যক।

২. মহিলারা ঘরে এমন, যেনো বাগানের ফুল আর ফুল বাগানেই সতেজ থাকে, যদি ছিঁড়ে বাইরে নেয়া হয় তবে ক্ষয় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মহিলার বাগান হলো তার ঘর এবং তার সন্তানরা তাকে অকারণে বের করবে না, অন্যথায় ক্ষয় হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

৩. মহিলার অন্তর অত্যন্ত নরম, খুবই দ্রুত সবকিছুর প্রভাব গ্রহন করে নেয়, তাই তাকে ভঙ্গুর কাঁচ বলা হয়েছে। আমাদের এখানেও মহিলাকে নরম প্রকৃতির বলা হয় এবং নরম বস্তুকে পাথর হতে দূরে রাখা হয়, যাতে ভেঙ্গে না যায়, পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের জন্য শক্ত পাথর, তাই তাদেরকে পরপুরুষ থেকে রক্ষা করো।

৪. মহিলারা তাদের স্বামী ও পিতা, দাদা বরং পুরো গোষ্ঠীর সম্মান ও সম্ভ্রম এবং তাদের উদাহরণ হলো সাদা কাপড়ের ন্যায়, সাদা কাপড়ে সামান্য দাগ দূর হতে ফুটে উঠে এবং পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের জন্য একটি কুৎসিত দাগ স্বরূপ, তাই তাদেরকে সেই দাগ থেকে দূরে রাখো।

৫. মহিলাদের সবচেয়ে বড় প্রশংসা হলো, তাদের দৃষ্টি নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি না হওয়া। তাই কোরআনে করীম হুরদের প্রশংসায় ইরশাদ হচ্ছে: قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ[১]

যদি তাদের দৃষ্টিতে কয়েকজন মানুষ এসে যায়, তবে বুঝে নাও যে, মহিলা তার নৈপূন্য হারিয়ে ফেললো, এখন তার ঘরে মন বসবে না, যার ফলে এই ঘর অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আপত্তিঃ কিছু লোক পর্দার মাসআলায় দু'টি আপত্তি করে: **একটি** হলো, মহিলাদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখা, তাদের প্রতি

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সে মহিলারা স্বামী ব্যতীত কারো প্রতি চোখ উঠিয়ে দেখে না। (পারাঃ ২৭, আরঃ রাহমান, আয়াতঃ ৫৬)

www.dawateislami.net

অত্যাচার, যখন আমরা বাইরের বাতাস খাই, তখন তাদেরকে সেই নেয়ামত থেকে কেন বঞ্চিত রাখবে? **দ্বিতীয়টি** হলো, মহিলাদের পর্দার মধ্যে রাখার কারণে তাদের ক্ষয়জ্বর হয়ে যায়, তাই তাদের বাইরে বের করা জরুরী।

উত্তরঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, ঘর মহিলাদের জন্য জেলখানা নয় বরং তাদের জন্য বাগান, ঘরের কাজকর্ম ও নিজ সন্তান-সন্ততিকে দেখাশুনা করে তারা এমন খুশি থাকে, যেমন; বাগানে বুলবুলি (পাখি খুশি থাকে)। ঘরে রাখা তাদের প্রতি অত্যাচার নয় বরং সম্মান ও গুনাহ থেকে নিরাপত্তা। তাদেরকে কুদরত এরই জন্যই সৃষ্টি করেছেন, ছাগল এই জন্য যে, রাতে ঘরে থাকবে আর সিংহ, চিতা ও পাহারাদার কুকুর এই জন্য যে, তারা স্বাধীনভাবে বাইরে ঘুরাফেরা করবে। যদি ছাগলকে মুক্ত করে দেয়া হয় তবে তার প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তাকে শিকারী প্রাণীরা আক্রমণ করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কি দিবো, স্বয়ং নিজের অভিজ্ঞতায় বলছিঃ পর্দা মহিলাদের জন্য ক্ষয়জ্বরের কারণ নয়, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ মহিলারা ঘরের দরজা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন না, তাঁরা জানতেনও না যে, ক্ষয়জ্বর কি আর এখন বেপর্দার প্রথম নম্বরে রয়েছে দু'টি প্রদেশ, একটি কাঠিয়া ওয়ার্ড, অপরটি পাঞ্জাব। কিন্তু **আল্লাহ পাকে**র শান হলো যে, ঐ দু'টি প্রদেশে ক্ষয়জ্বর বেশি। ইউ.পি'তে সাধারণত সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী কন্যারা পর্দানশীল, **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষয়জ্বর একবারেই কম, যদি

www.dawateislami.net

বলা হয় মোটেও নেই তবুও বেমানান হবে না। জনাব! যদি পর্দার কারণে ক্ষয়জ্বর সৃষ্টি হয় তবে পুরুষদের ক্ষয়জ্বর কেন হয়?

বন্ধুরা! ক্ষয়জ্বরের কারণ অন্য কিছু, মনে রাখবেন! সুস্থ থাকার দু'টি বড় মূলনীতি রয়েছে, তা মেনে চলো। اِنْ شَآءَ الله সুস্থ থাকবে। প্রথমটি হলো, ক্ষুধার্ত হয়ে আহার করো এবং পেটভরে আহার করো না বরং ক্ষুধা থেকে কম খাও আর দ্বিতীয়টি হলো, ক্লান্ত হয়ে ঘুমাও, আগেকার মেয়েরা চা চিনতো না, ঘরে কষ্ট পরিশ্রমের কাজ করতো, আটা পেষা, ফসল (শস্য) পরিষ্কার করা, খুব ঘাম বের হতো, ক্ষুধা ভালভাবে লাগতো এবং রাতে খাটে বেহুঁশের মতো ঘুম আসতো, তাই সুস্থ থাকতো। এখন আমরা দেখি যে, পর্দানশীল মেয়েরা সুস্থ এবং খুশি থাকে, তাদের চেহারা সতেজ থাকে কিন্তু বেপরোয়া বেপর্দা মহিলাদের এমন দেখায় যে, যেনো সেই ফুল নুইয়ে পড়েছে। বন্ধুরা! এসব কিছু বাহানা মাত্র, আবশ্যক যে, ঘরে খোলামেলা, বাতাস প্রবাহিত হওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, নিজের বাড়ির বারান্দা বড় ও খোলামেলা বাতাস প্রবাহিত রাখো এবং মহিলারা শিশুদের দেখাশোনা করো আর অন্যান্য শুকনো জিনিস হতে দূরে থাকো এবং দুধ, ঘি ইত্যাদি ব্যবহার করো, মহিলাদেরকে আরাম অন্বেষণকারী বানিওনা।

ইসলামী পর্দা ও জীবন যাপনের পদ্ধতি

মহিলার শরীর মাথা হতে পা পর্যন্ত সতর, যা ঢেকে রাখা আবশ্যক। শুধুমাত্র মুখমন্ডল এবং হাত ও পায়ের টাখনুর নিচ ব্যতীত, এসব ঢেকে রাখা নামাযের মধ্যে ফরয নয়, অবশিষ্ট অঙ্গ

www.dawateislami.net

যদি খোলা থাকে তবে নামায হবে না। তাই তাদের পোশাক এমন হওয়া উচিৎ, যা মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখে এবং এমন পাতলা কাপড় পরিধান করবে না, যার কারণে মাথার চুল বা পায়ের গোছা অথবা পেট উপর থেকে খোলা মনে হয়। ঘরে একাকী বা স্বামী অথবা মা-বাবার সামনে উড়না খুলতে পারবে। কিন্তু যদি জামাতা বা অন্য কোন নিকট-আত্মীয় থাকে তবে মাথা নিয়ামানুযায়ী ঢেকে রাখা আবশ্যক এবং স্বামী ছাড়া যেই ঘরে আসবে, সে আওয়াজ দিয়ে অবহিত করে আসবে। পরনারীর দিকে কয়েকটি অবস্থা ব্যতীত তাকানো নিষেধঃ (১) ডাক্তার, মহিলা রোগীর রোগের স্থান। (২) যে মহিলাকে বিবাহ করবে, তাকে গোপনে দেখতে পারবে। (৩) স্বাক্ষী, যে মহিলার ব্যাপারে স্বাক্ষী দিতে চায়। (৪) বিচারক, যে মহিলার ব্যাপারে রায় প্রদান করতে চায়, সেও প্রয়োজনে তাকাতে পারবে, বেপর্দা মহিলাদের থেকেও ভদ্র মহিলারা পর্দা করবে। (দুররুল মুখতার)[১]

কিছু কারণ ব্যতীত মহিলাদের নিজ ঘর থেকে বের হওয়াও নিষেধ

(১) **"কাবিলাহ"** অর্থাৎ ধাত্রী পেশার মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারবে। (২) **"শাহিদাহ"** তথা স্বাক্ষী দেয়ার জন্য মহিলা কাজীর (বিচারকের) দরবারে যেতে পারবে। (৩) **"গাসিলাহ"** তথা যে মহিলা মৃত মহিলাদের গোসল দেয়, সেও প্রয়োজনে বের হতে

১. দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৯৫-১০০। সার সংক্ষেপ ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজর ওয়াল ইবাহাত, ৯/৬১৩।

www.dawateislami.net

পারবে। (৪) **"কাসিবাহ"** তথা যে মহিলার কোন উপার্জনকারী নেই, সে উপার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে। (৫) **"যায়িরাহ"** তথা পিতামাতা ও বিশেষ নিকটাত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য ঘর থেকে বের হতে পারবে ইত্যাদি। যদি এর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে চান তবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "مُرُوْجُ النَّجَا لِخُرُوْجِ النِّسَاء" অধ্যায়ন করুন। আমি যা বললাম, এই কারণে মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারবে, এর অর্থ হলো, পর্দা সহকারে বের হবে, এমনভাবে বের হবে না, যেমন বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে যে, হয়তো বোরকা ছাড়া বাইরে ঘুরাফেরা করে বা যদি বোরকা থাকে তবে মুখমন্ডল খোলা থাকে এবং বোরকাও অত্যন্ত সুন্দর ও কারুকার্যপূর্ণ যে, পরপুরুষের দৃষ্টি তার উপর অবশ্যই পড়বে, তা জায়িয নয়। এসব বিধান ছিলো ঘর থেকে বের হওয়ার, এখন রইলো সফর করা, এসর্ম্পকে অবশ্যই স্মরণ রাখবেন! মহিলার একাকী বা কোন পরপুরুষের সাথে সফর করা হারাম, আবশ্যক হলো তার সাথে কোন মুহরিম থাকা। বর্তমান যে প্রচলন হয়ে গেলো যে, ঘরে চিঠি লিখলো যে, আমি আমার স্ত্রীকে অমুখ গাড়ীতে তুলে দিয়েছি তুমি ষ্টেশন এসে নামিয়ে নাও, এটা নাজায়িয ও বিপদজনকও। দেবর ও দুলাভাই ইত্যাদি থেকে বড় বড় ঘরেও পর্দা করা হয় না বরং কিছু মহিলারা বলে থাকে যে, তাদের কাছ থেকে পর্দা করার প্রয়োজন নেই, এটা মারাত্মক ভূল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ" অর্থাৎ দেবর তো আরো বেশি মৃত্যু সমতুল্য।[১]

১. সহিহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস ৫২৩২, ৩/৪৭২।

www.dawateislami.net

কোন কোন জায়গায় তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত করা হয়, মনে রাখবে! যেসকল মহিলাকে যেকোন সময় বিবাহ করতে পারবে তাদের জন্য পর্দা আবশ্যক, কেননা সে হলো পরপুরুষ এবং যাদের সাথে কখনোই বিবাহ বৈধ নয়, যেমন; জামাতা, দুগ্ধপোষ্য সন্তান, পিতা, ভাই, শশুর ইত্যাদি। তাদের সাথে পর্দা আবশ্যক নয়, যদি তাদের সামনে নিয়ম অনুযায়ী পর্দা করা সম্ভব নাও হয় তবে কমপক্ষে ঘোমটা দিয়ে থাকা ও তাদের সামনে লজ্জা সহকারে থাকা আবশ্যক, এমন পাতলা পোশাক পরবে না, যাতে উলঙ্গ মনে হয় এবং এমন পোশাক পরিধান করোনা, যা পায়ের গোড়ালীর সাথে একেবারে লেগে যায় এবং যা দ্বারা শরীরের আকৃতি অনুমান করা যায়। তবে হ্যাঁ, যদি সেই ঘরে স্বামী ব্যতীত কোন পরপুরুষ না আসে, তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এমন ঘর আজকাল পাওয়া খুবই কঠিন। ডক্টর ইকবাল খুবই সুন্দর বলেছেন:

চু যহরা বাশ আয মাখলূক রোপোশ
কেহ দর আ'গোশ শাব্বীরে বে বীনি

অর্থাৎ হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মত **আল্লাহ**ওয়ালী পর্দানশীল হও, যাতে তোমার কোলে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মতো সন্তান দেখো।

মেয়েদের শিক্ষা

নিজের মেয়েকে ঐসকল বিদ্যা ও কৌশল অবশ্যই শিক্ষা দাও, যা তার যুবতী হওয়ার পর কাজে আসবে। অতএব সর্বপ্রথম মেয়েকে পাক-নাপাক, হায়েয ও নেফাসের শরয়ী মাসআলা, রোযা,

www.dawateislami.net

নামায, যাকাত ইত্যাদির মাসআলা পড়াও অর্থাৎ কুরআন শরীফ ও দ্বীনি পুস্তিকাদী পড়াও। অতঃপর এমন কিছু চরিত্র গঠনের কিতাব যাতে স্বামীর অধিকারসমূহ পালন করার, সন্তান লালন পালন, শাশুড়ী ননদের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা রাখার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাও অবশ্যই পড়াও। উত্তম হচ্ছে, তাদেরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনীও অধ্যায়ন করাও, যাদ্বারা দুনিয়ায় সে বসবাস করার পদ্ধতি জানতে পারবে। এরপর সব ধরণের খাবার রান্না করা, প্রয়োজনীয় সেলাই এবং অন্যান্য মেয়েলী হাতের কাজ ও সূঁচবিদ্যা অবশ্যই শিখাও, কেননা সূঁচ এমন এক জিনিস যা মৃত্যুর পরও প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সেলাইকৃত কাফন পড়ে কবরে যায়, সূঁচ মহিলাদের বিশেষ কাজ, কেননা যদি **আল্লাহ** না করুক কখনো মহিলার উপর কোন বিপদ এসে যায় বা বিধবা হয়ে যায় এবং কোন বাধ্যবাধকতার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ করতে না পারে তবে ঘরে সম্মানের সহিত বসে নিজ হাতের কাজ করে পেট চালাতে পারবে। আজকাল খাবার রান্না করা ও সেলাইয়ের অনেক বই ছাপানো হয়েছে।

অতএব খাবার রান্না করার পদ্ধতি শিখার জন্য অবশ্যই পড়তে দিন, তাদেরকে দিয়ে সব ধরনের খাবার রান্না করান! হে বন্ধুরা! তিনটি বিষয় থেকে নিজের মেয়েকে এবং স্ত্রীকে কঠোরভাবে বিরত রাখুন। **এক** উপন্যাস, **দুই** কলেজ ও স্কুল শিক্ষা, **তিন** থিয়েটার ও সিনেমা। এই তিনটি বিষয় মহিলাদের জন্য হত্যাকারী বিষ স্বরূপ। বর্তমানে মহিলাদের মাঝে যে পরিমাণ সৌখিনতা,

www.dawateislami.net

স্বাধীনতা ও নির্লজ্জতা বিরাজ করছে, তা এই তিনটির কারণেই। আমি দেখেছি যে, মহিলাদের জন্য প্রথমে মহিলা স্কুল খোলা হলো এবং এতে পর্দা বিশিষ্ট গাড়ী মেয়েদের যাতায়াতের জন্য রাখা হলো, যদিও তাতে নামেমাত্র পর্দা ছিলো কিন্তু যাই হোক কিছুটা আড়াল ও লজ্জা ছিলো, অতঃপর সে গাড়ীগুলো বন্ধ হয়ে গেলো এবং শুধুমাত্র একজন মহিলা যাকে মামা বলা হতো, তাকে নিয়ে আনা নেয়ার জন্য রয়ে গেলো। অতঃপর তাও বন্ধ হয়ে গেলো, শুধু এটাই রইলো যে, যুবতী মেয়েরা বোরকা পরে আসতো। অতঃপর তাও শেষ হয়ে গেলো এবং স্বাধীনভাবে আসা যাওয়া করতে লাগলো। অতঃপর অন্ধ জ্ঞানীর ছেলে মেয়েদেরকে একই স্থানে শিক্ষা দেয়া শুরু করে দেয়া হলো এবং শারদা আইন জারী করে দেয়া হলো যার অর্থ হলো, আটারো বছরের পূর্বে কেউ বিবাহ করতে পারবে না, অতঃপর ছেলে মেয়েদেরকে সিনেমার প্রেম কাহিনী দেখালো, কাল্পনিক উপন্যাসের কোন বাধ্যবাধকতা রইলো না, যার অর্থ এটাই স্পষ্ট হলো যে, তাদের চাহিদাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং বিবাহ বন্ধ করে জ্বলন্ত চাহিদা পূরণ করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, হারাম কাজ বৃদ্ধি হয়ে যাক, কেননা কুপ্রবৃত্তি যখন হালাল রাস্তা পাবেনা তখন হারামের দিকেই ব্যয় হবে এবং এমনই হচ্ছে, বর্তমানে অবস্থা এমন যে, যখন স্কুল, কলেজের মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যা ঝলমলে পোশাক পরিধান করে রাস্তায় পরস্পর হাসিঠাট্টা করে থাকে, উচ্চস্বরে কথা বলে, সুগন্ধি লাগায়, উড়না মাথা থেকে ফেলে দিয়ে বের হয়, তখন মনে হয় যে, পাক ভারত উপমহাদেশে যেনো প্যারিস এসে গেছে

www.dawateislami.net

এবং ব্যথাতুর মনের লোকেরা রক্ত অশ্রু প্রবাহিত করে থাকে। আকবর ইলাহাবাদী খুবই সুন্দর বলেছেন:

বে পর্দা মুঝকো আ'য়ে নযর চন্দ বিবিয়াঁ
আকবর যমীঁ মে গায়রতে কওমী সে গড় গায়া!
পুছা জওয়ান সে আপকা পরদা কিধার গেয়া
কেহনে লাগি কেহ আক্বল পে মরদো কি পড় গেয়া

চেষ্টা করো, তোমাদের মেয়েরা যেনো লজ্জা ও আদব সম্পন্ন হয়, যাতে তাদের সন্তানদের মাঝে এই গুণাবলী পাওয়া যায়। ডক্টর ইকবাল খুবই সুন্দর বলেছেন:

বে আদব মা বা আদব আউলাদ জন সাকতি নেহী
মা'দিনে যর মা'দিনে ফওলাদ বন সাকতি নেহী

মনে রাখবেন! এই যুগে সেই স্কুল ও কলেজগুলো জাতির মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছে। বর্তমান পদ্ধতি এমন যে, যদি কোন জাতির চিত্র পরিবর্তন করতে হয়, তবে সে জাতির সন্তানদেরকে কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত করো। খুব দ্রুত সেই ধরনের অবস্থা বদলে যাবে। আকবর খুবই সুন্দর বলেছেন:

ইউ কতল সে বাচ্ছো কে ওয় বদনাম ন হুতা
আফসোস কেহ ফেরাউন কো কলেজ কি না সুঝী

আর বন্ধুরা! কতিপয় স্কুল ও কলেজের নামে ইসলামী নামও লাগানো হয় অর্থাৎ সেগুলোর নাম হয় ইসলামীয়া স্কুল, ইসলামীয়া কলেজ, এই নাম দ্বারা ধোঁকা খেয়োনা। ইসলামীয়া স্কুল, ইসলামিয়া কলেজ নাম রাখে শুধুমাত্র মুসলিম জাতি থেকে ইসলামের নামে

www.dawateislami.net

চাঁদা আদায় করার জন্য। অন্যথায় কাজ সকল কলেজের প্রায় একই, অভিশাপ তো দেখুন যে, নাম হলো ইসলামীয়া স্কুল এবং ছুটি হয় রবিবার, ইসলামে তো বড় দিন হলো জুমার দিন, সকল কাজকর্ম ইরেজিতে, সেখানকার শিক্ষাথীদের চরিত্র ও অভ্যাস ইংরেজদের, অতএব তা ইসলামীয়া স্কুল কিভাবে হলো? কিছু স্কুলের নাম ইসলামীয়ার পরিবর্তে মোহামেডান স্কুল বা মোহামেডান কলেজ রাখা হয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমরা মুসলমানের নাম রেখেছেন "মুসলিমীন" কুরআন ইরশাদ করছে: هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ[১] অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন।

কিন্তু অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আমাদের নাম মোহামডান রাখা হয়েছে, আমাদের সেই নামই পছন্দ হলো যা অমুসলিমরা আমাদেরকে দিয়েছে। মোটকথা হলো, সেরূপ স্কুলগুলো থেকে নিজের মেয়েদেরকে বাঁচাও এবং নিজের ছেলেদেরকে সেখানে প্রয়োজনে শিক্ষা দাও কিন্তু তাদের দ্বীন ও মতবাদ থেকে সামলে রাখো, অনুরূপভাবে মেয়েদেরকে ঘরে যে মাষ্টার দ্বারা পড়ানো হয় বা অমুসলিম মহিলা বা অন্যান্য মহিলা দ্বারা শিক্ষা দেয়া হয়, তাও খুবই ভূল, অনেক স্থানে দেখা গেছে যে, মেয়ে মাষ্টারের সাথে পালিয়ে গেছে এবং সেই লম্পট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা হাজারো ফিতনা ছড়ায়। আমার এটা বুঝে আসেনা যে, মেয়েদের এত উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাদেরকে সেই বিষয়গুলো পড়াও, যেগুলো তাদের কাজে আসবে, তাদের সব খরচাদী স্বামীর দায়িত্বে, অতঃপর

---

১. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ পাক** তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। (পারা: ১৭, সূরা: হাজ্ব, আয়াত: ৭৮)

www.dawateislami.net

তাদের এত শিক্ষা দ্বারা কি উপকার? মোটকথা হলো, নিজের সন্তানদের দ্বীনদার ও বিদ্বান বানাও, এতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। মেয়েদের শুধুমাত্র খাতুনে জান্নাত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আদর্শের উপর চালাও, তাঁর পবিত্র জীবন চিত্র হলো তা, যা ডক্টর ইকবাল এভাবে বর্ণনা করেন:

আঁ আদব পরওয়ারধায়ে শরম ও হায়া
আসিয়া গরদান ও লব কুরআন সরা
আ'তশীন ও নুরিয়া ফরমাঁ বরশ
গম রযায়িশ দর রেযা শোহারিশ

হাতে জাতা ও মুখে কুরআন উভয় জগত তাঁর অনুগত আর তিনি স্বামীর অনুগত।

অপন্দনীয় রীতিনীতি

প্রত্যেককে একদিন মরতে হবে এবং পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে আর কে জানে যে, কার মৃত্যু কোন স্থানে এবং কোন সময় আসবে। তাই প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যক, মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন দাফনের মাসআলা শিখে নেয়া, কেননা যদি কোন স্থানে প্রয়োজন হয় তবে কাজ যেনো থেমে না থাকে। আমরা আজ এমন ধারণা করে রাখলাম যে, মৃতের গোসল ও কাফন শুধু হুজুরদের কাজ। এই কাজ আমাদের জন্য অসম্মানের কিন্তু যদি কারো বাবা বা কোন নিকটাত্মীয় মারা যায় এবং সে নিজ হাতে তাকে কবর পর্যন্ত পৌছানোর উপলক্ষ্য তৈরী করে দেয়, তবে এতে অসম্মানের কি? বাবা মারা যাওয়ার পর তাকে স্পর্শ করাও কি অসম্মানের?

www.dawateislami.net

এক মুসলিম সাহেব বাহাদুরের পিতার ইন্তেকাল নয়াদিল্লীতে হলো, সে ব্যক্তি পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিলো। সেখানে কোন গোসল প্রদানকারী লোক পাওয়া যায়নি, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পিতার লাশ গোসল ছাড়া পড়ে রইলো। বাদাইউন জেলার এক জায়গায় এক ব্যক্তির পিতার ফাতিহা ছিলো, যেহেতু সেই সমাগম, সাহেব বাহাদুরের ছিলো, কেউ কুরআন শরীফ পড়তে পারতো না, এখন তো খুবই বিপদে পড়ে গেলো অবশেষে ফোনোগ্রাফে সুরা ইয়াছিনের রেকর্ড বাজিয়ে সেই রেকর্ডের সাওয়াব মৃত বাবার রূহে পৌঁছানো হলো।

এই দু'টি বিষয়, যাতে মুসলমানদের অবস্থার জন্য শোকাহত হতে হয়, অতএব সর্বপ্রথম এটাই আবশ্যক যে, মৃত্যু ও উত্তরাধীকারের প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ মুসলমানরা যেনো শিখে নেয় এবং সে সকল মাসআলার জন্য **"বাহারে শরীয়াত"** অধ্যয়ন করতে থাকুন।

আমি এখানে ঐসকল রীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা মুসলমানের জন্য নাজায়িয বা অপচয়, এই রীতিগুলো দু'ধরনের, **এক** মৃত্যুর সময় এবং **দুই** মৃত্যুর পর।

মৃত্যুর সময়কার রীতিনীতি

সাধারণত এটা প্রচলিত যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যে লোকেরা উপস্থিত থাকে তারা সেখানে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে থাকে, যখন ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন কান্নাকাটি বিলাপের অবস্থায় অধৈর্য্য ও কোন কোন সময় কুফরী শব্দ মুখ দিয়ে বের করে দেয়

www.dawateislami.net

যে, হায়! **আল্লাহ** অসময়ে মৃত্যু দিয়ে দিলো, মালাকুল মওত অত্যাচার করলো, আমার ঘরটাই কি মৃত্যুর জন্য রয়ে গেলো ইত্যাদি। মৃত্যুর পর যে আপনজন ও আত্মীয়রা বিদেশে থাকে তাদেরকে ফোনের মাধ্যমে সংবাদ দেয়া হয়, অতঃপর তাদের আসার জন্য অপেক্ষা করে, পাঞ্জাবে এই রোগটি বেশি, আমি কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি যে, দুদিন পর্যন্ত লাশ রেখে দেয়া হয়েছে। যখন আপনজন ও আত্মীয়রা আসলো, তখন দাফন করা হয়। অতঃপর যে গোত্রে বা যে মহল্লায় মানুষ মারা গেলো, সেখানে গোত্রের সকলে ও মহল্লার সকলে খাবার তৈরি করে না, এদিকে একদিন লাশ পড়ে রইলো, অপরদিকে জীবিতরা ক্ষুধায় প্রায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এবার যখন দাফন হয়ে গেলো, তখন কোন নিকট আত্মীয় তাদের সকলের জন্য খাবার তৈরি করে এবং খাবার তৈরিতে এটা আবশ্যক যে, সকলের জন্য খাবার তৈরী করবে। যাদের ঘরে এখনও পর্যন্ত দাফনের অপেক্ষায় খাবার রান্না করা হয়নি অর্থাৎ সকল ভাই বা সকল মহল্লার লোকদের জন্য।

ইউ.পি'তে কিছু কিছু স্থানে দেখা গেছে যে, মৃত্যুর খাবার মহল্লার লোকদের নিকট রাতে উঠে উঠে পৌঁছায়, যদি কারো ঘরে না পৌঁছে, তবে তা খুবই আপত্তিকর, যেমনটি বিয়ের খাবারে আপত্তি হয়।

পাঞ্জাবে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, মৃতের সাথে এক পাতিল ভাত রান্নাকরে কবরস্থানে পাঠানো হয়, যা দাফনের পর সেখানে বিদ্যমান ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করা হয় এবং ইউ.পিতে কাঁচা শস্য ও পয়সা নিয়ে যায়, যা কবরস্থানে বন্টন করা হয়।

www.dawateislami.net

এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক

মানুষের জন্য অন্তিম মুহূর্ত খুব কঠিন সময়, কেননা পুরো জীবনের উপার্জনের নির্যাস সে সময়েই হয়। তখন নিকটাত্মীয়দের সেখানে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা খুবই মারাত্মক ভূল, কেননা তাতে মৃত্যুপথযাত্রীর মনোযোগ বিগ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, শুধুমাত্র চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া অথবা সামান্য আওয়াজ মুখ দিয়ে বের হওয়া এবং কিছু ধৈর্যধারনের শব্দও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শরীরে আঘাত করা, মুখে থাপ্পর মারা, চুল চেড়া, কাপড় চেড়া, অধৈর্য্যের বাক্য মুখ থেকে বের করা হলো বিলাপ আর বিলাপ করা হারাম, বিলাপকারী বড় মারাত্মক গুনাহগার, এটাও জেনে নাও যে, বিলাপ করা, নখে আচঁড়ানো ও শরীরে আঘাত করাতে মৃত ব্যক্তি ফিরে আসবে না, বরং ধৈর্য ধারনের যে সাওয়াব পাওয়া যেতো তাও হাত ছাড়া হবে। দু'টি সময় পরীক্ষার হয়ে থাকে: **এক** আনন্দের **দুই** কষ্টের, যে ব্যক্তি এই দু'সময়ে স্থির থাকবে, সেই সত্যিকার পুরুষ। বিপদের সময় এটা স্মরণ রাখো, যে **আল্লাহ** সারা জীবন আরামে রাখলেন, যদি তিনি কোন সময় কোন দুঃখ কষ্ট বা বিপদ পাঠায়, তবে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কোন নিকটাত্মীয় আসার অপেক্ষায় মৃতের দাফনে দেরি করা কঠোরভাবে নিষেধ এবং এতে বিভিন্ন ধরনের বিপদ রয়েছে। যদি বেশি দেরি পর্যন্ত রাখার কারণে মৃতের শরীর পরিবর্তন হতে থাকে বা কোন রকমের দুর্গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি হয় বা কোন ধরনের ক্ষতি ইত্যাদি সাধিত হয় তবে এতে মুসলমান মৃতের অসম্মান হবে, মৃতের আত্মীয়রা এসে মৃতকে জীবিত করবে না এবং মুখ দেখেও

www.dawateislami.net

কি করবে! তাই দাফনে তাড়াতাড়ি করা আবশ্যক। কিছু বিষয়ে কোন কারণ ব্যতীত দেরি করা নিষেধ। কন্যার বিবাহ, ঋণ আদায় করা, নামায পড়া, তাওবা করা, মৃতকে দাফন করা, ভাল কাজ করা। কেউ মারা গেলে মহল্লায় খাবার রান্না করা বা খাবার খাওয়ানো নিষেধ নয়, হ্যাঁ যেহেতু মৃতের নিকটাত্মীয়রা দাফনের কাজে লিপ্ত থাকে এবং দুঃখ ও কষ্টের কারণে খাবার রান্না করে না, তাদের জন্য খাবার তৈরি করা এমনকি তাদের নিজের সাথে খাওয়ানো সুন্নাত। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, খাবার শুধু তাদের জন্য রান্না করা হবে এবং তারাই খাবে, যারা প্রবল দুঃখ ও কষ্টের কারণে ঘরে রান্না করতে পারেনি। মহল্লাবাসী ও প্রতিবেশিদের প্রচলিত রীতি হিসাবে খাওয়ানো নাজায়িয এবং খাওয়াও নাজায়িয।

দুঃখ ও কষ্ট দাওয়াতের সময় নয়, মৃতের সাথে পাতিল বা কিছু শস্য নিয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দু'টি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখবেন! প্রথমত: মানুষ যেনো এই খয়রাতকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করে, কেননা যদি সামর্থ্য না থাকে, তবে ঋণ নিয়ে করবে। যদি মৃতের ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ শিশু থাকে বা কেউ সফরে থাকে তবে মৃতের সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করবে না বরং কেউ নিজের পক্ষ থেকে করবে। দ্বিতীয়ত: কবরস্থানে বন্টন করার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, ফকীর মিসকিনরা কবরকে যেনো পা দ্বারা আঘাত না করে এবং সে খাবার বা শস্য নিচে না পড়ে। উত্তম হচ্ছে, ঘরেই দান করে দেয়া, কেননা দেখা গেছে যে, খয়রাত নেওয়ার জন্য গরীব মিসকিনরা কবরস্থানে কবরের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং ভাত ইত্যাদি অনেক নষ্ট করে।

www.dawateislami.net

মৃত্যুর সময়কার ইসলামী রীতিনীতি

রূহ বের হয়ে যাওয়ার নিদর্শন হলো, রোগীর নাক বাঁকা হয়ে যাবে এবং কানের লতি নীচে বসে যাবে। যখন এমন নিদর্শন রোগীর মাঝে দেখা যাবে তখন দ্রুত তার মুখ কা'বা শরীফের দিকে করে দিবে বা তার খাট কবরের মত করে রাখবে অর্থাৎ উত্তর দিকে মাথা ও দক্ষিণ দিকে পা এবং মৃতকে ডান পাশ করে শুয়াবে কিন্তু এতে রূহ বের হতে কষ্ট হয়। উত্তম হচ্ছে, মৃতের পা কিবলার দিকে করে দেয়া এবং তাকে চিত করে শোয়ানো, যাতে কা'বা শরীফের দিকে মূখ হয়ে যায়, কাত করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু সময় কা'বার দিকে পা দেয়া জায়িয। যেমন: (১) শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার সময়, (২) রুহ বের হওয়ার সময়, (৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় ও (৪) কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময়, যখন কবরস্থান পূর্ব দিকে হয়। অতঃপর তার নিকট বসে থাকা লোকেরা কেউ দুনিয়াবী কথা বলবে না এবং সে সময় নিজেও কাঁদবে না বরং সকলে এতটুকু আওয়াজে কলেমায়ে তৈয়্যবা পড়বে যেনো মৃতের কানে সে আওয়াজ পৌঁছতে থাকে এবং অন্য কেউ তার মুখে পানি ঢালতে থাকবে, কেননা সে সময় পিপাসার কষ্ট বেশি হয়। যদি গরম বেশি পড়ে তবে কেউ কোন পাখা দ্বারা বাতাসও করতে থাকবে। সূরা ইয়াছিন শরীফ পড়বে যাতে তার কষ্টের অবসান হয় এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট দোয়া করবে: হে **আল্লাহ পাক!** তার ও আমাদের সকলের তরী পার করে দাও। اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

www.dawateislami.net

যখন রূহ বের হয়ে যাবে তখন কাউকে কান্না করা থেকে বাঁধা দিওনা কেননা অধিক কষ্টে কান্না না করা কঠিন রোগ সৃষ্টি করে। তবে হ্যাঁ এই আদেশ দাও যে, বিলাপ করো না অর্থাৎ মূখে থাপ্পর মারবে না এবং অধৈর্য্যের বাক্য বলো না। গোসল ও কাফন পরিধান করিয়ে না'ত পরিবেশনও করতে করতে বা উঁচু আওয়াজে দরুদ শরীফ ও কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করতে করতে মৃতকে নিয়ে যাবে, কেননা বর্তমানে যদি **আল্লাহ**র যিকির উঁচু আওয়াজে করা না হয়, তবে লোকেরা দুনিয়াবী কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং তা নিষেধ। তাছাড়া উক্ত না'ত পরিবেশন ও দরুদ শরীফের আওয়াজে ঘরের লোকেরা জেনে যায় যে, কোন মৃতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তারাও নামায ও দাফনে অংশগ্রহন করতে পারবে। জানাযার নামায পড়ে কমপক্ষে তিনবার قُلْ هُوَاللّٰهُ ও সুরা ফালাক, সুরা নাস এবং সুরা ফাতিহা পড়ে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছাবে, কেননা জানাযার নামাযের পর দোয়া করা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং সাহাবীদের সুন্নাত। (আমার কিতাব জাআল্ হক্ব দেখুন)[১]

দাফন করার পর কবরের মাথার দিকে সুরা বাকারার শুরুর আয়াতসমূহ مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং কবরের পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষ রুকু পড়ে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছাবে, যখন দাফন করে লোকেরা ফিরে যাবে তখন কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া উত্তম, কেননা এতে কবরের আযাব থেকে মুক্তি ও মৃত ব্যক্তির মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের উত্তরও স্মরণে এসে যাবে, অতঃপর

১. জাআল হক্ব, ১ম অধ্যায়, ২২৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

নিকটাত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শুধু ঘরের অধিবাসীদের খাবার খাওয়াবে, বরং উত্তম হচ্ছে, রান্না করে নিয়ে আসবে তারা নিজেরাও তাদের সাথে খাবে এবং তাদেরকে জোর করে খাওয়াবে।

মৃত্যু পরবর্তী প্রচলিত রীতিনীতি

মৃত্যুর পর প্রত্যেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি পালন করা হয়ে থাকে, কিছু রীতি এমন যে, যা কিছুটা পার্থক্যসহ প্রত্যেক স্থানে পালন করা হয়, সেগুলোই আমি এখানে আলোচনা করছি: কনের কাফন তার পিত্রালয় থেকে আসে অর্থাৎ হয়তো তার মা-বাবা কাফন ক্রয় করে নিয়ে আসে অথবা পরবর্তীতে এর মূল্য দিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে দাফন ও প্রায় মৃত্যুর তিনদিন পর্যন্ত সকল খরচ কনের পরিবারের লোকেরা করে থাকে, কনের সন্তানের কাফনও পিত্রালয়ের পক্ষ থেকে হওয়া আবশ্যক, তিনদিন মৃতের ঘরে নিকটাত্মীয়রা ও বিশেষ করে বেয়াইয়ের পক্ষ থেকে খাবার আসা আবশ্যক এবং খাবার এত বেশি আনতে হয় যে, পুরো গোষ্ঠী এমনকি সব বন্ধু বান্ধবের জন্য যেনো যথেষ্ট হয়, ছয় বেলা খাবার দিতে হয়, যদি পঁচিশজন মানুষের জন্য প্রতি বেলায় খাবার রান্না করা হয়, তবে এমন দূর্ভিক্ষের সময় কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা খরচ হলো, অতঃপর যখন ভালোয় ভালোয় এই তিনদিন অতিবাহিত হলো, তখন সেই মৃতের পরিবারের দায়িত্বে আবশ্যক হয় যে, তৃতীয় দিবসের খাবারের আয়োজন করা, যেখানে সকল বন্ধু-বান্ধব এমনকি এলাকার সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, যাতে ধনী ও গরীব সকলেই অংশগ্রহন করবে এবং অভিশাপের বিষয় হচ্ছে যে,

www.dawateislami.net

অনেক স্থানে এই ভ্রাতৃত্বের দাওয়াত স্বয়ং মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে হয়, অথচ মৃত ব্যক্তির ছোট এতিম শিশু, বিধবা ও গরীব বৃদ্ধ মা বাবাও রয়েছে। কিন্তু তাদের সকলের মুখ থেকে এ টাকা বের করে উক্ত মেলার লোকদের খাওয়ানো হয়। মৃত্যুর পর তিনদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিবারে শোক পালনের জন্য বসে থাকে। যেখানে দোয়ার এবং শোকের স্থলে হুক্কার চক্কর চলে, কেউ কেউ কোরআনে করীম পড়ে ইছালে সাওয়াবও করে আর তা এভাবে যে, হুক্কা মুখে এবং হাত দোয়ার জন্য উঠানো হয়েছে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত লাগাতার দু'টি করে রুটি প্রতিদিন দান করা হয় এবং এর মধ্যে দশম, বিশতম ও চল্লিশতম দিনের অনুষ্ঠান বড় ঝাঁকজমকের সাথে করা হয়, যেখানে বন্ধু-বান্ধবের সাধারণ দাওয়াত হয় এবং ফাতিহার জন্য সব ধরণের মিষ্টান্ন ও ফল ফলাদী ও কমপক্ষে একটা উত্তম কাপড়ের জোড়া রাখা হয়। ফাতিহার পর সেই মিষ্টান্নগুলো ও ফল ফলাদী ঘরের শিশুদের মাঝে বন্টন করা হয় এবং কাপড়ের জোড়া দান করে দেয়া হয়। অতঃপর ছয়মাস পর ছয় মাসিক এবং বছরে বাৎসরিক ফাতিহা হয়। উক্ত বাৎসরিক ফাতেহায়ও বন্ধু-বান্ধব ও এলাকাবাসীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। জনাব! আজ উক্ত রীতিগুলোর অনুসরণ করা হচ্ছে, কোন কোন স্থানে দেখা গেছে যে, কাফনের উপর একটি সুন্দর রেশমী কাপড় ঢেকে দেয়া হয়, যা দাফনের পর দান করে দেয়া হয়। কিন্তু বন্ধুরা! এটাও মনে রাখুন যে, শতকরা নিরানব্বই ভাগই এই রীতিগুলো নিজের নাম প্রচারের এবং প্রসিদ্ধির জন্য হতো, যদি এ কাজগুলো না করা হয় তবে সম্মান চলে যাবে।

www.dawateislami.net

এসকল রীতিনীতির ধ্বংসাত্মক দিক

শরীয়াতে কাফন তারই দায়িত্বে, যার দায়িত্বে তার জীবনের ভরণপোষণ রয়েছে। তাই প্রতিটি যুবক, সম্পদশালী পুরুষের কাফন, তার সম্পদ হতে দেয়া উচিৎ এবং ছোট শিশুর কাফন তার মা-বাবার দায়িত্বে, অনুরূপভাবে যদি স্ত্রীর ইন্তেকাল পিত্রালয় থেকে বিদায়ের পূর্বে হয়, তবে স্ত্রীর বাবার দায়িত্বে হবে আর যদি বিদায়ের পর ইন্তেকাল হয়, তবে স্বামীর দায়িত্বে হবে। স্বামী থাকতে তার বাবা-ভাই থেকে জোর করে কাফন নেয়া অন্যায় এবং কঠোরভাবে নিষেধ। সুন্নাত হচ্ছে, মৃতের প্রতিবেশি অথবা নিকটাত্মীয় মুসলমানরা শুধুমাত্র একদিন অর্থাৎ দু'বেলার খাবার মৃতের ঘরে পাঠাবে এবং সেই খাবার শুধুমাত্র তাদের জন্য, যারা বেদনা বা ব্যস্ততার কারণে আজ রান্না করতে পারেনি। সাধারণ এলাকাবাসী এবং বন্ধু-বান্ধবদের সেই খাবার খাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ। অবশ্যই মৃত ব্যক্তির ঘরে যে সকল মেহমান দূর থেকে এসেছে, তাদের জন্য উক্ত খাবার হতে খাওয়া জায়িয, একদিন থেকে বেশি খাবার পাঠানো নিষেধ। মৃতের ঘরে তৃতীয় দিবসের খাবার এবং চেহলামের খাবার বানানো এবং তাদের কাছ থেকে বন্ধু-বান্ধবরা খাবার নেয়া হারাম ও মাকরূহে তাহরীমি। তাই এই তীযাহ (তৃতীয় দিবস), দশমী, চেহলাম, ষান্মাষিক, বাৎসরিকে বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত ইত্যাদির ব্যবস্থাকারী ও আহারকারী উভয়েই গুনাহগার। এই খাবার শুধুমাত্র গরীব মিসকিনদের অধিকার, কেননা তা সদ্‌কা ও খয়রাত এবং মৃতের যদি কোন ওয়ারিশ শিশু থাকে বা সফরে থাকে তবে বন্টন করা ব্যতীত তার সম্পদ দান করাও হারাম, তা না

www.dawateislami.net

ফকীরদের জন্য জায়িয আর না ধনীদের জন্য জায়িয। অতএব হয়তো কোন বিশেষ ওয়ারিশ নিজের সম্পদ থেকে এই দান করবে অথবা প্রথমে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন করে নিবে। অতঃপর অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অনুপস্থিত ওয়ারিশের অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক উপস্থিত ওয়ারিশ নিজের অংশ থেকে করবে। উক্ত দাওয়াতের এটাই শরয়ী বিধান। বর্তমানে যদি দুনিয়াবী অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তবে আপনারা জানতে পারবেন যে, উক্ত তৃতীয় দিবস, চেহলাম ও বাৎসরিকের রীতিসমূহ কতগুলো মুসলমানের ঘর ধ্বংস করে দিয়েছে, আমার সামনে এমন অনেক উদাহারণ রয়েছে যে, মুসলমানের দোকানপাট, জায়গা জমিন ও ঘর-বাড়ী চেহলাম ও তৃতীয় দিবসে খেয়ে নিলো, আজ তারা দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এক ভদ্রলোক পিতার চেহলামের জন্য একজন দোকানী থেকে চারশত টাকা ঋণ নিয়েছিলো, সাতাশ শত টাকা আদায় করলো কিন্তু ঋণ শেষ হলো না। অতঃপর কাহিনী এমন হলো যে, উক্ত তৃতীয় দিবস ও চেহলামের প্রচলিত রীতির কারণে শুধু একটি ঘর ধ্বংস হয়নি বরং কনের পিত্রালয়সহ ধ্বংস হয়ে যায়, অর্থাৎ

হাম তো ডুবে হেঁ ছনম তোমকো ভী লে ডুবেগী

কেননা নিয়ম হচ্ছে, যদি তৃতীয় দিবস মৃত ব্যক্তির পরিবার করে তবে চেহলামের রুটি তার বেয়াই করবে, আমার এই কথার অভিজ্ঞতা তাদের ভালভাবে হবে যে, যারা উক্ত রীতিগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেখা গেছে যে, মৃত ব্যক্তির নিঃশ্বাস বের হলো এবং এলাকার নারী পুরুষরা বাড়ি ঘিরে নিলো। প্রথমে পান পাত্রের পান

www.dawateislami.net

সব খেয়ে ফেললো, এখন সকলেই একত্রিত বসে আছে খাবার আসার অপেক্ষায়। অসহায় মৃতের পরিবার বেদনা ও কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে এই চিন্তায় পড়ে যায় যে, এতগুলো মানুষের পেট কিভাবে পূর্ণ করবো? অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত এই বেচারারা দেউলিয়া হয়ে যাবে না, মেলা সরে না, অতএব হে মুসলমানেরা! উক্ত না জায়িয ও ক্ষতিকারক রীতিগুলো পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিন।

মৃত্যু পরবর্তী ইসলামী রীতিনীতি

কাফন দাফনের সব খরচ হয়তো মৃত ব্যক্তির নিজ সম্পদ থেকে হবে এবং যদি কারো স্ত্রী বা সন্তান মারা যায় তবে স্বামী বা পিতার সম্পদ থেকে হবে, কনের পিত্রালয় থেকে কখনোই নেয়া যাবে না। মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে করবে, এটাই উক্ত দাওয়াত গুলোর শরীয়াত সম্মত বিধান, কারো কাছ থেকে কখনোই নিবে না, মৃতের পরিবারের বাড়ীতে প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়রা শুধু একদিন খাবার নিয়ে যাবে এবং তাও ঘরের সদস্যের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা দূরের মেহমানদের জন্যও যথেষ্ট হয় এবং এতে সুন্নাতের নিয়্যত করবে, দুনিয়াবী বিনিময় ও লোক দেখানো যেনো না হয়। যদি তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের পুরুষেরা কোন স্থানে বসে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাতে হুক্কার চক্কর একেবারে যেনো না হয় বরং আগতরা ফাতিহা পড়তে পড়তে আসবে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে যাবে। তিনদিন পর শোক পালনের জন্য কেউ বসবে না এবং কেউ আসবেও না।

www.dawateislami.net

অবশ্যই যে দূরের নিকটাত্মীয়রা সফর করে আসে, তখন যখনই পৌঁছবে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। মহিলারা যখন কারো বাড়িতে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসে, তখন তারা নিশ্চয় মৃতের পরিবারের সাথে মিলে কাঁদতে চেষ্টা করে, অশ্রু আসুক বা না আসুক সকলে মিলে চিৎকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, এটা একেবারেই ভূল পদ্ধতি। তাদের ধৈর্যের উপদেশ দিন এবং দশমী ও চেহলাম এবং বাৎসরিক ইত্যাদি অবশ্যই করা উচিৎ, কিন্তু এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি স্মরণ রাখা আবশ্যক। একটি হলো, যতটুকু সম্ভব মৃতের সম্পদ থেকে না করা, যদি কারো ওয়ারিশ শিশু হয় তবে তার অংশ থেকে এ খয়রাত (দান) করা হারাম। তাই কোন নিকটাত্মীয় খাবারের আয়োজন নিজের সম্পদ থেকে করবে এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, খাবার শুধুমাত্র ফকীর ও মিসকিনদের খাওয়ানো হবে। সাধারণভাবে সবার জন্য যেনো খাবারের ব্যবস্থা কখনোই না হয় এবং ফকীরদের জন্য এতটুকু পরিমাণ খরচ করবে যতটুক তার সামর্থ্য। ঋণ নিয়ে হজ্ব করা ও যাকাত দেয়াও জায়িয নেই, এই সদকা তা থেকে বড় নয়, এর বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "جَلِيُّ الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ عَنْ اَهْلِ الْمَوْتِ"[১] দেখুন, বরং প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে আমি অবগত হয়েছি যে, আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কারো বাড়ীতে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য যেতেন তখন তার ঘরে হুক্কা, পানিও ব্যবহার করতেন না, কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে, জনাব! এটাতো

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড। প্রকাশিত মাকতাবায়ে রযবীয়া থেকে এই পুস্তিকার নাম "جِلِيُّ الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ اَمَامَ الْمَوْتِ" লিখা রয়েছে।

www.dawateislami.net

দাওয়াত নয়, শুধুমাত্র আতিথেয়তা, আপনি এটা কেন ব্যবহার করেন না? তখন বললেন, সর্দীকে বাঁধা দাও, তাহলে জ্বর থেকে নিরাপদ থাকবে।

আমার এই আবেদনের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তৃতীয় দিবস, দশমী, চেহলাম ইত্যাদি করো না, এটা তো বদ-মাযহাবীরা বলে থাকে, আমার উদ্দেশ্য হলো, এগুলো কর্তার সুনামের জন্য করো না বরং নাজায়িয ও অহেতুক রীতিগুলো তা থেকে বের করে দাও, **আল্লাহ পাক** তাওফীক দান করুক। اٰمِين

মীরাস (উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ)

ইসলামী বিধানে মুসলমানদের সকল সন্তান অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা তাদের মা বাবার মৃত্যুর পর তাদের সম্পদ থেকে মীরাস নিয়ে থাকে। ছেলেরা মেয়েদের থেকে দ্বিগুণ অংশ পায় কিন্তু আর্য জাতির মেয়েরা পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সব সম্পদ ছেলেরাই নিয়ে থাকে, এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। যখন উভয়ে একই পিতার সন্তান, তখন একজনকে মীরাস দেয়া ও অপরকে না দেয়া, এর কী অর্থ? কিন্তু কাঠিয়া ওয়ার্ড ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা নিজেদের জন্য এই অমুসলিম বিধানটি গ্রহণ করে নিলো এবং প্রশাসনকে লিখে দিলো যে, আমাদের জন্য অমুসলিমদের বিধান গ্রহণযোগ্য। যার অর্থ হলো, আমরা জীবদ্ধশায় মুসলমান এবং মৃত্যুর পর نَعُوْذُ بِاللّٰه অমুসলিম। মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন এর উত্তর দিতে হবে।

www.dawateislami.net

যদি ইসলামের এ বিধানের উপর অসন্তুষ্টি থাকে তবে তা কুফরী আর যদি তা সত্য জেনে তার উপর আমল করা না হয়, তবে হক ক্ষুন্ন করা ও অত্যাচার। ছেলেরা তোমাদের কি এমন দান করে আর মেয়েরা কি ছিনিয়ে নেয়? যখন তুমি মরেই গেলে, তখন তোমার সম্পদ যেকেউ নিয়ে নিক, তোমার কি? ছেলের ভালবাসায় তোমরা পরকালকে নষ্ট করে দিচ্ছো? তোমার এই ধারণাও ভূল যে, মেয়েরা তোমার সম্পদ ধ্বংস করে দিবে। আমি তো এমনও দেখেছি যে, পিতার জিনিসের দরদ যতটুকু মেয়েদের হয় ততটুকু ছেলেদের হয় না। এক স্থানে ছেলেরা পিতার বাড়ী বিক্রি করে দিলো, ছেলে তো আনন্দচিত্তে বিক্রি করছিলো কিন্তু মেয়ে অনেক কান্নাকাটি করছিলো যে, এটা আমার মৃত বাবার স্মৃতি। তা দেখে আমি আমার বাবাকে স্মরণ করবো, আমি আমার অংশ বিক্রি করবো না, তার কান্নাকাটি দেখে লোকজনও কান্না শুরু করলো এবং বার্ধক্য অবস্থায় যতটুকু পিতামাতার সেবা মেয়েরা করে ততটুকু সেবা ছেলেরা করে না। তারপরও এই বেচারীকে কেনো বঞ্চিত করছো? ছেলেরা তো মৃত্যুর পর ফাতিহা দেয়ার জন্যও আসে না। তাই আবশ্যক যে, ছেলে এবং মেয়েকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দাও। কাটিয়া ওয়ার্ডে একটা গোষ্ঠী আছে, আগাখানী খাজা, যদি তাদের দু'টি ছেলে হয় তবে একজনের নাম কাসেম ভাই ও দ্বিতীয় জনের নাম রাম লাল বা মৌল জী এবং বলে থাকে যে, যদি কিয়ামতের দিন মুসলমানদের ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে কাসেম ভাই ক্ষমা করিয়ে নিবে আর যদি অমুসলিমদের মুক্তি হয় তবে রাম লাল হাত ধরবে। আমরাও কি তাই মনে করছি যে, জীবদ্দশায় ইসলামী কাজ

www.dawateislami.net

করবো এবং উত্তরাধীকার সম্পত্তির ব্যাপারে অমুসলিমদের আইন অবলম্বন করবো, যাতে উভয় জাতি সন্তুষ্ট থাকে?

যদি মুসলমানদের এরূপ চিন্তা হয় যে, আমাদের সন্তান আমাদের সম্পদ ধ্বংস করে দিবে, তবে উচিৎ যে, নিজের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ইত্যাদি নিজের সন্তানদের নামে ওয়াকফ করে দেয়া। এর উপকারীতা হলো, আমাদের পর আমাদের সন্তানরা আমাদের জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী দ্বারা সব ধরনের উপকার লাভ করতে পারবে এবং তারা তাতে থাকবে, এর ভাড়া খাবে এবং ভাড়ার আয়ের অংশ পরস্পরের মাঝে বন্টন করবে কিন্তু তা বন্ধক দিতে পারবেনা, তা বিক্রি করতে পারবে না। এতে اِنْ شَآءَ الله তোমাদের জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী সংরক্ষিত থাকবে, কারো হাতে বিক্রি হবে না এবং তোমরাও গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। যদি মুসলমানরা উক্ত বিধানের উপর আমল করতো তবে আজ তাদের জমি-জমা, অমুসলিমদের নিকট পৌঁছতো না। সন্তানের নামে ওয়াকফ করার পদ্ধতি কোন আলিম সাহেব থেকে জেনে নেয়া উচিৎ এবং মীরাসের জন্য আমি একটা কিতাব লিখেছি যার নাম "عِلْمُ الْمِيْرَاث" সেটা অধ্যয়ন করুন।

আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ ছিলো, কিতাবের শেষের দিকে উপকারী ওযীফা ও দৈনন্দিন পঠিত আমল এবং বরকতময় তারিখ ও মহান রাতগুলোরও বর্ণনা করা, কেননা লোকেরা তা থেকে উদাসীন। আমি মুসলমানদের উপকারে সেই আমল যা **আল্লাহ পাকের** দয়ায় ১০০ ভাগ সফল এবং যা আমাকে আমার ওলীয়ে

www.dawateislami.net

নিয়ামত, মুর্শিদে বরহক, হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন সাহেব কিবলা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে অনুমতি দিয়েছেন। বিশেষ করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য বলছি আর সুন্নী মুসলমানদের সেগুলোর অনুমতি দিচ্ছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রত্যেক আমলের সফলতার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছেঃ প্রথমতটি হলো, আমলকারী বিশুদ্ধ সুন্নী আকিদা সম্পন্ন হওয়া এবং বদ আকীদা বিশেষত বদ-মাযহাবীদের সংস্পর্শ হতে বিরত থাকা। দ্বিতীয়টি হলো, শরীয়াতের বিধিবিধান বিশেষত, নামায রোযার নিয়মিত অনুসারী হওয়া। রোগী যদি চিকিৎসা করে কিন্তু সংযমী না হয় তবে ঔষধ কোন উপকার করবে না। তেমনিভাবে যদি উল্লেখিত আমলকারী এই দু'টি ব্যাপারে সংযমী না হয় তবে সফলকাম হবে না। দুই ধরনের ওযীফা বর্ণনা করছি, একটি হলো, দৈনিক বা কোন বিশেষ মুহুর্তে পড়ার জন্য, দ্বিতীয়টি হলো, বিশেষ রাতগুলোতে ও বরকতময় তারিখে পাঠ করার জন্য।

সকাল ও সন্ধ্যা

ফজরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পর দৈনিক তিনবার এই দোয়া পড়বে, শুরু ও শেষে তিনবার দরূদ শরীফ:

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (১)

১. **অনুবাদঃ** আমি **আল্লাহ পাকের** পরিপূর্ণ কলেমা সমূহের সহিত সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩৪৬, হাদীসঃ ৩৬১৬)

www.dawateislami.net

অতঃপর এটা পাঠ করবে:

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ(১)

আল্লাহ পাক যদি চান তবে বিষধর প্রাণী সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকবে, এটা অত্যন্ত পরীক্ষিত।

প্রতিদিন ফজরের সুন্নাত নিজের ঘরে পড়বে এবং সুন্নাতের পর শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ তিনবার করে পাঠ করবে, মাঝখানে ৭০ বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ(২) পাঠ করবে, ঘরে অনেক বরকত থাকবে এবং **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে পরিবারের সকলের মাঝে একতা থাকবে, কিন্তু শর্ত হলো যে, পুরুষরা ফজরের সুন্নাতের পর ফরয নামায মসজিদে জামাআত সহকারে পড়বে।

খাবার খাওয়ার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ

وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ(৩)

যখন খাবার সামনে এসে যাবে, তখন এটা পাঠ করে খাবে, **আল্লাহ** যদি চান তবে সে খাবার কোন ক্ষতি করবে না, ঔষধেও এই দোয়া পাঠ করে নেয়া উচিৎ।

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নূহের প্রতি সালাম (শান্তি) অবতীর্ণ হোক, সমগ্র জগতবাসীর মধ্যে হতে। (পারা: ২৩, সূরা: সাফ্ফাত, আয়াত: ৭৯)

২. **অনুবাদ:** আমি **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা এবং প্রতিটি গুনাহ থেকে তাঁর দরবারে তাওবা করছি।

৩. **অনুবাদ: আল্লাহ পাকে**র নামে, যাঁর নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না এবং **তিনি** সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।

www.dawateislami.net

শত্রুর অনিষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করে তিনবার এই দোয়া পড়বে:

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ (১)

اِنْ شَآءَ الله শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

সফরে যাওয়ার সময়

যখন ঘর থেকে সফরের জন্য বের হবে, তখন যদি মাকরূহ সময় না হয় (নফলের মাকরূহ সময় ফজর ও আসরের পর এবং দ্বিপ্রহের সময়) তবে দু'রাকাত নফল নামায সফরের নিয়্যতে পড়ে নিবে, প্রত্যেক রাকাতে তিনবার করে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পাঠ করবে এবং পরে এই দোয়া পড়বে:

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط (২)

আল্লাহ চাইলে কল্যাণের সহিত ঘরে ফিরে আসবে এবং সকলকে কল্যাণময় পাবে এবং যদি সে সময় মাকরূহ সময় হয় তবুও মহল্লার মসজিদে চলে আসবে এবং এই দোয়া পড়বে।

---

১. **অনুবাদঃ আল্লাহ পাকের** নামে, যা সকল নাম হতে উত্তম, **আল্লাহ পাকের** নামে, যাঁর নামের ওসিলায় কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না, না জমিনে এবং না আসমানে।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** নিশ্চয় **যিনি** তোমাদের উপর কোরআন ফরয করেছেন **তিনি** তোমাদের কে ফিরিয়ে নিবেন, যেখানে তোমরা ফিরতে চাও।
(পারাঃ ২০, সূরাঃ কিসাস, আয়াতঃ ৮৫)

www.dawateislami.net

বাহনে আরোহন করার সময়

যদি ঘোড়া, গাড়ি, রেল, মোটর গাড়ি ইত্যাদি স্থলবাহনে আরোহন করো তবে এই দোয়া পাঠ করে বসবে:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (১)

اِنْ شَآءَ الله সেই বাহনে কোন ধরনের কষ্ট আসবে না, সকল প্রকার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জলপথের বাহন অর্থাৎ নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ ইত্যাদিতে বসার সময় এই দোয়া পাঠ করবে:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (২)

اِنْ شَآءَ الله ডুবে যাওয়া হতে নিরাপদ থাকবে।

রাতে ঘুমানের সময়

(১) যদি ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে নেয় তবে সারারাত সেই ঘর চুরি, আগুন ও আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং পাঠকারী খারাপ স্বপ্ন ও জিনের প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله উত্তম পরিণতি হবে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ঈমান নসীব হবে।

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** পবিত্রতা **তাঁরই যিনি** এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিলনা এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **(পারা: ২৫, সূরা: যুখরুফ, আয়াত: ১৩ ও ১৪)**

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর** নামে সেটার গতি ও সেটার স্থিতি নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। **(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ৪১)**

www.dawateislami.net

(২) যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় পঞ্চম কলেমা ও قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ একবার করে পড়ে ঘুমায় তবে اِنْ شَآءَ الله মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হবে কিন্তু উচিৎ হলো যে, এরপর কোন ধরনের দুনিয়াবী কথা না বলা যদি কথা বলতে হয় তবে পুনরায় তা পাঠ করে নিবে।

প্রত্যেক নামাযের পর

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ হতে রুকুর শেষ পর্যন্ত,[১] পড়ে নেয়া হয়, তবে অদৃশ্য হতে রিযিক আসবে এবং অনেক বরকত হবে।

বিপদগ্রস্থকে দেখে

অসুস্থ, ঋণগস্থ ও কোন বিপদগ্রস্থকে দেখে এই দোয়া পড়া উচিত:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ
وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا[২]

اِنْ شَآءَ الله সেই বিপদ নিজের কাছে কখনো আসবে না।[৩] এটা পরীক্ষিত।

---

১. পারা ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২৮ ও ১২৯।

২. **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যার মধ্যে তোমাকে লিপ্ত করেছেন এবং আমাকে তার অনেক সৃষ্টি জীবের উপর সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।

৩. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৭৩, হাদীস ৩৪৪৩।

www.dawateislami.net

১২ মাসের বরকতময় তারিখ সমূহের ওযীফা ও বিভিন্ন আমল

দশই মুহাররম (আশুরা)

মুহাররমের নয় ও দশ তারিখ রোযা রাখো, তবে অসংখ্য সাওয়াব পাবে, সন্তান-সন্ততিদের জন্য দশই মুহাররম ভাল ভাল খাবার তৈরী করো, তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে, হালিম (খিচুরি) রান্না করে হযরত শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফাতিহা করা, এটা পরীক্ষিত। এই তারিখে গোসল করলে সারা বছর اِنْ شَآءَ الله রোগ ব্যাধী থেকে নিরাপদ থাকবে, কেননা এইদিন যমযমের পানি দুনিয়ার সকল পানির সাথে মিশে যায়। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ১২ আয়াত কিচ্ছায়ে নূহ)[১]

এই দশই মুহাররমে যে ব্যক্তি সুরমা লাগাবে তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর তার চক্ষুরোগ হবে না। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সওম)[২]

রবিউল আউয়ালের মিলাদ শরীফ

রবিউল আউয়ালের ১২তম তারিখ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শুভাগমনের খুশিতে রোযা রাখা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু উত্তম হলো, দু'টি রোযা রাখা এবং এই মাসে মিলাদ শরীফের মাহফিল করলে সারা বছর ঘরে বরকত ও সব ধরণের নিরাপত্তা থাকবে। (রুহুল বয়ান, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله আয়াতের ব্যাখ্যা)[৩]

---

১. তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ১২, সুরা হুদ, আয়াত: ৪৮, ৪/১৪২।
২. আদ দুররুল মুখতার, কিতাবুস সওম, ৩/৪৫৭।
৩. তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ২৬, সূরা: ফাতাহ, নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৭তম খন্ড।

www.dawateislami.net

এর অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে আর ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে সারারাত জাগ্রত থাকবে, এই রাতে গোসল করবে, নতুন পোশাক পরিধান করবে, সুগন্ধী লাগাবে, শুভাগমনের খুশি উদযাপন করবে এবং ঠিক সুবহে সাদিকের সময় কিয়াম ও সালাম পেশ করবে। اِنْ شَآءَ الله যা নেক দোয়া করা হবে তা কবুল হবে, এটা ব্যাপক পরীক্ষিত। তবে শর্ত হলো একান্ত বিশ্বাস থাকা। এমন রোগী যার ঔষধ নেই ও অনেক বিপদগ্রস্থদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, বিশুদ্ধ পাওয়া গেছে কিন্তু কিয়াম ও সালামের সময়টা পুরোপুরিভাবে বিশুদ্ধ হতে হবে।

রবিউস সানির গেয়ারভী শরীফ

উক্ত মাসে প্রত্যেক মুসলমান নিজ ঘরে হুযুর গাউছে পাক শাহানশাহে বাগদাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফাতিহা করে থাকে। সারা বছর অনেক বরকত থাকবে, যদি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের এগারোতম রাতে অর্থাৎ দশ ও এগারো তারিখের মধ্যবর্তী রাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার শিরনী মুসলমানদের দোকান থেকে ক্রয় করে নিয়মিতভাবে গেয়ারভী শরীফের ফাতিহা দেয়া হয়, তবে রিযিকে অনেক বরকত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله কখনো অস্বচ্ছলতার অবস্থা হবে না কিন্তু শর্ত হলো, কোন তারিখ যেনো বাদ না পড়ে এবং যত টাকা নির্ধারণ করবে তাতে যেনো কম না হয়, তত টাকাই নির্ধারণ করুন যা ধারাবাহিকভাবে দিতে পারবে। আমি নিজেও এই নিয়মটি ধারাবাহিকভাবে পালন করি আর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় এর উপকারীতা ব্যাপকভাবে পেয়ে যাচ্ছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ

www.dawateislami.net

রজব

রজব মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখুন, একে "হাজারী রোযা" বলে, কেননা এই রোযার সাওয়াব প্রসিদ্ধ যে, এক হাজার রোযার সমান।

বাইশে রজব ইমাম জাফর ছাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ফাতিহা দিন, অনেক উড়ন্ত বিপদ দূর হয়ে যায়।

সাতাশে রজব মিরাজুন্নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খুশিতে মাহফিল করুন, খুশি উদযাপন করুন। রাতে জাগ্রত থেকে নফল নামায পড়ুন, পাঞ্জাবে রজব মাসে যাকাত দেয় কিন্তু আবশ্যক হচ্ছে যে, যখন সম্পদের বছর পূর্ণ হবে দ্রুত যাকাত দিয়ে দেয়া, রজবের অপেক্ষা না করা। তবে হ্যাঁ, বছরপূর্ণ হবার পূর্বেও যাকাত দেয়া যাবে, যদি রমযানে যাকাত দেয়া হয় তবে অনেক ভাল, কেননা রমযানে ভাল কাজের সাওয়াব অধিক।

শা'বান ও শবে বরাত

এই মাসের পনেরতম রাত, যাকে শবে বরাত বলা হয়। অনেক বরকতময় রাত, সেই রাতে কবরস্থানে যাওয়া, সেখানে ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে বুযুর্গদের মাযারে উপস্থিত হওয়াও সাওয়াবের কাজ, যদি সম্ভব হয় তবে চৌদ্দ ও পনেরতম তারিখে রোযা রাখুন, পনেরতম তারিখে মিষ্টান্ন ইত্যাদিতে বুযুর্গানে দ্বীনের ফাতিহা পড়ে সদকা খয়রাত করুন এবং পনেরতম রাতে সারারাত জাগ্রত থেকে নফল নামায পড়ুন এবং উক্ত রাতে প্রত্যেক

www.dawateislami.net

মুসলমান একে অপরের কাছে নিজের ভূলত্রুটি ক্ষমা চেয়ে নিন, ঋণ ইত্যাদি আদায় করে দিন, কেননা বিদ্বেষ পোষনকারী মুসলমানের দোয়া কবুল হয় না এবং উত্তম হচ্ছে, একশত রাকাত নফল নামায পড়ুন, দুই রাকাত করে নিয়্যত করবেন আর প্রতি রাকাতে একবার করে সূরা ফাতিহা পড়ে এগারো বার করে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়বেন। তবে **আল্লাহ পাক** তার সকল জায়িয আশা পূর্ণ করবেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা দোখান)[১]

আর যদি সারারাত জাগ্রত থাকতে না পারেন, তবে যতটুকু সম্ভব ইবাদত করুন ও কবর জিয়ারত করুন, (মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ) তাই তারা শুধু নফল নামায ও রোযা পালন করবে, যদি সেই রাতে ৭টি বরই পাতা পানিতে সিদ্ধ করে গোসল করেন তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর জাদু ইত্যাদির প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবেন।

রমযান মাস

এটা ঐ বরকতময় মাস, যার প্রতিটি মুহূর্ত বরকতময়, এতে প্রতিটি মূহূর্ত ইবাদত করা যায়, দিনের বেলা রোযা ও কুরআন পাকের তিলাওয়াত এবং রাতে তারাবীহ ও সেহেরীতে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই মাসে একটি রাত খুবই বরকতময়, দিনতো জুমাতুল বিদার দিন আর রাতটি হলো সাতাশতম রাত, এর কিছু আমল সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

১. তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা: দোখান, ২৫ পারা, নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪০৩।

www.dawateislami.net

রমযান শরীফের সাতাশতম রাত হলো শবে কদরের রাত, এই রাতে জাগ্রত থেকে অতিবাহিত করবেন, যদি সারারাত জাগ্রত থাকতে না পারেন তবে সেহেরী খেয়ে ঘুমাবেন না এবং এই দোয়া অধিকহারে পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ الۡعَفۡوَ وَالۡعَافِيَةَ فِی الدِّيۡنِ وَالدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ(১)

আর যদি সম্ভব হয় তবে একশত রাকাত নামায দুই রাকাতের নিয়্যতে পড়বেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ (শেষ পর্যন্ত) একবার এবং قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিন বার করে পাঠ করুন আর সালাম ফিরানোর পর কমপক্ষে দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং উত্তম হচ্ছে, এই সাতাশতম রাতে তারাবীতে কুরআনও খতম করা। (রুহুল বয়ান, সুরায়ে কদর)(২)

জুমাতুল বিদায় ওমরী কাযার নামায পড়ুন, এর নিয়ম হলো যে, জুমাতুল বিদার দিন যোহর ও আসরের মধ্যখানে ১২ রাকাত নফল নামায দু'রাকাত নিয়্যত করে পড়বেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসি, তিনবার قُلۡ هُوَ اللّٰه, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস পড়ুন, এর উপকারীতা হলো, যে পরিমাণ নামায সে কাযা করে পড়েছে তা কাযা করার গুনাহ اِنۡ شَآءَ اللّٰه ক্ষমা হয়ে যাবে, এমন নয় যে, এতে কাযা নামায ক্ষমা হয়ে যাবে, তা তো পড়তেই হবে। ঈদ ও কুরবানীর ঈদের রাতগুলোতে ইবাদত করা সাওয়াবের কাজ।

---

১. **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ পাক!** আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি দ্বীন, দুনিয়া এবং আখিরাতের।

২. রুহুল বয়ান, সুরা কদর, পারা ৩০, ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৪৮৩।

www.dawateislami.net

যারাই এই কিতাব পড়ে উপকৃত হবেন, তারা যেনো আমি অধম, অসহায়ের জন্য দোয়া করবেন যেন, **আল্লাহ পাক** ঈমানের উপর শেষ পরিণতি নসীব করেন।

اٰمِيْن وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِهٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

ইসলামী জীবনের অন্যান্য বিষয়

মুসলমান ও বেকারত্ব

মুসলমানদের ধ্বংসকারী কারণ সমূহের মধ্যে বড় কারণ হলো তাদের যুবকদের বেকারত্ব ও শিশুদের বেপরোয়া আচরণ। আমাদের দেশের মুসলমানদের খরচ বেশি এবং আয়ের উৎস সীমিত, বরং প্রায় বিলুপ্ত। বিশ্বাস করুন! বেকারত্বের ফলে অভাব আর অভাবের ফলে ঋণগ্রস্থতা, ঋণগ্রস্থতার ফলে লাঞ্চনা ও অপদস্থতা, বরং সত্য হলো, অভাব ও দারিদ্রতা অসংখ্য মন্দের মূল, চুরি ডাকাতি, ভিক্ষাবৃত্তি, ধোঁকাবাজি সবই এর শাখা প্রশাখা এবং জেল-ফাঁসি হলো এর ফল, নিঃস্ব ব্যক্তির কথার কোন প্রভাবই থাকে না। পেশাদার ওয়াজকারী ও ওলামাদের দূর্নামকারী ভদ্র ভিখারী উচ্চমানের ওয়াজ করার পর যখন অবশেষে বলে দেয় যে, ভাইয়েরা! আমার কাছে ভাড়া নেই, আমি অভাবী, আমাকে সাহায্য করো, উক্ত দু'টি শব্দের কারণে সম্পূর্ণ ওয়াজ বিফল হয়ে যায়।

ভিক্ষা হলো সেই টক, যা ওয়াজের সব নেশা দূর করে দেয়, সত্য হলো, অভাবীর না নামায শান্তিতে হয়, না রোযা। যাকাত ও

www.dawateislami.net

হজ্বের কথা কি আর বলবো, এই ইবাদত তাদের কিভাবে নসীব হবে, শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতইনা সুন্দর বলেছেন:

গমে আহল ও এয়াল ও জামা ওয়াকুত
বাযত আরাদ য সেয়ের দর মালাকূত!
শব চো আক্দ নামায বর বন্দম
চে খোরদ বা ইমদাদ ফরযন্দম

অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান ও খাবার, কাপড়ের চিন্তা ইবাদতকারীকে আধ্যাত্বিক জগতের পরিভ্রমণ থেকে নামিয়ে আনে, নামাযের নিয়্যত বাঁধতেই মনে পড়ে যে, সকালে সন্তানরা কি খাবে?

তাই মুসলমানদের উচিত, বেকারত্ব থেকে বেঁচে থাকা, নিজের সন্তানদের পথভ্রষ্ট হতে না দেয়া এবং যুবকদের কাজে লাগানো, অন্যান্য জাতি থেকে শিক্ষা নিন, দেখুন! অমুসলিমদের ছোট শিশুদের হয়তো স্কুল ও কলেজে দেখবেন নতুবা ফেরী করতে দেখবেন। মুসলমানের শিশুদের হয়তো ঘুড়ি উড়াতে দেখবেন অথবা ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে দেখবেন। কিন্তু অন্যান্য জাতির যুবকরা কোট-কাচারী, অফিস আদালত ও বড় বড় পদের চেয়ারে দেখতে পাবেন অথবা ব্যবসায় লিপ্ত দেখবেন। কিন্তু মুসলমানদের যুবক হয়তো ফ্যাশনেবল ও সৌখিন পাবেন অথবা ভিক্ষা করতে দেখবেন কিংবা বদমাশি করতে দেখবেন।

সিনেমা হল মুসলমান দ্বারা পূর্ণ, খেলাধুলায় মুসলমানরা অগ্রগামি, পাখি উড়ানো, নাচানাচি এবং ঘুড়ি উড়ানো, মুরগের লড়াই মোটকথা সকল বাজিখেলা এবং ধ্বংসের সব কারণ মুসলিম

www.dawateislami.net

জাতির মাঝে বিদ্যমান, আমি তো এটা দেখে রক্ত অশ্রু প্রবাহিত করছি, কেননা লাঞ্ছনাকর পেশা মুসলমানদের মাঝে পাওয়া যায়, গায়ক মুসলমান, বেশ্যা অধিকাংশ মুসলমান, হিজড়ারা মুসলমান, এক্কা গাড়ি ও দু'চাকার গাড়ী চালক অধিকাংশ মুসলমান, জুয়াড়ী ও মদ্যপায়ী অধিকাংশ মুসলমান। আফসোস! যে ধর্ম অসৎদেরকে দুনিয়া থেকে ধ্বংস করার জন্য এসেছে, সেই ধর্মের লোকেরা আজ অসৎ কাজে এক নম্বরে।

বিশ্বাস করুন আমাদের জীবিত থাকা ও **আল্লাহ**র আযাব না আসার একমাত্র কারণ হলো, আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ (১)

অন্যায় পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিরা যে অপরাধগুলো একটা একটা করেছিলো, আমরা তার সবগুলোর সমান এমনকি তাদের চেয়েও বেশি করছি। হযরত শোয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام এর জাতিরা ওজনে কম দেয়ার অপরাধ করেছিলো, হযরত লুত عَلَيْهِ السَّلَام এর জাতিরা অনৈতিক কর্ম (বলৎকার) করছিলো, কিন্তু দুধ থেকে মাখন বের করে নেয়া, কেমিক্যালের ঘিকে দেশী ঘি বানিয়ে বিক্রি করা ইত্যাদি তাদের বাপদাদারাও জানতো না। অতএব মুসলমানরা! হুঁশে ফিরে এসো, কোন হালাল ব্যবসা শুরু করো, এখন আমি বেকারত্বের

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর **আল্লাহ পাকে**র কাজ নহে যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত **হে মাহবুব**! আপনি তাদের মাঝে রয়েছেন।
(পারা: ৯, সূরা: আনফাল, আয়াত: ৩৩)

www.dawateislami.net

ধ্বংসাত্মক দিক এবং হালাল উপার্জনের উৎসাহ মূলক ও যুক্তি ভিত্তিক ফযীলত বর্ণনা করছি:

উপার্জনের উৎসাহ মূলক ফযীলত

১. **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সর্বোত্তম খাবার হলো তাই, যা লোকেরা নিজ হাতে উপার্জন করে খায়। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ও নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

(বুখারী ও মিশকাত বাবুল কাসবি)[১]

২. **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পবিত্র জিনিস হলো তাই, যা তোমরা নিজেরা উপার্জন করে খাবে এবং তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উপার্জন স্বরূপ। অর্থাৎ মা-বাবারা সন্তানের উর্পাজন খেতে পারবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)[২]

৩. **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এমন এক যুগ আসবে, যাতে টাকা পয়সা ব্যতীত কোন কিছুই কাজে আসবে না।[৩]

৪. **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: হালাল উপার্জন ফরযের পর ফরয। (বায়হাক্বী)[৪] অর্থাৎ নামায রোযার পর হালাল উপার্জন ফরয।

---

১. সহীহ বুখারী, বাবুল কাসবির রিজাল..., ২/১১, হাদীস ২০৭২।
মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল বুয়ু, ১/৫১৩, হাদীস ২৭০৯।
২. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, ৩/৭৬, হাদীস ১৩৬৩।
৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুশ শমীয়্যিন, ৬/৭৬, হাদীস ১৭২০১।
৪. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী, বাবু ফি হুকুকিল আউলাদ ওয়াল আহলীন, ৬/৪২০, হাদীস ৮৭৪১।

www.dawateislami.net

৫. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** মুসলমানদেরকে ঐ সকল বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ নবীদেরকে দিয়েছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ(১)

আর মুসলমানদেরকে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ(২)

অনেকে হাত প্রসারিত করে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে, অথচ তাদের খাবার, তাদের পোশাক হারাম উপার্জনের হয়ে থাকে, অতএব তাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে। (মুসলিম)(৩)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: তিন ব্যক্তি বতীত কারো জন্য ভিক্ষা চাওয়া জায়িয নয়। এক ঐ ব্যক্তি, যে কোন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জামিন হয়েছে এবং ঋণ তাকেই আদায় করতে হচ্ছে। দুই ঐ ব্যক্তি, যার সম্পদ আকস্মিক বিপদ এসে ধ্বংস হয়ে গেছে। তিন ঐ ব্যক্তি, যে অনাহারে ভুগছে, এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য ভিক্ষা করা জায়িয নেই।

(সহীহ মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুয যাকাত)(৪)

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ** হে নবী রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো এবং ভাল কাজ কর। (পারা: ১৮, সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৫১)

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তু গুলো হতে আহার করো। (পারা: ২, সূরা: বাক্বারা, আয়াত: ১৭২)

৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু কবুলিস সাদাকা..., ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০১৫।

৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু মান তাহাল্লা লাহুলমাস আলাতা, ৫১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৪৪।

www.dawateislami.net

৭. একদা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে কোন একজন আনসারী ভিক্ষা চাইলে, **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার ঘরে কি কিছু আছে?" আরয করলেন: শুধুমাত্র একটি কম্বল আছে, যার অর্ধেক নিচে বিছাই, অর্ধেক গায়ে দিয়ে থাকি এবং একটা পাত্র আছে, যা দ্বারা পানি পান করি। ইরশাদ করলেন: সেই দু'টি জিনিস নিয়ে এসো। সে নিয়ে আসলো। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমবেত সকলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: এগুলো কে ক্রয় করতে চায়? একজন আরয করলো যে, আমি এক পয়সা দিয়ে নিতে চাই। অতঃপর দু'তিন বার ইরশাদ করলেন: এক পয়সার চেয়ে বেশি কে দিতে চায়? দ্বিতীয়জন আরয করলো: আমি দুই পয়সায় ক্রয় করতে চাই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই দু'টি জিনিস তাঁকে দিয়ে দিলেন (নিলামের প্রমাণ পাওয়া গেলো) আর উক্ত দুই পয়সা সেই ভিক্ষুককে দিয়ে ইরশাদ করলেন: এক পয়সা দ্বারা খাবার কিনে ঘরে রাখো, আরেক পয়সা দ্বারা কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সেই কুড়ালে আপন হাত মোবারক দ্বারা হাতল লাগালেন এবং ইরশাদ করলেন: যাও কাঠ কাটো এবং বিক্রি করো আর পনের দিন পর্যন্ত আমার কাছে আসবে না, সেই আনসারী পনের দিন পর্যন্ত কাঠ কাটতে ও বিক্রি করতে থাকলো। পনেরদিন পর যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন তাঁর নিকট পানাহারের পরও দশ পয়সা অর্থাৎ পৌনে তিন টাকা অবশিষ্ট

www.dawateislami.net

ছিলো। তা দ্বারা কিছু কাপড় ক্রয় করলো, কিছু শস্য ক্রয় করলো। **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই পরিশ্রম তোমার জন্য ভিক্ষার চেয়ে উত্তম। (ইবনে মাজাহ ও মিশকাত, কিতাবুয যাকাত)[১]

৮. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ভিক্ষা না করার জামিন হবে, আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হবো। (নাসায়ী ও আবু দাউদ)[২]

৯. **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু যরকে ইরশাদ করলেন: তুমি মানুষের নিকট কিছু চেয়ো না। আরয করলেন: খুব ভাল। ইরশাদ করলেন: যদি ঘোড়ার উপর হতে তোমার চাবুক পড়ে যায়, তবুও কাউকে বলোনা, নেমে নিজেই নাও। (আহমদ, মিশকাত)[৩]

১০. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নিজের অভাব সম্পর্কে মানুষের কাছে প্রকাশ করে, **আল্লাহ পাক** তার দারিদ্রতা আরো বৃদ্ধি করে দেন।[৪]

লালসা হলো দারিদ্রতা আর লোকদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া হলো; অমুখাপেক্ষীতা।[৫]

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারত, বাবু বায়ইল মাযাইয়াদাত, ৩/৩৬, হাদীস ২১৯৮।
২. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু কারাহিয়াতিল মাসাআলা, ২/১৭০, হাদীস ১৬৪৩।
৩. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু মান লা আতাল লাহু..., ২/৩৫৩, হাদীস ১৮৫৮।
৪. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফিল ইস্তিফাফ, ২/১৭০, হাদীস ১৬৪৫।
৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু মান লা তাহিল..., ১/৩৫৩, হাদীস ১৮৫৬।

www.dawateislami.net

উপার্জনের যুক্তিভিত্তিক উপকারীতা

১. হালাল উপার্জন নবীগণের সুন্নাত।

২. উপার্জনে সম্পদ বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ দ্বারা সদকা, খয়রাত, হজ্ব, যাকাত, মসজিদ নির্মাণ, খানকার বিল্ডিং নির্মাণ হতে পারে। হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পদের মাধ্যমে জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছিলেন যে, তার জন্য বলা হলো: اِفۡعَلُوۡا مَا شِئۡتُمۡ[১]

৩. উপার্জন খেলাধুলা ও অসংখ্য অপরাধ থেকে বাঁধা প্রদান করে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চুগলী, গীবত, লড়াই, ঝগড়া সবই বেকারত্বের কারণেই হয়ে থাকে।

৪. উপার্জনের দ্বারা মানুষের পরিশ্রমের অভ্যাস হয় আর মন থেকে অহংকার দূর হয়ে যায়।

৫. উপার্জনের মাঝে দারিদ্রতা ও অভাব হতে নিরাপত্তা রয়েছে আর দারিদ্রতা দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস করে উভয় জগতে অপদস্ত করে দেয় (কিন্তু **আল্লাহ পাক** যাকে মুক্তি দেন)।

৬. যে ব্যক্তি উপার্জনের জন্য বের হয়, তখন আমল লেখক ফিরিশতারা বলে থাকে: **আল্লাহ পাক** তোমার এ কাজে বরকত দান করুক আর তোমার উপার্জনকে বেহেশতের সম্পদ বানিয়ে দিক। সেই দোয়ায় জমিন ও আসমানের ফিরিশতারা আমিন বলে। (তাফসীরে নঈমী, ২য় পারা ও রুহুল বয়ান)[২]

---

১. অনুবাদঃ তুমি যা চাও করো।

২. তাফসীরে নাঈমী, ২/১৩৭। রুহুল বয়ান, ২য় অংশ, সূরাঃ বাকারা, ১৬৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৭৩।

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কোন পেশা অবলম্বন করেছেন

কোন নবী না কারো নিকট চেয়েছেন, না অবৈধ পেশা অবলম্বন করেছেন, প্রত্যেক নবী কোন না কোন হালাল পেশা অবশ্যই অবলম্বন করেছেন, যেমনটি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমদিকে কাপড় তৈরীর কাজ করেছেন এবং পরে তিনি কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। সব ধরণের বীজ বেহেশত হতে সাথে নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো রোপন করতেন, তা ব্যতীত আরো অনেক পেশা অবলম্বন করেছেন। হযরত নুহ عَلَيْهِ السَّلَام এর পেশা ছিলো কাঠের কাজ (অর্থাৎ কাঠ মিস্ত্রির কাজ) এবং হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام দর্জির কাজ করতেন। হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام ও সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام উভয়ে ব্যবসা করতেন। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কৃষি কাজ করতেন এবং হযরত শোয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام পশুপালন করতেন এবং সেগুলোর দুধ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কয়েক বৎসর ছাগল চরিয়েছিলেন, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام যুদ্ধের পোশাক বানাতেন। হযরত সোলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এতবড় বাদশাহ হয়েও গাছের পাতা দিয়ে পাখা ও ব্যাগ বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ভ্রমণরত ছিলেন, না কোথাও ঘর বানিয়েছেন, না বিবাহ করেছেন আর বলতেন: যিনি আমাকে সকালের নাস্তা দিয়েছেন তিনিই রাতের খাবারও দিবেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাগলও চরিয়েছেন এবং হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসাও করেছিলেন। মোটকথা

www.dawateislami.net

হলো প্রতিটি হালাল উপার্জন নবীদের সুন্নাত, সেগুলোকে দোষনীয় মনে করা মূর্খতা। (তাফসীরে নঈমী, আযীযী)

উত্তম পেশা

উত্তম পেশা লড়াই করা, অতঃপর ব্যবসা, এরপর ক্ষেত-খামার (কৃষিকাজ), অতঃপর কারিগরি, শিল্প-কর্ম। ওলামায়ে কিরাম বলেন: বৈধ পেশায় ধারাবাহিকতা রয়েছে যে, কোন পেশা হতে কোন পেশা উত্তম।

যে পেশায় দ্বীন ও দুনিয়ার স্থায়িত্ব থাকবে, তা অন্যান্য পেশা থেকে উত্তম। সুতরাং উত্তম কাজ হলো; দ্বীনি লেখালেখি ও বই, এতে কুরআন ও হাদীস এবং সকল দ্বীনি ইলমের স্থায়ীত্ব রয়েছে। অতঃপর আটা পেষা ও চাল পরিষ্কার করা, কেননা এতে মানুষের প্রাণের স্থায়িত্ব রয়েছে, অতঃপর রুই (তুলা) ধুনা, সূতা কাটা এবং কাপড় তৈরী করা, কেননা এতে সতর ঢাকা হয়, এরপর দর্জির পেশাও, কেননা এর দ্বারাও একই উপকার রয়েছে। অতঃপর আলোর বস্তু তৈরি করা, কেননা দুনিয়ার সেগুলোরও প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর রাজমিস্ত্রির কাজ, ইট তৈরি করা এবং চুনা তৈরি করা, কেননা এর দ্বারা শহর আবাদ হয়। এরপর রইলো অলংকার তৈরি, কারুকার্য, সাজসজ্জা, আতর তৈরি করা, এই পেশাগুলো জায়িয, কিন্তু এগুলোর কোন বিশেষ স্তর নেই, কেননা তা শুধুমাত্র সাজ সজ্জার সরঞ্জাম। মোটকথা হলো বেকার থাকা বড় অপরাধ এবং নাজায়িয পেশা অবলম্বন করা এর চেয়েও বড় অপরাধ,

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক হাত পা ইত্যাদি নড়াচড়া করার জন্য দিয়েছেন, বেকার ফেলে রাখার জন্য দেননি। **(তাফসীরে নঈমী, তাফসীরে আজিজী)**

নাজায়িয বিভিন্ন পেশা

অমানবিক পেশা মাকরুহ, যেমন; অভাবের সময় গুদামজাত করা, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান, কাফন পরানোর পেশা, ওকালতি ও দালালী, তবে হ্যাঁ প্রয়োজনে এই দু'টি পেশায় সমস্যা নেই যদি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা যায়, হারাম জিনিসের কাজ করাও হারাম, যেমন; গান, বাদ্য, নৃত্য, পতিতার পেশা, পাখির লড়াই ইত্যাদি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের পেশা, অনুরূপভাবে মদের ব্যবসা, মদ নিজে আনা বা অন্যকে দিয়ে আনানো, নিজে বিক্রি করা বা অন্যকে দিয়ে বিক্রি করানো, নিজে ক্রয় করা বা অন্যকে দিয়ে ক্রয় করানো, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্রেতা ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া সবই হারাম। অনুরূপভাবে প্রাণীর ফটোর ব্যবসাও নাজায়িয, ফটো নিজে তোলা বা অপরের দ্বারা তোলানো সবই নাজায়িয, জুয়ার ব্যবসা হারাম, জুয়া খেলা অথবা খেলানো, জুয়ার মাল ক্রয় করা সবই হারাম। অনুরূপভাবে মুসলমানের সাথে সুদী ব্যবসা করা হারাম, সুদ দেয়া, নেয়া, এর স্বাক্ষী হওয়া, ওকালতি করা সবই হারাম।

পূর্ববতী ওলামায়ে কিরাম মসজিদের ইমামতি, আযান, মসজিদের খেদমত, দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক নেয়াকে মাকরুহ বলতেন, কিন্তু পরবর্তীতে ওলামায়ে কিরাম যখন এটা উপলব্ধি করলেন যে, এ অবস্থায় মসজিদ খালি হয়ে যাবে এবং দ্বীনি শিক্ষা বন্ধ ও ইমামত এবং আযান দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে,

www.dawateislami.net

অতএব তা বিনা মাকরুহে জায়িয ঘোষনা করেন। তাবিযের দাম নেয়াটা বিনা মাকরুহে জায়িয।

সারকথা হলো; হারাম ও মাকরুহ পেশা ব্যতীত যে কোন জায়িয পেশা দোষনীয় নয়, যারা পেশাকে দোষনীয় মনে করে ঋণগ্রস্থ হয়ে গেছে, সে দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতার জন্য আর কত হা-হুতাস করবো, এই **আল্লাহ**র বান্দারা সুদ গ্রহণকে হারাম জানে কিন্তু সুদ দেয়াকে হালাল মনে করে, বিনা প্রয়োজনে মামলা মোকদ্দমা, বিবাহ, শোকে রীতিনীতি পালন করার জন্য বিনা দ্বিধায় সুদী ঋণ নিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখবেন! সুদ গ্রহীতা শুধুমাত্র গুনাহগার আর সুদ দাতা গুনাহগারও এবং বোকাও, কেননা সুদ গ্রহীতা নিজের পরকালের ক্ষতি করে দুনিয়াতে লাভবান হচ্ছে, কিন্তু সুদ দাতা বোকা নিজের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিই নষ্ট করে দেয়। আমি একটি বইয়ে দেখেছি যে, বর্তমানে দেশের মুসলমানের নিকট অন্য জাতীর দেড় বিলিয়ন এরূপ সুদি ঋণ রয়েছে, যার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এমন তো অনেক দেখা যায় যে, মুসলমানদের মহল্লা, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, জায়গা-জমি, সূদী মহাজনদের হাতে চলে গেছে।

হায়! মুসলমানরা যদি সুদ দেয়াকে সুদ গ্রহণের ন্যায় হারাম মনে করতো, তবে এরূপ খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতোনা। হায়! এখনও যদি মুসলমানরা সচেতন হয়ে যায় এবং নিজের ভবিষ্যৎ সজ্জিত হয়ে যাবে, মনে করো, যদি তোমরা জমিন থেকে বঞ্চিত

www.dawateislami.net

হয়ে যাও, তবে এ দেশে তোমাদের অবস্থা মুসাফিরের মতো হয়ে যাবে, অমুসলিমরা যখনই ইচ্ছা তোমাদেরকে বিতাড়িত করে দিবে।

প্রতিবন্ধী মুসলমান

সাধারণত দেখা যায়, মুসলমানদের অন্ধ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি এবং বিধবা মহিলা, এতিম ছেলে-মেয়েরা ভিক্ষা করে জীবন ধারন করে, বিভিন্ন রেল ষ্টেশনে ও বাড়ীতে বাড়ীতে এতিম শিশু এতিমখানার নামে ভিক্ষা করে থাকে, কিন্তু অমুসলিম অন্ধ, পঙ্গু ব্যক্তিরা নিজেদের উপযোগী কাজ করে জীবিকা অর্জন করে। আমি অনেক অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অমুসলিমকে ইট ভাঙ্গতে, বিড়ি তৈরী করতে ও এজাতীয় অন্যান্য কাজ করতে দেখেছি, যারা তা করতে পারে না, তাদের এতিম শিশুদের জন্য আশ্রম ও পাঠশালা খুলে দেয়া হয়েছে।

অমৃতসরে একটি অনাথ আশ্রম রয়েছে, যেখানে অমুসলিম এতিমদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানকার শিক্ষার নিয়ম হলো, সকালে দু'ঘন্টা লেখা পড়া করা এবং দু'ঘন্টা কোন একটা কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া, যেমন; সাবান তৈরী, সেলাই কাজ করা, কারপেন্ট্রির কাজ ইত্যাদি। অতঃপর দুপুরের পর সেসব ছেলেরা দিয়াশলাইয়ের বাক্স, আগরবাতি ও অন্যান্য ছোট ছোট জিনিস নিয়ে বাজারে চলে যায় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আট দশ আনা উপার্জন করে নেয়। মোটকথা হলো, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে এবং পাঠশালায় শিক্ষা অর্জন করার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষাও শিখে।

www.dawateislami.net

এখন বলুন! যখন মুসলমানদের এই ভিখারী এতিমখানা থেকে এবং অমুসলিমদের ব্যবসায়ী এতিম অনাথ আশ্রম থেকে বের হবে, তবে তাদের জীবনে কত পার্থক্য হবে।

হে মুসলমান জাতী! নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করুন, মাজুর ব্যক্তি কিছুই করতে পারবে না মনে করাটা মারাত্মক ভূল, আমি পাঞ্জাবে এমন এক অন্ধ মুসলমানও দেখেছি, যে হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করছে, এথেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মাজুর হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসা করতে পারে, আমার মতে ঐ মুসলমান যে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং নিজে উপার্জন করে খায়, ঐ কম সাহসী মানুষ হতে উত্তম, যে শক্তিশালী ও সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ওযীফা পাঠ করে এবং ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শুধু নামাযীই ছিলেন না, তাঁরা মসজিদের নামাযী ছিলেন, লড়াইয়ের ময়দানে সাহসী গাজী, আদালতে বিচারক এবং বাজারে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। মোটকথা হলো, নবীর মাদ্রাসায় তাদের এমন উচ্চমানের প্রশিক্ষণ হয়েছিলো যে, তাঁরা মসজিদে নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের আদর্শ হতেন, মসজিদের বাইরে ব্যতিক্রমধর্মী নক্শা উপস্থাপন করতেন।

পেশা ও জাতীয়তা

মুসলমানের বেকারত্বের কারণ হলো তাদের মিথ্যুক জাতীয়তা ও ভূল জাতী পূজারী, এদেশের মুসলমানরা পেশার উপর

www.dawateislami.net

জাতীয়তা বানিয়েছে এবং পেশাদার জাতিকে তুচ্ছ (ঘৃণ্য) মনে করতো, এই বোকাদের নিকট যে উপার্জন করে হালাল রিযিক খায়, সে অভদ্র ও ভিখারী, সুদী, ঋণগ্রস্থ, চুরি, ডাকাতী যারা করে তারা ভদ্র। **আল্লাহ পাক** জ্ঞান দান করুক! যে কাপড় বোনার পেশা অবলম্বন করলো, সে তাঁতী হয়ে গেলো, যে মুসলমান চামড়ার ব্যবসা করতে লাগলো, সে মুচীর উপাধি পেয়ে গেলো, যে কাপড় সেলাই করে নিজের সন্তানদের লালন পালন করলো, তাকে দর্জি বলে গোত্র থেকে বের করে দেয়া হলো, যে তুলা ধুনার কাজ করে, সে ধুনীয়া হয়ে গেলো এবং উঠতে বসতে তাদেরকে বিদ্রুপ করা হয়, ঠাট্টাও করা হয়। কথায় কথায় বলা হয়; সরে যা তাঁতী, চলে যা ধুনীয়া, দূর হও মুচি। এমন কি দেখা গেছে যে, যদি কোন গোষ্ঠিতে কেউ কখনো চামড়ার ব্যবসা করে থাকে, তবে তাদের নাতিও নিজ গোত্রের মেয়ে পেতো না। বলতো যে, তার অমুক পূর্ব পুরুষ চামড়ার ব্যবসা করেছিলো। এমন বোকামীর এরূপ পরিণতি হলো যে, মুসলমানরা সকল পেশা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো। এখন তাদের জন্য শুধু তিনটি রাস্তা রয়েছে, হয়তো লালাজীর নিকট নিম্ন শ্রেণীর চাকুরী করা বা জমিন এবং সম্পদ ইত্যাদি বিক্রি করে খাওয়া অথবা ভিক্ষা করা, চুরি করা এবং নিজ সম্মানকে গায়ে জড়াবে এবং বিছাবে। মনে রাখুন যে, সব রাষ্ট্রের মধ্যে আরব রাষ্ট্র সেরা ও উত্তম, কেননা সেখানেই হজ্বহয়ে থাকে এবং সেই রাষ্ট্রই নবুয়্যতের সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাওয়ার স্থান হয়েছে। বাকী রইলো পাঞ্জাব, বাংলাদেশ, ইউ.পি, ইরান, তেহরান, চীন ও জাপান সবই এক সমান, হজ্ব অন্য কোথাও হয় না। না পাঞ্জাবী হওয়া পরিপূর্ণতা,

www.dawateislami.net

না ভারতীয় হওয়া গর্বের বিষয়, না ইরানী হওয়া শ্রেষ্ঠত্ব, না রানী হওয়া। নিশ্চয় আরববাসীরা আমাদের সেবা পাওয়ার যোগ্য, কেননা তারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী। অনুরূপভাবে সৈয়দ বংশীয়রা ইসলামের শাহজাদা ও মুসলমানদের সরদার।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল বংশ বেকার হয়ে যাবে, আমার বংশ ব্যতীত। (শামী)[১]

অবশিষ্ট সব ইসলামী জাতী, শেখ, মোগল, পাঠান এবং অন্যান্য জাতিরা সকলেই সমান, তাদের মধ্যে নবী বংশের কেউ নেই, সম্মান হলো আমলের উপর, শুধুমাত্র বংশের উপর নয়। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىٕلَ لِتَعَارَفُوْاؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْؕ[২]

যেমনটি জমিনে বিভিন্ন শহর ও গ্রাম রয়েছে আর শহর গুলোতে বিভিন্ন মহল্লা রয়েছে, যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং প্রত্যেকের নিকট চিঠিপত্র লেখা যায় ও পাঠানো যায়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি রয়েছে আর প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র রয়েছে, যাতে মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় থাকে, শুধুমাত্র জাতীয়তাকে সম্মান বা লাঞ্ছনার ভিত্তি মনে করা মারাত্মক ভূল।

---

১. আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ইকরামা আন ইবনে আব্বাস, ১১/১৯৮, হাদীস ১১৬২১।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমি তোমাদের বিভিন্ন শাখা ও গোত্র এই জন্য বানিয়েছি যে, যাতে তোমরা পরস্পর চিনতে পার। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকে**র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। (পারা: ২৬, সূরা: হুযুরাত, আয়াত: ১৩)

www.dawateislami.net

বিশ্বাস করুন যে, কোন মুসলমান অভদ্র নয় আর কোন অমুসলিম ভদ্র নয়, সম্মান ও মহত্ব মুসলমানদের জন্য। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ(১)

অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে যার আমল সর্বাধিক উত্তম তারই সম্মান বেশি, ভদ্র তিনিই যিনি ভদ্রতার কাজ করবেন এবং অভদ্র সেই, যে অভদ্রতার কাজ করবে। শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

হাজার খোইশ কে বেগানা আজ খোদা বাশদ
ফিদায়ে এক তনে বেগানা কাশনা বাশদ

আমাদের সেই আপনজন, যে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলের** অপরিচিত, সেই অপরিচিতের প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যায়, যে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলের** আপন হয়। جَلَّ وَاَعْلٰى تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم

কোন হিন্দি কবি বলেছেন:

রাম নাম কাষ্টে ভালে কে টপ টপ টপকে জাম
দাঁরো কাঞ্চন ধেকো কে জিস সিক না হেঁ রাম

মোটকথা হালাল পেশাকে লাঞ্চনা মনে করে বেকার বসে থাকা মারাত্মক ভূল, এখন সময় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, বড় বড় লোকেরা কাপড় ও সুতার মিল, জুতার কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করছে আর কতদিন অলসতার ঘুমে বিভোর থাকবেন? অলসতার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠুন এবং মুসলমান জাতির অবস্থা পরিবর্তন

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** ইজ্জত **আল্লাহ্** ও তাঁর **রাসূল** এবং মুসলমানদের জন্যই। **(পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকুন, আয়াত: ৮)**

www.dawateislami.net

করুন, বেকারদেরকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করুন, ঋণগ্রস্থদের ঋণ থেকে মুক্ত করুন, নিজেদের ছেলে মেয়েদের মুর্খ না বানিয়ে শিক্ষিত করে তুলুন এবং পাশাপাশি কোন একটা হাতের কাজও শিক্ষা দিন, যাতে কারো মুখাপেক্ষী থাকতে না হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য

ইতিপূর্বে জানা গেছে, ব্যবসা আম্বিয়াগণের পেশা, এর অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ ব্যবসায়ীরা রিযিকপ্রাপ্ত আর প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্য গুদামজাতকারী অভিশপ্ত। (ইবনে মাজাহ)[১]

কতিপয় রেওয়ায়তে বর্ণিত আছেঃ **আল্লাহ পাক** রিযিককে দশ ভাগ করে এর নয় ভাগ ব্যবসায়ীকে দিয়েছেন আর এক ভাগ সারা দুনিয়াকে দিয়েছেন।

আরও বর্ণিত আছেঃ কিয়ামতের দিন সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীরা নবীগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।[২]

ব্যবসায়ীরা মূলত রাজমুকুটধারী, প্রসিদ্ধ উদাহরণ রয়েছেঃ ব্যবসায়ির মাথার উপর মুকুট রয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা দুনিয়ার স্থায়িত্ব, ব্যবসা বাণিজ্য বাজারের সৌন্দর্য্য, দেশের প্রাণ চাঞ্চল্য, মানুষের জীবনযাত্রা অটল থাকে। জীবনে মরণে সর্বদা ব্যবসার

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, বাবুল হাকরাতি ওয়াল জালবি, ৩/১৩, হাদীস ২১৫৩।
২. সুনানে দারে কুতুনী, কিতাবুল বুয়ু, ৩/৩৮৭, হাদীস ২৮১২, ২৮১৩।

www.dawateislami.net

প্রয়োজন রয়েছে, মৃতের কাফন ও কবরের কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়, রাজত্ব নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, বর্তমানে দেশে দেশে লড়াই ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে।

মসজিদ নির্মাণের জন্য ইট, চুনা ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই আসে, মসজিদের মুসল্লা, চাটাই ব্যবসায়ীদের দোকান থেকেই আসে, কাবা শরীফের গিলাফের জন্য কাপড় ব্যবসায়ীদের নিকটই পাওয়া যায়, সতর ঢাকার জন্য কাপড় এবং রোযা ইফতারের জন্য ইফতারীও দোকান থেকে ক্রয় করা হয়, কুরআন ও হাদীস ছাপানোর জন্য কাগজ কালি ব্যবসায়ী নিকটই পাওয়া যায়, মোটকথা ব্যবসা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু আফসোস! এ দেশের মুসলমানরা এর প্রতি উদাসীন।

এ দেশে মুসলমানদের সংখ্যা দশ কোটি (তখনকার হিসাবে) যদি গড়ে আট আনাও খরচ করে তবে মুসলমানরা পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে এবং প্রায় সকল টাকা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়, যেনো প্রতিদিন মুসলমান জাতি পাঁচ কোটি টাকা কাফেরদের পকেটে দিয়ে দিচ্ছে। এ হিসাবে মুসলমানরা মাসে দেড় বিলিয়ন এবং বছরে আটারো বিলিয়ন টাকা অন্যান্য জাতিকে দিয়ে দিচ্ছে।

হায়! যদি এর অর্ধেক টাকাও মুসলমানদের হাতে থাকতো, তবে আমাদের মুসলিম জাতির অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়ে যেতো। এসব "বরকত" ব্যবসা বাণিজ্য থেকে দূরে থাকার কারণে, আমরা হজ্ব করতে যাবো, আর অন্য জাতির পকেট ভরছি, ঈদ

www.dawateislami.net

উদযাপন করবো তো অন্য জাতিরা খাচ্ছে, মোটকথা হলো জীবিত অবস্থায়ও অন্য জাতিকে দিচ্ছি আর মরলেও অন্য জাতিকে দিয়ে যাচ্ছি, এজন্য উঠো আর ব্যবসায় ঝাপিয়ে পড়ো। ধীরে ধীরে বাজারগুলো করায়ত্ব করে নাও এবং নিজের আয়ত্বের কাজ করো, কেননা বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী মানুষ পাওয়া যায় না, প্রত্যেকেরই নিজের বিবেককে জাগ্রত করা উচিৎ।

ঘটনা

একবার সুলতান মহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব গাজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই দীর্ঘ দোয়া করলেন। এক দরবেশ বললেন: হযরত! আপনি কি গাধা কামনা করছেন? সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, মুকুট সজ্জিত, রাজ্য শাসক, কর নিচ্ছেন, তবুও এত দীর্ঘ দোয়া কি জন্য করছেন? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: জনাব! গাধা নয়, মানুষ চাচ্ছিলাম, **আল্লাহ পাক** যেনো সৎ পরামর্শদাতা দান করেন। উদ্দেশ্য হলো উত্তম পরামর্শদাতা সাথী অনেক কষ্টে পাওয়া যায়।

ঘটনা

কেউ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: এর কারণ কি যে, তিন খলিফার যুগে ইসলামের অনেক বিজয় হয়েছে আর আপনার খেলাফতকালে কেবল গৃহযুদ্ধই লেগে আছে। তিনি তখনিই উত্তর দিলেন: এর একমাত্র কারণ হলো, তাদের উজীর ও পরামর্শদাতা ছিলাম আমরা আর আমার পরামর্শদাতা হলে তোমরা। যেমন উজির, তেমন বাদশা।

www.dawateislami.net

সৎচরিত্রবান

এমনিতে তো প্রত্যেক মুসলমানের সৎচরিত্রবান হওয়া আবশ্যক, তবে ব্যবসায়ীর সৎচরিত্রবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। মুসলমান ব্যবসায়ীদের ব্যর্থতার মূলে দূর্ব্যবহারও একটি অন্যতম কারণ। যে গ্রাহক তাদের কাছে একবার এসেছে, সেই গ্রাহক তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য দ্বিতীয়বার আর আসেনা, আমি অমুসলিম ব্যবসায়ীকে দেখেছি যে, যখন তারা কোন মহল্লায় নতুন দোকান খোলে, তখন তারা ছোট ছেলেদেরকে, যারা জিনিস কিনতে আসে, চকলেট বা বেলুন দিতে থাকে, যেনো তারা এর লোভে আমাদের দোকান থেকে জিনিস ক্রয় করে, বড় ব্যবসায়ীরা বিশেষ গ্রাহককে পান, বিড়ি, সিগারেট এমনকি মাঝে মধ্যে খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করে থাকে। এসবের একমাত্র কারণ হলো গ্রাহক আকর্ষণ, আপনি যদি এসব কিছু করতে না পারেন, কমপক্ষে গ্রাহকের সাথে সুন্দর আচরণ করুন, সে যেন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বিশ্বস্ততা

ব্যবসায়ীর চরিত্রবান হওয়া ও বিশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন, চরিত্রহীন বদমাশ ও হারামখোর কখনো ব্যবসায় সফল হতে পারে না, তার তো বদমাশি থেকে ফুরসতও পায় না, ব্যবসা করবে কখন, মুশরিক ও কাফেররা খুবই বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করে, বিশ্বস্ততার কারণে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাকীতে মালামাল পাওয়া যায়, গ্রাহকেরা বিশ্বস্ততার কারণে তাদের উপর ভরসা করে, বিশ্বস্ততার উপরই ব্যাংক ও কোম্পানিগুলো পরিচালিত হয়। ওজনে

www.dawateislami.net

কম দেয়া, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতকরা সাময়িকভাবে বাহ্যত লাভবান হলেও অবশেষে মারাত্মক ক্ষতির স্বীকার হয়।

পরিশ্রম

এমনিতে তো পৃথিবীর কোন কাজ পরিশ্রম ছাড়া হয়না কিন্তু ব্যবসায় তো কঠোর পরিশ্রম, মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন। অলস ব্যক্তি কখনোই কোন কাজে সফল হতে পারে না, প্রসিদ্ধ উদাহরণ যে, শ্রম ছাড়া তো গ্রাসও মুখে উঠে না। ব্যবসায়ী যত বড়ই মানুষ হয়ে যাক না কেন, কিন্তু সকল কাজ কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিত নয়, কিছু কাজ নিজ হাতেও করুন, আমি ব্যবসায়ীদেরকে নিজ হাতে ডাল ঢালতে ও মালামাল নিজে উঠিয়ে আনতে দেখেছি।

ব্যবসার মূলনীতি

ব্যবসার কয়েকটি মূলনীতি আছে, যা অনুসরণ করা ব্যবসায়ীদের জন্য অপরিহার্য, অর্থাৎ শুরুতেই বড় আকারের ব্যবসা শুরু করা উচিত নয়, বরং প্রথমে একটি ছোট কাজে হাত দিন। আপনারা একটি হাদীস শরীফ শুনেছেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে লাকড়ী কেটে বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঘটনা

এক ব্যক্তি ব্যবসা করতে চাইলো, সে কোন একটি নাম করা ফার্মের মালিকের নিকট পরামর্শের জন্য গেলো। তার ধারণা ছিলো যে, ব্যবসায় কোন একটা গোপন ভেদ আছে, সেটা জানতে পারলে

www.dawateislami.net

একেবারে লাখপতি হয়ে যাবে। ফার্মের মালিক তাকে পরামর্শ দিলো যে, তুমি প্রথমে পাঁচ টাকার এক ডজন দিয়াশলাই নিয়ে বাজারে বসে যাও, যদি সন্ধ্যার মধ্যে তা বিক্রি করে পাঁচ আনাও যদি লাভ করতে পারো তবে তুমি সফল। এরপর যদি তোমার বিক্রি আরও একটু বৃদ্ধি পায়, এর সাথে সিগারেটের প্যাকেটও রাখতে শুরু করো, আরও একটু অগ্রসর হলে পানও রাখতে পারো। এভাবে তুমি ক্রমান্বয়ে একদিন বড় ব্যবসায়ী হয়ে যেতে পারবে, দেখুন অমুসলিমদের ছেলেরা প্রথমে বড় ব্যবসা শুরু করে না বরং সাধারণ ব্যবসা করে একদিন লাখপতি হয়ে যায়। আমি কাটিয়া ওয়ার্ডের মেমন ব্যবসায়ীদেরকে দেখেছি যে, যখন তারা কাউকে ব্যবসা শিখায়, প্রথমে তাকে একবছর বাবুর্চীর কাজে নিয়োজিত রাখে, পরবর্তী বছর বাকী আদায়ের কাজে নিয়োজিত করে, তৃতীয় বছর বিল ছাড় করানো ও মাল বুক করার দায়িত্ব দেয়, চতুর্থ বছর খুচরা বিক্রেতা হিসাবে দোকানে বসায়, অতঃপর দোকানের চাবি বুঝিয়ে দেয়।

১. প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের পছন্দ ও মানানসই এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবসা করা উচিত। **আল্লাহ পাক** এক একজনকে এক এক কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কেউ খাদ্য শস্য, কেউ কাপড়, কেউ কাঠ, কেউ বই পুস্তকের ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে। তাই ব্যবসা শুরু করার আগে গভীর চিন্তাভাবনা করার পর স্থির করতে হবে যে, আমি কোন ধরনের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারবো।

www.dawateislami.net

আমার গল্প

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, শুরু থেকেই আমি শিক্ষা-দীক্ষার সাথে জড়িত ছিলাম, কিন্তু ব্যবসার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিলো, তাই আমি খাদ্য শস্যের বিভিন্ন ব্যবসা করেছি, কিন্তু কোন সময় লাভবান হতে পারলাম না, অবশেষে এখন আমি কিতাবের ব্যবসা শুরু করেছি, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় এতে আমি যথেষ্ট লাভবান হয়েছি, আমি বুঝতে পারলাম যে, শিক্ষা-দীক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য বই পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবসাই উপযোগী, আমি এমন অনেক অমুসলিম শিক্ষক দেখেছি যারা শিক্ষকতার পাশাপাশি বই-পুস্তক, কালি-কলম, কাগজ ইত্যাদি স্কুলে বিক্রি করে থাকে। এর লাভ দ্বারা তাদের মাসিক হাত খরচ হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ বেতনটা জমা থাকে, তাই ব্যবসা নির্বাচনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. অজানা কোন কাজে হাত দেয়া উচিত নয় আর সব কিছুর ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করা মোটেই ঠিক নয়।

একটি মারাত্মক ভুলঃ

এ দেশের মুসলমানেরা একে তো ব্যবসা খুবই কম করে আর করলেও মূলনীতিতে ভূলের কারণে অতি সহসা লালবাতি জ্বালিয়ে দেয়। মুসলমানদের ভূল সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

www.dawateislami.net

(১) মুসলিম দোকানদারের বদ মেজাজ

মুসলমান দোকানদাররা সাধারণত বদমেজাজী হয়ে থাকে। ফলে যে গ্রাহক তাদের কাছে একবার আসে, সে দ্বিতীয়বার আর আসে না।

(২) তাড়াহুড়াকারী ও অজ্ঞ ব্যবসায়ী

তারা দোকান খুলতেই লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে, যদি দু'একদিন বেচাকেনা ভাল না হয় বা কিছু ক্ষতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ করে দোকান ছেড়ে দেয়, এর অসংখ্য উদাহারণ রয়েছে।

(৩) অধিক লাভ

সাধারণত মুসলিম ব্যবসায়ীরা সহসা লাখপতি হওয়ার জন্য অধিক লাভের ব্যবসা করে, একই জিনিস অন্য জায়গায় কম দামে বিক্রি হয়, তার কাছে দাম বেশি তবে তার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে কম লাভ যেমন; আটা, লবণ। তবে দুষ্পাপ্য জিনিসে অধিক মুনাফা করলে কোন ক্ষতি নেই।

(৪) অযথা ব্যয়

অজ্ঞ ব্যবসায়ী সাধারণ ব্যবসায় অনেক ব্যয় করে দেয়, তাদের ছোট দোকান এত ব্যয় বহন করতে পারে না, অবশেষে দেউলিয়া হয়ে যায়।

মুসলমান ক্রেতাদের ভুল

অমুসলিমরা মুসলমান ব্যবসায়ীকে মোটেই পছন্দ করে না, তারা মুসলমানের দোকানকে কাঁটার মতো মনে করে, অনেকবার

www.dawateislami.net

দেখা গেছে, যেখানে কোন মুসলমান দোকান খুললো, আশেপাশের অমুসলিম দোকানদাররা জিনিসপত্রের দাম সস্তা করে দেয়। মুসলমান গ্রাহকরা এক পয়সা সস্তার জন্য তাদের দিকে ঝাপিয়ে পড়ে এবং নিজের গরীব ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যদি অমুসলিমদের থেকে চারটি পান পাওয়া যায় এবং মুসলমানদের থেকে তিনটি পান নাও এবং মনে করো যে, যদি এই মুসলমান ভাই আমার ঘরে আসতো তবে তাকে একটি পান খাওয়াতে হতো, আমি একটি পান তাকে আপ্যায়ন করলাম, অন্তরের এই ধরণের কিছু মনোভাব সৃষ্টি করো। অন্তরের মনোভাব দ্বারা জাতি শক্তিশালী হবে।

ঘটনা

এক ব্যবসায়ী থেকে শুনেছি যে, এক ইংরেজ তার দোকানে ছুরি ক্রয় করতে আসে, তিনি একটি খুব ভাল জাপানি ছুরি দেখালেন, যার মূল্য ছিলো মাত্র পঁচাত্তর পয়সা। সে ছুরিটি দেখে খুবই পছন্দ করলো এবং দারুন খুশী হলো। কিন্তু জাপানী সিল দেখার সাথে সাথে ঘৃণাভরে রেখে দিলো এবং বললো: জাপানী ছুরি ভালো নয়, কোন ইংলিশ ছুরি থাকলে দাও। আমি তাকে লন্ডনের তৈরী একটি সাধারণ ছুরি দেখালাম, যার মূল্য ছিলো তিন টাকা, সে সানন্দে সেটা নিলো, একেই বলে স্বজাতীয় মনোভাব। জাপানী মাল সুন্দর ও সস্তা হওয়ার পরও নিলো না, লন্ডনের সাধারণ জিনিসকে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করলো। মুসলমান গ্রাহকগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

www.dawateislami.net

মুনাফার জন্য বিশৃংখলা করা

ব্যবসায়ীদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, অধিক মুনাফার আশায় মাল যেনো আটকে না রাখে, যারা মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় মাল আটকে রাখে, তারা মারাত্মক ভূল করে থাকে, কেননা কখনো কখনো দাম বৃদ্ধির পরিবর্তে দাম কমে যায় এবং যদি সামান্য মুনাফা পেয়েও যায় তাও বিশেষ উপকার হয় না, বছরে একবার অধিকহারে মুনাফার চেয়ে দৈনিক সামান্য মুনাফা অনেক উত্তম। ব্যবসার আরো অনেক মুলনীতি রয়েছে, যা ব্যবসার জগতে প্রবেশ করলে অনায়সে জানা হয়ে যাবে।

মুসলমানেরা! হালাল রিযিক অর্জন করুন, বেকারত্ব অনেক পাপের উৎস, হালাল রিযিক দ্বারা ইবাদতের আগ্রহ, নেক কাজের উৎসাহ এবং আনুগত্যের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। যে ঘরে বখাটে ছেলে ও বেকার যুবক থাকে, সে ঘর কয়েক দিনের মেহমান।

মসনবী শরীফে রয়েছে:

ইলম ও হিকমত যায়িদ আয লুকমা হালাল ইশক ও হিকমত যায়িদ আয লুকমা হালাল
লুকমা তুখম আসত ও বরশ আন্দিশহা লুকমা বাহার ও গো হারশ আন্দিশহা!
যায়িদ আয লুকমা হালাল আন্দর দাহাঁ মিল খেদমত আযম সুয়ে আঁ জাহাঁ
চুঁ যে লুকমা তু হাসদ বীনী ও দাম! জেহেল ও গফলত যায়িদ আঁ রা দাঁ হারাম[১]

১. অনুবাদ: ইলম ও হিকমত হালাল লুকমা দ্বারা সৃষ্টি হয়, প্রেম ও কোমলতা হালাল লোকমা দ্বারা নসীব হয়, যখন লুকমা দ্বারা হিংসা এবং অজ্ঞতা ও উদাসিনতা সৃষ্টি হয় তখন বুঝে নাও যে, সেই লোকমা হারাম, লোকমা হলো বীজ এবং এর ফল হলো চিন্তাধারা, লোকমা হলো নদী এবং এর মুক্তা হলো কল্পনা, হালাল লোকমা মুখে থাকে তবে এর বরকতে আখিরাতের কাজে মনোযোগি হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমার এই আলোচনায় প্রভাব দান করুক এবং মুসলিম জাতিকে বেকারত্ব থেকে রক্ষা করুক আর আমাকে সেই দিন দেখাও, যখন আমি আমার প্রতিটি মুসলমান ভাইকে দ্বীনদার, স্বচ্ছল ও মুসলমানের প্রতি সহানুভুতিশীল দেখবো।

اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِهٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

হযরত সায়্যিদুনা খুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ অর্থাৎ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

(ফয়যানে সুন্নাত, ১২৮৩ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃতি সহীহ বুখারী, ৫১২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬০৫৬)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন	আলা হযরত আহমদ রযা বিন নক্বী আলী খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরি	বারাকাত রযা, ভারত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	ইমাম ইসমাঈল হক্কী আল বুরুসী, ওফাত ১১৩৭ হিজরি	কোয়েটা
তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরি	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
সহিহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিজরি	দারুল কুতুবির ইলমিয়া, বৈরুত
সহিহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজচ কোরাইশী, ওফাত ২৬১ হিজরি	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমমা ইবনে মাজাহ্ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ আল ক্বযবিনী, ওফাত ২৭৩ হিজরি	দারুল মারেফত, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিজরি	দারুল ফিকর, বৈরুত
সুনানে আবি দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আল আশায়াছ শিজিসতানী, ওফাত ২৭৫ হিজরি	দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাছিল আরবী
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আল হোসাইসন আল বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল ক্বাসেম সোলাইমান বিন আহমদ আত্ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিজরি	দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী
সুনানে দারে কুত্নী	ইমাম আলী বিন ওমর আদ্দারু কুতনী, ওফাত ৩৮৫ হিজরি	মুয়াসসাসাতুর রিসালাত, বৈরুত
কাশফুল খাফা	ইমামুশ শেখ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আল আজ্ লুনী, ওফাত ১১৬২ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবীহ	ইমাম ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ আত্ তিবরীজি, ওফাত ৭৪১ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইল্মিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

মাজমাউয যাওয়ায়িদ	ইমাম নুর উদ্দীন আলী বিন আবী বকর আল হাইছামী, ওফাত ৮০৭ হিজরি	দারুল ফিকর, বৈরুত
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিজরি	দারুল ফিকর, বৈরুত
ওমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হিজরি	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
রদ্দুল মোখতার	ইমাম মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আশ্ শামী, ওফাত ১২৫২ হিজরি	দারুল মারেফত, বৈরুত
দুররে মুখতার	ইমাম আলা উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী আর হাছকাফী, ওফাত ৯৭০ হিজরি	কোয়েটা
আল ফতোয়াল হিন্দিয়া	মাওলানা আশ শেখ নিজাম, ওফাত ১১১৮ হিজরি এবং হিন্দুস্তানের একদল আলেম	কোয়েটা
বাহারে শরীয়াত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরি	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বাহারে শরীয়াত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরি	মাকতাবায়ে রযবীয়া, করাচী
নামাযের আহ্কাম	আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাক্তাবাতুল মদীনা, করাচী
জা'আল হক	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরি	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
মাদারিজুন নবুয়ত	শেখে মুহাক্কিক শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী, ওফাত ১০৫২ হিজরি	নুরিয়া রযবীয়া পাবলিকেশন্স
হাদায়িকে বখ্শীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বিন নক্বী আলী খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরি	রযা একাডেমি, মুম্বাই, হিন্দুস্থান
ফায়যানে সুন্নাত	আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উর্দু অভিধান	তুর্কী উর্দু বোর্ড, করাচী	তুর্কী উর্দু বোর্ড, করাচী
ফিরোযুল লুগাত	মাওলানা ফিরুযুদ্দীন	ফিরোয সন্স, লাহোর

www.dawateislami.net

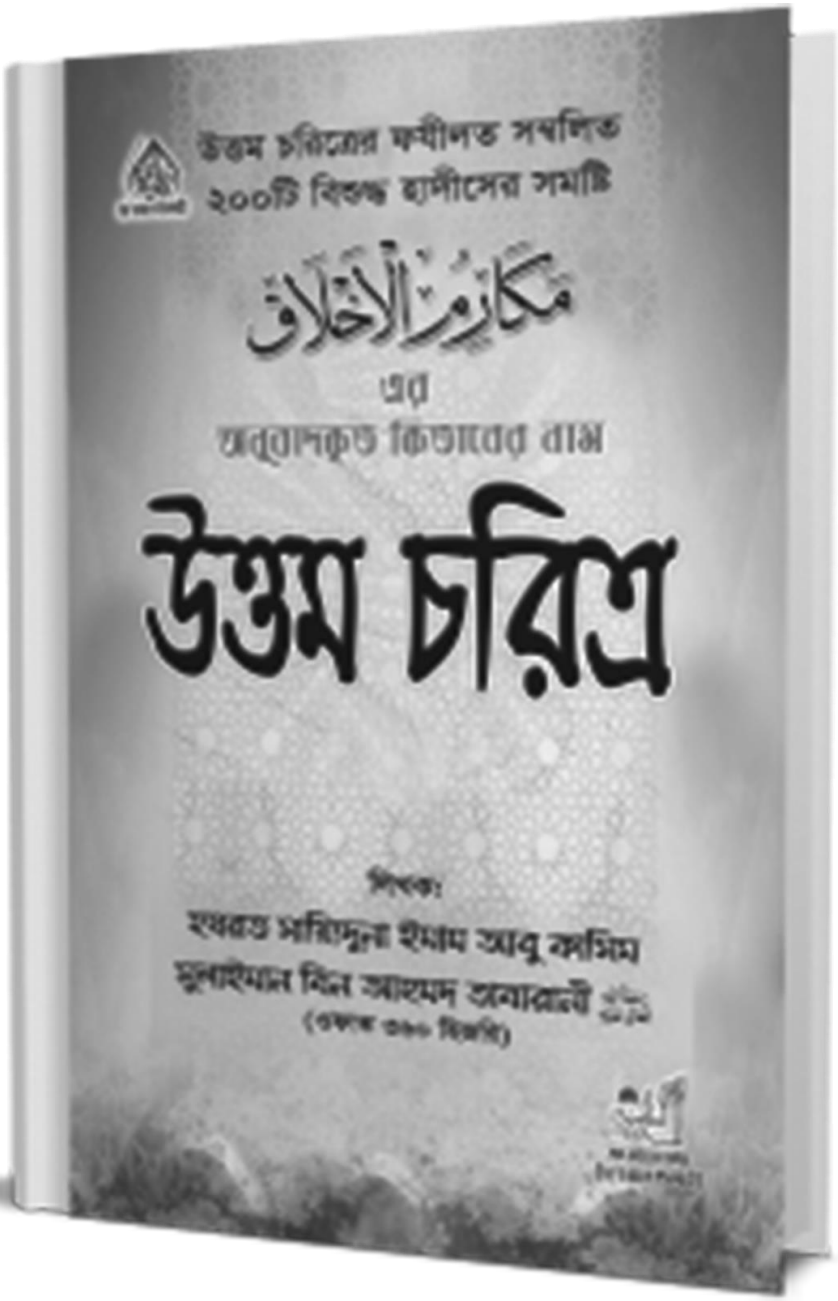

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

01013212

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net